বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা রবিবার ॥ বর্ষ-৩ সংখ্যা-১২ ॥ ২৭ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ১৪ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা ॥ ২৮ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

গণঅভ্যুত্থানের পরও দখল চাঁদাবাজি বন্ধ হয়নি: নুর

পঞ্চগড় প্রতিনিধি : গণঅভ্যুত্থানের পরও দেশে দখল ও চাঁদাবাজি বন্ধ হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। শনিবার (২৬ এপ্রিল) দুপুরে পঞ্চগড়ে শেরে বাংলা মোড়ে এক গণসমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন। নুরুল হক নুর বলেন, আমরা আর আওয়ামী জামানার ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থায় ফিরে যেতে চাই না।

নির্বাচন বিলম্বিত করা মানে ৫ আগস্টের সঙ্গে বেঈমানি করা: আযম খান

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আযম খান বলেছেন, একটি দল স্থানীয় নির্বাচন চাচ্ছে, তারাই আবার কিছুদিন আগে বলেছে, আগামী রোজার আগে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে হবে। যারা জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে বিলম্বিত করতে চায়, তারা ৫ আগস্টের গণ অভ্যুত্থানের সঙ্গে বেঈমানি করার চেষ্টা করছে।

নতুন দলে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে যা বললেন উপদেষ্টা আসিফ

স্টাফ রিপোর্টার : হাসিনার সরকার পতনের পর থেকে দেশে নতুন নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ হচ্ছে। জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া নাহিদ ইসলাম উপদেষ্টার পদ ছেড়ে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নামে নতুন দল গঠন করেছেন। এছাড়া গত আট মাসে রাজনৈতিক দল ও প্ল্যাটফরমের সংখ্যা ২ ডজনেরও বেশি।

পোপ ফ্রান্সিসের মরদেহে প্রধান উপদেষ্টার শ্রদ্ধা

স্টাফ রিপোর্টার : পোপ ফ্রান্সিসের মরদেহে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) স্থানীয় সময় বিকেল সোয়া ৩টায় ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় তিনি এ শ্রদ্ধা জানান। এর আগে, স্থানীয় সময় দুপুরে রোমে পৌছালে ড. ইউনূসকে স্বাগত জানান ইতালি ও ভ্যাটিকান সিটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। জানা গেছে, শনিবার (২৬ এপ্রিল) পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে। তার আগে জনসাধারণের শ্রদ্ধা জানাতে মরদেহ শায়িত রাখা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস ছিলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাজের এক বিশাল অনুরাগী। বিশ্বজুড়ে প্রান্তিক জনগণের জন্য তার উদ্যোগ এবং 'তিন শূন্য' দৃষ্টিভঙ্গির (যেখানে থাকবে না কোনো বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও কার্বন নিঃসরণ) প্রতি ছিল তার গভীর সম্মান। তিনি আরও বলেন, অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে যৌথভাবে রোমে 'থ্রি জিরো ইনিশিয়েটিভ'-এরও সূচনা করেছিল ভ্যাটিকান সিটি, যা ২০০৬ সালের নোবেল

২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় ক্যাথলিক চার্চের প্রধান এবং ভ্যাটিকান সিটি স্টেটের রাষ্ট্রপ্রধান পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্যে যোগ দিতে ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় পোঁছেছেন। -পিআইডি

পোপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আনুষ্ঠানিকতায় যোগ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : রোমান ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। শনিবার রোমের স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় তিনি ভ্যাটিক্যান সিটির সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় যান। পোপ ফ্রান্সিসকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং প্রিন্স উইলিয়ামসহ কয়েক ডজন নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তি সেন্ট পিটার্স স্কয়ারে ৪০ হাজার শোকার্ত মানুষের সঙ্গে অংশ নিচ্ছেন। এছাড়া ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলি, জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎসসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। এর

২-এর পাতায় দেখুন

গাজায় ইসরায়েলের বিমান হামলায় একদিনে নিহত ৮৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) বিমান অভিযানে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় নিহত হয়েছেন ৮৪ জন ফিলিস্তিনি এবং আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১৬৮ জন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে এ তথ্য। তবে নিহত ও আহতের প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি। মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "অনেকে ধ্বংস্তূপের তলায় চাপা পড়ে আছেন। তাদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। নিহত ও আহতের হিসেব সংক্রান্ত গণনাতেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।"২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজায় অভিযান শুরু করে আইডিএফ। শুক্রবারের অভিযানের পর গত দেড় বছরে উপত্যকায় মোট নিহত ও আহতের সংখ্যা পৌঁছেছে যথাক্রমে ৫১ হাজার ৪০০ জন এবং ১ লাখ ১৬ হাজার ৪১৬ জনে। এই নিহত এবং আহতদের ৫৬ শতাংশই নারী ও শিশু। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ভূখণ্ডে ঢুকে অতর্কিত হামলা চালায় গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণকারী সশস্ত্র রাজনৈতিক গোষ্ঠী হামাসের যোদ্ধারা। এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে ১ হাজার ২০০ জনকে হত্যার পাশাপাশি ২৫১ জনকে জিম্মি হিসেবে ধরে নিয়ে যায় তারা। জিম্মিদের মুক্ত করতে ওই দিন থেকেই গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। ১৫ মাসেরও বেশি সময় ধরে টানা অভিযান চালানোর পর যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যস্থতাকারী অন্যান্য দেশগুলোর চাপে বাধ্য হয়ে গত ১৯ জানুয়ারি গাজায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে ইসরায়েল; কিন্তু বিরতির দু'মাস শেষ হওয়ার আগেই জিম্মিদের মুক্তি ও তার বিনিময়ে ইসরায়েলের কারাগারে অন্তরীণ ফিলিস্তিনিদের ছেড়ে দেওয়া নিয়ে মতানৈক্য হওয়ায় গত ১৮ মার্চ থেকে ফের গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করে আইডিএফ। দ্বিতীয় দফার এ অভিযানে গত ৩৮ দিনে গাজায় নিহত হয়েছেন ২০৬০ জন এবং আহত হয়েছেন ৫ হাজার ৩৭৫ জন ফিলিস্তিনি। যে ২৫১ জন জিম্মিকে হামাসের যোদ্ধারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের

২-এর পাতায় দেখুন

পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্যে বিশ্বনেতাদের ঢল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্যে অংশ নিতে ভ্যাটিকানে উপস্থিত হয়েছেন বিশ্বের বহু নেতৃবৃন্দ ও রাজপরিবারের সদস্যরা। আজ শনিবার (২৬ এপ্রিল) আয়োজিত এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় প্রায় ১৩০টি বিদেশি প্রতিনিধি দল অংশ নিয়েছে, যার মধ্যে ৫০ জন রাষ্ট্রপ্রধান ও ১২ জন রাজা-রানী রয়েছেন। ফক্স নিউজের খবরে বলা হয়েছে, অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট বিশ্বনেতাদের মধ্যে রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প, সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তার স্ত্রী জিল বাইডেন; বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস; যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার ও তার স্ত্রী ভিক্টোরিয়া, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ; ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি; ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি

২-এর পাতায় দেখুন

রোমে বাংলাদেশ হাউস পরিদর্শন করলেন প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস রোমে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস (বাংলাদেশ হাউস) পরিদর্শন করেছেন। পোপ ফ্রান্সিসের মরদেহে শ্রদ্ধা জানাতে বর্তমানে ইতালিতে রয়েছেন ড. ইউনূস। এর আগে, স্থানীয় সময় শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) দুপুরে রোমে পৌঁছালে ড. ইউনূসকে স্বাগত জানান ইতালি ও ভ্যাটিকান সিটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে গণমাধ্যমকে এসব তথ্য জানানো হয়। জানা গেছে, শনিবার (২৬ এপ্রিল) পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে। তার আগে জনসাধারণের শ্রদ্ধা জানাতে মরদেহ শায়িত রাখা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস ছিলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাজের এক বিশাল অনুরাগী। বিশ্বজুড়ে প্রান্তিক জনগণের জন্য তার উদ্যোগ এবং 'তিন শূন্য' দৃষ্টিভঙ্গির (যেখানে থাকবে না কোনো বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও কার্বন নিঃসরণ) প্রতি ছিল তার গভীর সম্মান। তিনি আরও বলেন, অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে যৌথভাবে রোমে 'থ্রি জিরো ইনিশিয়েটিভ'-এরও সূচনা করেছিল ভ্যাটিকান সিটি, যা ২০০৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ধারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল। প্রসঙ্গত, শনিবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৯টায় পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নেবেন ড. ইউনূস। পরে রোববার বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টায় দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হবে এবং সোমবার ভোরে তার দেশে পৌছানোর কথা রয়েছে।

নোয়াখালীতে সেপটিক ট্যাংক থেকে ছাত্রদল নেতার লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালী বেগমগঞ্জ উপজেলা থেকে নিখোঁজের দুই দিন পর সদর উপজেলার একটি বাড়ির সেপটিক ট্যাংকের ভেতর থেকে মীর হোসেন সাদ্দাম (৩১) নামে এক ছাত্রদল নেতার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিক পুলিশ ও নিহতের স্বজনেরা এই হত্যাকাণ্ডের কোনও কারণ জানাতে পারেনি। নিহত মীর হোসেন ওরফে সাদ্দাম উপজেলার রাজগঞ্জ ইউনিয়নের রাজেন্দ্রপুর গ্রামের মনহর আলী পিয়ানো বাড়ির মৃত মমিনুল হকের ছেলে। তিনি রাজগঞ্জ ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড

২-এর পাতায় দেখুন

সংসদ-রাষ্ট্রপতির মেয়াদ : কমিশনের মত চার, জামায়াত চায় পাঁচ বছর

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় সংসদ ও রাষ্ট্রপতির মেয়াদ চার বছর করার যে প্রস্তাব সংবিধান সংস্কার কমিশন দিয়েছে তাতে একমত নয় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলটি সংসদ ও রাষ্ট্রপতির মেয়াদ পাঁচ বছরই চায়। শনিবার (২৬ এপ্রিল) জাতীয় সংসদের এলডি হলে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী বৈঠকের মধ্যবর্তী অংশ শেষে এ কথা জানান দলটির নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের। ডা. তাহের বলেন, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব ছিল সংসদ ও রাষ্ট্রপতির মেয়াদ চার বছর হবে। আমরা এর সঙ্গে দ্বিমত জানিয়েছি। আমরা বলেছি, সংসদ ও রাষ্ট্রপতির মেয়াদ পাঁচ বছর থাকবে। তবে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত বলে জানিয়েছে জামায়াত। ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের বলেন, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদের বিষয়ে আমরা

২-এর পাতায় দেখুন

এবার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অভিযান, নিহত ৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত-পাকিস্তানের উত্তেজনার মধ্যেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অভিযানে নিহত হয়েছেন অন্তত ছয় জন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও চারজন। এ ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের বান্নু এলাকায়। শনিবার (২৬ এপ্রিল) পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডন এ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের বান্নু জেলায় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। ওই সময় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত সবাই সন্ত্রাসী। অভিযান চলাকালে সেনাবাহিনী সন্ত্রাসীদের অবস্থান লক্ষ্য করে সফলভাবে হামলা চালায়। এ সময় সন্ত্রাসীদের সঙ্গে

২-এর পাতায় দেখুন

দূষণ ও দখল ঠেকাতে শিক্ষার্থীদের সাহসের সাথে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান রিজওয়ানার

স্টাফ রিপোর্টার : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান শিক্ষার্থীদের জলাশয় ও বনভূমি দখল ঠেকাতে এবং প্লাস্টিক দূষণ, শব্দদূষণ, বন উজাড় ও জলবায়ু সংকটের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান । তিনি গতকাল শনিবার রাজধানীর অফিসার্স ক্লাবে সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে এ আহ্বান জানান। উপদেষ্টা বলেন, শিক্ষা মানে শুধু ডিগ্রি অর্জন নয়। এটি সত্য, ন্যায় ও পরিবেশ রক্ষার প্রতি গভীর দায়বদ্ধতা। শিক্ষাকে শুধু উপার্জনের কাজে না লাগিয়ে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে সমাজ বদল, দেশ গড়া এবং অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের উচিত

২-এর পাতায় দেখুন

পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান শনিবার রাজধানীর অফিসার্স ক্লাবে সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনির্ভাসির্টির তৃতীয় সমাবর্তনে বক্তৃতা করেন। এসময় শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরি রফিকুল আবরার এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুর্শিদ উপস্থিত ছিলেন। -পিআইডি

আইনজীবী তালিকাভুক্তির এমসিকিউ পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৩ হাজার ২৫৮

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের আইনজীবী তালিকাভুক্তির (এনরোলমেন্ট) এমসিকিউ (প্রথম ধাপ) পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। পরীক্ষায় মোট ১৩ হাজার ২৫৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের এখন লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। শুক্রবার রাতে বার কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ফল প্রকাশ করা হয়। লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি পরে জানানো হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। এর আগে শুক্রবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত এমসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর রাতে বার কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়। এবারের এমসিকিউ পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার উপযুক্ত মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার ৬২৭ জন। আইনজীবী হতে হলে আইন বিষয়ে

২-এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্র সংস্কারের উদ্যোগ জনগণের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষার ফল: আলী রীয়াজ

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, রাষ্ট্র সংস্কারের যে উদ্যোগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে, তা কেবলমাত্র সরকারের উদ্যোগ নয়। এটি বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষার ফল। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্র সংস্কারের তাগিদ রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে এসেছে, ছাত্রসমাজের কাছ থেকে এসেছে এবং সর্বোপরি দেশের সব স্তরের মানুষের কাছ থেকে এসেছে। শনিবার (২৬ এপ্রিল) ঢাকায় সংসদ ভবনস্থ এল ডি হলে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আলোচনার শুরুতে অধ্যাপক আলী রীয়াজ এসব কথা বলেন। এ সময় কমিশনের সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বদিউল আলম মজুমদার, সফর রাজ হোসেন এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার। আলোচনার সূচনায় অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে বীর শহিদের আত্মত্যাগে আমরা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের এই বীর শহিদদের কাছে ঋণ আছে। যে সুযোগ ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগে তৈরি হয়েছে, তা যেন লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একটি জাতীয় সনদ তৈরি করার কথা উল্লেখ করে আলী রীয়াজ আরো বলেন, 'আমরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি জাতীয় সনদে উপনীত হতে চাই। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে

২-এর পাতায় দেখুন

পদক পাচ্ছেন ৬২ পুলিশ সদস্য

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম) ও প্রেসিডেন্ট পুলিশ পদক (পিপিএম) পাচ্ছেন ৬২ পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্য। বিপিএম সাহসিকতা ও সেবা এবং পিপিএম সাহসিকতা ও সেবা- এই চার ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পাচ্ছেন তারা। পুলিশ সপ্তাহে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস এসব পদক তুলে দেবেন। এ বছর পুলিশ সপ্তাহের জন্য এরই মধ্যে পুলিশ সদরদপ্তর থেকে পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা চূড়ান্ত করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই বিষয়টি গেজেট আকারে প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে। পুলিশের একজন কর্মকর্তা জানান, যারা ভালো ও সাহসিকতার সঙ্গে কাজ

২-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন নিয়ে তারুণ্যে গুরুত্ব, ছাত্র আন্দোলন নাগরিক কমিটি সদস্যদের অগ্রাধিকার

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কমিটি ঘোষণা দিতে চায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিতে প্রয়োজন নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন। আর এই নিবন্ধনের শর্ত পূরণ করতেই সারাদেশে আগামী দুই মাসের মধ্যে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করতে যাচ্ছে তরুণদের এ দলটি। দলীয় সূত্র বলছে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটিতে এমন সব ব্যক্তিদের দায়িত্বে আনা হবে যারা এনসিপির প্রতি 'ডেডিকেটেড' থাকবেন। মানবেন কেন্দ্রীয় নির্দেশনা। থাকবে স্বচ্ছতা। তারুণ্য ও বিচক্ষণতাপূর্ণ ব্যক্তিরাও দলের জেলা-উপজেলার কমিটিতে পদে আসতে পারেন। কমিটিতে পদ পেতে অনেকেই কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। এর মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, সিভিল সোসাইটির ব্যক্তিরাও আছেন। তবে কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং জাতীয় নাগরিক কমিটিতে থাকা ব্যক্তিরা অগ্রাধিকার পাবেন। মৌলিক সংস্কারে জোর তবে কমিটি গঠনে অগ্রগতি থাকলেও জাতীয় নির্বাচনের পূর্বশর্ত হিসেবে রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কারে জোর দিচ্ছে এনসিপি। দলটির ভাষ্য, জুলাই অভ্যুত্থানের পর নতুন সংবিধান রচনা

২-এর পাতায় দেখুন

চার মাসে কোরআনের হাফেজ ১০ বছরের অটিস্টিক শিশু আহমাদ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মালয়েশিয়ার তেরেংগানুর শিশু আহমাদ জিয়্যাদ মোহাম্মদ জাহিরের অটিজম ধরা পড়ে ৭ বছর বয়সে। এরপরও থেমে থাকেনি সে। ১০ বছর বয়সে মাত্র চার মাস দশ দিনে পুরো কোরআন মুখস্থ করে সৃষ্টি করেছে বিস্ময়। গত ২৩ মার্চ দেশটির মারাং জেলার আল-কোরআন আমালিল্লাহ একাডেমির একটি বিশেষ প্রোগ্রামের মাধ্যমে সে এই হাফেজ হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করে। ছোটবেলা থেকেই জাহিরের কোরআনের প্রতি অন্যরকম আকর্ষণ ছিল জানিয়ে তার মা নুরুল শাহিদা লুকমান জানান, মাত্র আট মাস বয়সে কোরআন তিলাওয়াতে

২-এর পাতায় দেখুন

গুজরাটে ১ হাজারের বেশি বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ভারতের পশ্চিম উপকূলীয় রাজ্য গুজরাট থেকে এক হাজারের বেশি বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার রাতভর রাজ্যের আহমেদাবাদ ও সুরাটে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ওই বাংলাদেশিরা গ্রেপ্তার হয়েছে। শনিবার গুজরাটের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হর্ষ সাংঘভি এই তথ্য জানিয়েছেন বলে দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার (পিটিআই) প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, গুজরাটের আহমেদাবাদ থেকে কমপক্ষে ৮৯০ বাংলাদেশি ও সুরাটে ১৩৪ বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে গুজরাটে এখন পর্যন্ত এটিই বৃহত্তম অভিযান বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী হর্ষ সাংঘভি। গুজরাটে বসবাসরত অবৈধ অভিবাসীদের পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এই নির্দেশ উপেক্ষা করে রাজ্যে অবৈধভাবে বসবাসকারী অভিবাসীদের গ্রেপ্তারের পর নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে অবৈধ অভিবাসীদের আশ্রয়দাতাদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন গুজরাটের এই মন্ত্রী। ভিডিও কনফারেন্সে রাজ্যের জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকাল মন্ত্রী হর্ষ সাংঘভি বলেছেন, ''অবৈধ বাংলাদেশিদের গ্রেপ্তারে রাজ্য পুলিশ ঐতিহাসিক সাফল্য দেখিয়েছে। আহমেদাবাদ পুলিশ ৮৯০ এবং সুরাট পুলিশ ১৩৪ বাংলাদেশি অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে। রাজ্যে অবৈধভাবে

২-এর পাতায় দেখুন

তাপমাত্রা কবে কমবে, জানালো আবহাওয়া অফিস

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে টানা ৫ দিন ধরে চলছে তাপপ্রবাহ। এর মধ্যে কোথাও মৃদু, কোথাও মাঝারী তাপপ্রবাহ বইছে। এতে করে গরম অনেকটা বেড়েছে। বজ্রবৃষ্টি বা কিংবা কালবৈশাখী ঝড় হলে এই তাপপ্রবাহ কমে যাবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। সংস্থাটি জানায়, সোমবার (২৮ এপ্রিল) থেকে বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে। এদিন সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে এবং রাতের তাপামাত্রা সামান্য কমতে পারে। সোমবার রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, ময়মন

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা রবিবার ॥ ২৭ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ১৪ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

কার্গো পণ্য পরিবহন, চার্জ কমাতে কাজ করছে বিমান-বেবিচক, বাড়ছে দেশের সক্ষমতা

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল হওয়াকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন বাংলাদেশ। এরই মধ্যে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য নিয়েছে নানান পদক্ষেপ। পোর্ট হ্যান্ডলিং চার্জ ও কার্গো পরিবহন ভাড়া কমাতে কাজ চলছে। বাড়ানো হচ্ছে চট্টগ্রামের শাহ আমানত ও সিলেটের ওসমানী বিমানবন্দরের কার্গো হ্যান্ডলিং সক্ষমতা। ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল চালু হলে সক্ষমতা আরও বাড়বে। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সূত্র জানায়, ভারতে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করায় আকাশপথে পণ্য পরিবহনে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চাপ অনেকটা বেড়েছে। এজন্য দ্রুত সময়ের মধ্যে ওসমানী বিমানবন্দর থেকে কার্গো পণ্য পরিবহনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। ২৭ এপ্রিল সিলেট থেকে প্রথম পণ্য ইউরোপ যাবে। এছাড়া চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকেও প্রস্তুত করা হচ্ছে। আকাশপথে পণ্য পরিবহন : ২০২০ সালে করোনার সময় ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে কলকাতা বা দিল্লির মতো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশি পণ্য পরিবহন সুবিধা পায় বাংলাদেশ। গত ৮ এপ্রিল বাংলাদেশের এ কার্গো ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করে ভারত। ওই সময়টাতে প্রতি সপ্তাহে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির প্রায় ১৮ শতাংশ কার্গো ভারতের বিমানবন্দর দিয়ে পরিবহন করা হতো। বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএএফএফএ) তথ্য অনুসারে, ট্রান্সশিপমেন্টে নিষেধাজ্ঞার আগে বাংলাদেশ এক সপ্তাহে প্রায় তিন হাজার ৪শ টন পোশাক এয়ার কার্গোর মাধ্যমে রপ্তানি করতো।

এর মধ্যে ৬শ টন পরিবহন করা হতো ভারতীয় বিমানবন্দর দিয়ে। এখন ট্রান্সশিপমেন্টে বন্ধের পর সপ্তাহে প্রায় চার হাজার টন পণ্য দেশ থেকেই রপ্তানি হচ্ছে। এসব পণ্য পাঁচটি এয়ারলাইন্স (এমিরেটস, কাতার, টার্কিশ, সৌদিয়া ও ক্যাথে প্যাসিফিক) সরাসরি কার্গো ফ্লাইট পরিচালনা করছে। এছাড়া ১৫-১৭টি এয়ারলাইন্স যাত্রীবাহী উড়োজাহাজের মাধ্যমে কার্গো পরিবহন করছে। ফলে শাহজালাল বিমানবন্দরে কার্গো পরিবহনে তেমন অতিরিক্ত চাপ পড়ে না। তবে রপ্তানির পিক সিজনে অর্থাৎ, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরড় এই পরিমাণ এক হাজার থেকে ১২শ টনে পৌঁছে যায়। এ কারণেই এতদিন অতিরিক্ত কার্গো ভার সামাল দিতে ভারতীয় বিমানবন্দরগুলো ব্যবহার করা হতো। ভারত থেকে পণ্য পরিবহনে খরচও কিছুটা কম হতো। নিজেদের সক্ষমতা বাড়াতে নানান উদ্যোগ : এদিকে আকাশপথে পণ্য পরিবহনের চাপ সামাল দিতে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সেবা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। এরই মধ্যে সংস্থাটি গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের কাজে ব্যবহৃত বেশ কিছু সরঞ্জাম সিলেটের ওসমানী বিমানবন্দরে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি বাড়ানো হয়েছে জনবল। রোববার (২৭ এপ্রিল) থেকে এ বিমানবন্দর থেকে কার্গো অপারেশন চালু হবে। সিলেটের কার্গো টার্মিনাল অত্যাধুনিক উল্লেখ করে বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মঞ্জুর কবীর ভূঁইয়া বলেন, 'শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল চালু হলে বিদ্যমান অবকাঠামোর দুই-তিন গুণ বেশি কার্গো পরিচালনা করা যাবে। এর আগে ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে ওসমানী বিমানবন্দরে কার্গো অপারেশন চালু করা হবে।' ভারতমুখী প্রবণতা কমাতে শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের কার্গো এরিয়ার আয়তন দ্বিগুণ করা হয়েছে। এখন শাহজালাল বিমানবন্দরের বিদ্যমান টার্মিনাল-১ এবং ২ এর সম্মিলিত রপ্তানি কার্গো স্থান ১৯ হাজার ৬শ বর্গমিটার এবং ৭-এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তানের যুদ্ধ প্রস্তুতির সর্বশেষ অবস্থা জানালেন সেনাপ্রধান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তান আত্মরক্ষায় প্রস্তুত। পূর্ণ প্রস্তুতিতে আছে দেশটির সেনারা। সেনাপ্রধান অসিম মুনির এমন দৃঢ় ঘোষণা দিয়েছেন। শনিবার (২৬ এপ্রিল) পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমির (পিএমএ) পাসিং আউট প্যারেডে দেওয়া ভাষণে অসিম মুনির সেনা প্রস্তুতি ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, আত্মরক্ষার জন্য পাকিস্তানের প্রস্তুতি পুনর্ব্যক্ত করছি। দেশের স্থিতিস্থাপকতা এবং শক্তি তার ইতিহাস ও ত্যাগের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত। তিনি বলেন, দ্বি-জাতি তত্ত্ব মুসলিম এবং হিন্দুদের মধ্যে পার্থক্যকে নির্দেশ করে। যা পাকিস্তানের পরিচয় এবং অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়ে গেছে। জেনারেল মুনির উল্লেখ করেন, পাকিস্তানের পূর্বপুরুষরা একটি পৃথক মুসলিম পরিচয়ের বিশ্বাসের দ্বারা দেশ গঠনের জন্য অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তিনি আশ্বস্ত করেন, পাকিস্তানের জনগণ তাদের মাতৃভূমি রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ। দেশকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতিতে অটল সেনারা। পাকিস্তান যে কোনো বহিরাগত হুমকির মুখোমুখি হতে সক্ষম। তিনি ভারতীয় মিডিয়া এবং সামাজিক প্ল্যাটফর্মে ইতিহাস বিকৃত করা বা পাকিস্তানের সৃষ্টির ভিত্তি পরিবর্তন করার যে কোনো প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেন। কাশ্মীর হামলার জেরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একের পর এক পদক্ষেপ নিয়েছে ভারত। এর জেরে পাল্টা ব্যবস্থা নিয়েছে ইসলামাবাদও। এ নিয়ে কূটনৈতিক যুদ্ধ যখন চরমে তখন ভারতীয় রাজনীতিকরা সামরিক হস্তক্ষেপের উসকানি দিয়ে আসছেন। ফলে থেমে নেই পাকিস্তানও। বহিঃশত্রুর আক্রমণ রুখে দিতে নিজেদের প্রস্তুতির জানান দিচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায় সেনাপ্রধানের বক্তব্য এলো। একই অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের ৭-এর পাতায় দেখুন

চলতি গরমে লোডশেডিং সহনীয় মাত্রায় থাকবে: বিদ্যুৎ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বিদ্যুৎ,জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেছেন, এবার গরমে লোডশেডিং সীমিত পর্যায়ে রাখতে চাই। আমাদের প্রজেকশনে আছে ১৮ হাজার মেগাওয়াট। আমরা আশা করছি, অনেকটা ম্যানেজ করতে পারবো। লোডশেডিং সহনীয় পর্যায়ে থাকবে। শনিবার (২৬ এপ্রিল) দুপুরে বিদ্যুৎ ভবনের বিজয় হলে ফোরাম ফর এনার্জি রিপোর্টার্স বাংলাদেশ (এফইআরবি) আয়োজিত জ্বালানি সংকট উত্তরণের পথ শীর্ষক সেমিনারে আরও বলেন, গ্রাম ও শহরের মধ্যে সমন্বয় থাকবে। জ্বালানি আমদানি করতে পারবো। আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ রাখতে হবে। উপদেষ্টা বলেন, এটা স্বল্পমেয়াদের সরকার। জ্বালানির সব কিছুতে অনেক সময় লাগে। এমন কিছু আমরা হাতে নেই না যা আমরা করতে পারবো না। আমরা অগ্রাধিকার নিয়েছি বকেয়া পরিশোধের। বিল পেমেন্ট না করলে কোন দেশ ব্যবসা করবে! তিনি বলেন, আগামী দুই মাসের মধ্যে সিস্টেম লস ৫০ শতাংশ কমাতে হবে। লাইন লিকেজ ছিল সেগুলো ঠিক করা হচ্ছে। গ্যাস চুরির বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আমরা এলএনজি আমদানি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিনি বলেন, প্রকল্পে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমিয়ে এনেছি। তবে আগামী বছর তো বকেয়া দিতে হবে না। শুধু কারেন্ট পেমেন্ট দিতে হবে। আগামী বছর ভর্তুকি বাড়বে না বরং কমবে। আমরা গভীর সমুদ্রে পড়েছিলাম সেখান থেকে উঠে আসার চেষ্টা করেছি। সাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের বিষয়ে তিনি বলেন, বিটে কেউ অংশ নেয়নি, মিনিস্ট্রিতে ফাইনাল এপ্রুভ হয়ে গেলে পুনরায় রি-টেন্ডার করা হবে। জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণ বিইআরসিকে দেওয়া হচ্ছে না কেন, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা চিন্তা করছি, মন্ত্রণালয় আছে, কারণ তেলের দাম হঠাৎ করে বেড়ে যায়। আবার আপনারাই বলতে পারেন তেলের দাম কমছে না কেন! এটার জন্য প্রতিবেশী দেশের দাম আর ভর্তুকির বিষয় থাকে।

জাতীয় ঈদগাহে ঈদুল আজহার প্রধান জামাত সকাল সাড়ে ৭টায়

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে জাতীয় ঈদগাহে ঈদুল আজহার প্রধান জামাত সকাল সাড়ে ৭টায় অনুষ্ঠিত হবে। তবে আবহাওয়া প্রতিকূল হলে জাতীয় ঈদগাহের পরিবর্তে সকাল ৮টায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হবে। ঈদুল আজহা উদযাপন নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী থেকে এ তথ্য জানা গেছে। গত ১৬ এপ্রিল এ সভা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ৭ জুন দেশে মুসলমানদের দ্বিতীয় বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ উদযাপিত হবে। ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত এ উৎসবে মুসলমানরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাদের প্রিয় বস্তু অর্থাৎ পশু কোরবানি করে থাকেন। ঈদুল আজহার দিন ঈদগাহ ও ৭-এর পাতায় দেখুন

দেশের বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে ভালো নেই রং ব্যবসায়ীরা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : দেশের বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে ভালো নেই নারায়ণগঞ্জের রঙ ব্যবসায়ীরা। তাদের কেনা-বেচা যেন একেবারেই কমে গেছে। কোনো কোনো ব্যবসায়ী সারাদিন বসে থেকেও কোনো ক্রেতা পান না। পরিবর্তিত পরিস্থিতি, ডলার সংকট, ভ্যাট-ট্যাক্স বৃদ্ধি ও আমেরিকার শুল্ক বাড়ানোর ঘোষণা সব মিলিয়ে নারায়ণগঞ্জের রং ব্যবসায়ীরা ভালো নেই। তবে তারা আশাবাদী কিছুদিনের মধ্যে তাদের দিন ফিরবে। সেইসঙ্গে তাদের ব্যবসার পরিস্থিতিও ভালো হয়ে যাবে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়- রং, বার্নিশ, ডাইস অ্যান্ড ক্যামিকেলের সব ব্যবসাই মন্দ যাচ্ছে। বর্তমান সরকার মানুষের আয় ব্যয়ের সমন্বয় করতে গিয়ে লাক্সারিয়াস পণ্যের ওপর ভ্যাট-ট্যাক্স বাড়িয়েছে। সেইসঙ্গে ডলারের ওপর চাপ কমানোর চেষ্টা করছে। ফলে এর প্রভাব পড়েছে রং ব্যবসায়। পাশাপাশি আমেরিকার শুল্ক বাড়ানোর ঘোষণাও ব্যবসায় প্রভাব ফেলছে। এদিকে বার্নিশের ক্ষেত্রে অনেক ক্যাটাগরির রং আছে। আগে বেশিরভাগ মানুষ সাধারণ চুনা রং করতো। এখন অনেক আপডেট হয়েছে। জনসাধারণের চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে। এখন চুনা রঙের পরিবর্তে অন্য রং ব্যবহার করা হয়। আর এই প্রতিটি পণ্যের দামই বেড়েছে। গত এক বছরের ব্যবধানে প্রতিটির দাম প্রায় এক হাজার টাকা বেড়েছে। সেইসঙ্গে ডাইস অ্যান্ড ক্যামিকেলের ক্ষেত্রেও অনেক রং রয়েছে। এই রঙের ক্ষেত্রেও প্রতিটি পণ্যর দাম বেড়েছে। প্রতিটি পণ্যে কেজিতে প্রায় ২০ টাকা করে বেড়েছে। যার কারণে ব্যবসায়ীদের বেগ পোহাতে হচ্ছে। শহরের কালিরবাজার এলাকার মেসার্স রাজধানী পেইন্টের প্রোপ্রাইটর মো. শাহজালাল বলেন, আমাদের ব্যবসা তেমন ভালো যাচ্ছে না। সবকিছুই মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে দিন দিন। যার কারণে আমাদের বেচাকেনা তেমন হয় না। আর আমাদের ব্যবসা লাক্সারিয়াস পণ্য নিয়ে। মানুষের কাছে যখন টাকা থাকে তখনই মানুষ এই পণ্যের দিকে আগ্রহী হয়ে থাকে। আশা করি কিছুদিন ৭-এর পাতায় দেখুন

কসক্যাপ দক্ষিণ এশিয়ার সভাপতি নির্বাচিত হলেন বেবিচক চেয়ারম্যান

স্টাফ রিপোর্টার : দক্ষিণ এশিয়ার বেসামরিক বিমান চলাচল খাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন কো-আপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট ফর অপারেশনাল সেফটি অ্যান্ড কন্টিনিউয়িং এয়ারওর্দিনেস প্রোগ্রাম: সাউথ এশিয়ার (কসক্যাপ-এসএ) স্টিয়ারিং কমিটির ৩২তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২২ থেকে ২৪ এপ্রিল নয়া দিল্লিতে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশের পক্ষে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ার?ম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মঞ্জুর কবীর ২০২৬ সালের জন্য সভাপতির দায়িত্ব লাভ করেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কসক্যাপ দক্ষিণ এশিয়ার স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা দক্ষিণ এশিয়ার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের মহাপরিচালক বা চেয়ারম্যান। এবারের সভায় বিগত ৭-এর পাতায় দেখুন

সিন্ধুতে হয় পানি, না হয় বইবে ভারতীয়দের রক্ত: বিলাওয়াল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পানি প্রবাহ বন্ধ করে দিলে সিন্ধু নদে ভারতীয়দের রক্ত বইবে বলে হুংকার দিয়েছেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি। স্থানীয় সময় শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) সিন্ধু প্রদেশের সক্কুর জেলায় পিপিপির এক সমাবেশে দেওয়া ভাষণে বিলাওয়াল এ হুংকার দেন। দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সিন্ধু নদ পাকিস্তানের কাছ থেকে ডাকাতির চেষ্টা করছে ভারত এমন মন্তব্য করেন বিলাওয়াল। তিনি বলেন, সিন্ধু সভ্যতার প্রকৃত উত্তরাধিকারীরা পাকিস্তানে বাস করেন। তাই বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে পাকিস্তান কখনও এই নদের ওপর তার দাবি ত্যাগ করবে না। পেহেলগামে হামলার অজুহাতে পানিচুক্তি থেকে একতরফা বের হয়ে যাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় বিলাওয়াল ভুট্টো আরও বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সভ্যতার উত্তরাধিকার লাভের জন্য চিৎকার করছেন। কিন্তু প্রকৃত রক্ষকরা পাকিস্তানে আছেন। সিন্ধু আমাদের এবং এটি আমাদেরই থাকবে। ভারতের উদ্দেশে ৭-এর পাতায় দেখুন

ইরানে ভয়াবহ বিস্ফোরণ আহত শত শত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইরানের বন্দরনগরী বন্দর আব্বাসে শহীদ রাজী বন্দরে ভয়াবহ বিস্ফোরণে আহতের সংখ্যা বেড়ে ৪০৬ জনে দাঁড়িয়েছে। শনিবার (২৬ এপ্রিল) দুপুরে দেশটির সবচেয়ে বড় ও আধুনিক বন্দরে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এখন পর্যন্ত ৪০৬ জন আহত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন ইরানের জরুরি সেবার মুখপাত্র বাবাক ইয়াকতেপেরেস্ট। আহতদের হরমুজগান প্রদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বিস্ফোরণের পরপরই অনেকে ধারণা করতে থাকেন সেখানে নাশকতার ঘটনা ঘটতে পারে। তবে দেশটির জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মুখপাত্র হোসেন জাফারি জানিয়েছেন, নাশকতার আলামত পাওয়া যায়নি। তিনি বার্তাসংস্থা আইএলএনএ-কে জানিয়েছেন কনটেইনারের ভেতর থাকা রাসায়নিক বস্তুর কারণে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটতে পারে। ৭-এর পাতায় দেখুন

মে মাসে টানা ৩ দিন করে দুইবার ছুটি মিলছে সরকারি চাকরিজীবীদের

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদে টানা ৯ দিনের লম্বা ছুটির পর এবার মে মাসে দুইবার তিনদিন করে ছুটি পেতে যাচ্ছেন সরকারি চাকরিজীবীরা। সরকারি ছুটির তালিকা অনুযায়ী আগামী ১ মে (বৃহস্পতিবার) মে দিবসের (আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস) সরকারি ছুটি। এর পরের দু'দিন শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি। এ কারণে একসঙ্গে তিন দিনের ছুটি মিলছে। অন্যদিকে, মে মাসে আরও একবার তিন দিনের ছুটি পেতে যাচ্ছেন সরকারি কর্মচারীরা। আগামী ১১ মে (রোববার) বুদ্ধ পূর্ণিমার ছুটি। এর আগে দু'দিন শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি। সবমিলিয়ে দুইবার তিনদিন করে ছুটি পাচ্ছেন সরকারি চাকরিজীবীরা। এর আগে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে টানা ৯ দিন ছুটি পান সরকারি চাকরিজীবীরা। অন্তর্বর্তী সরকার গত বছরের ১৭ ৭-এর পাতায় দেখুন

গাছে গাছে ঝুলছে গ্রীষ্মকালীন ফল লিচু। কয়েক দিনের মধ্যে বাজারে আসবে এই সব লিচু। ছবিটি শনিবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার একটি লিচু গাছ থেকে তোলা।

রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী ৮ জন গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের আট সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন- কামরাঙ্গীরচর থানার ৫৭ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামীম আহমেদ শহিদ (৪১), বংশাল থানা ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগ সভাপতি মো. জিয়া মিয়া (৪৫), ২৮ নম্বর ওয়ার্ড শেরে বাংলা নগর থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মো. আব্দুর রব পাটোয়ারী (৫০), ২৮ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগ, শেরে বাংলা নগর থানার সহ- ৭-এর পাতায় দেখুন

সবজির বাজারে অস্থিরতা কিছুটা স্বস্তি মুরগির দামে

স্টাফ রিপোর্টার : সবজির বাজার চড়া হওয়ার যুক্তি হিসেবেও আবহাওয়াকে সামনে দাঁড় করাচ্ছেন বিক্রেতারা। তাদের ভাষ্য, পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় উৎপাদনে ভাটা পড়েছে। মুরগি আর তরিতরকারির বাজার ওঠানামা করলেও গত সপ্তাহের দামেই আছে পেঁয়াজ আর সয়াবিন তেল। যদিও ঈদের পর দুটি পণ্যই দাম 'বাড়িয়ে নিয়েছে'। রাজধানীর মহাখালী, সাত তলা ও নিকেতন কাঁচাবাজারের ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শীতকালীন সবজির সরবরাহ থাকায় মোটামুটি ঈদের আগ পর্যন্ত সবজির দাম কম ছিল। কিন্তু বাজার আবার চড়েছে। এসব বাজার ঘুরে দেখা গেছে, অধিকাংশ সবজির কেজিই ৬০ টাকার ওপরে; একশ পার করা সবজিও আছে। বাজাগুলোতে গ্রীষ্মকালীন সবজির মধ্যে করলা, পটল, ধুন্দুল, বেগুন, ঝিঙা ৭০ থেকে ৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। ঢেঁড়স বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকায়। কিছু সবজি শতক ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে বরবটি ১০০ থেকে ১১০ টাকা, কাঁকরোল ১১০ থেকে ১২০ টাকা, কচুর লতি ৮০ থেকে ১০০ টাকা, সজনে ১৩০ থেকে ১৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। নিকেতন কাঁচাবাজারের বিক্রেতা জসিম উদ্দীন বলেন, "গ্রীষ্মকালীন সবজির সরবরাহ কম। এ বছর বৃষ্টি কম হওয়ায় উৎপাদনে ভাটা পড়েছে। পাইকারিতে এখন দাম বেশি সবজির, তাই আমাদেরও বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে।" বাজারে শীতকালীন কিছু সবজি এখনও মিলছে, তবে দাম চড়া। এর মধ্যে শিম ৬০ থেকে ৮০ টাকা, মুলা ৬০ টাকা ও শালগম বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকা কেজিতে। ফুলকপি আকৃতিভেদে ৪০ থেকে ৬০ টাকা, লাউ ৫০ থেকে ১০০ টাকা ও চাল কুমড়া বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে ৬০ টাকায়। কাঁচা কলার হালি ৪০ টাকা। প্রতিকেজি ৬০ টাকার কমে মিলছে কেবল পেঁপে আর মিষ্টি কুমড়া। সবজি দুটির কেজি ৪০ থেকে ৫০ টাকা। বাজারে ঈদের পরও কিছুদিন বাড়তি দামে বিক্রি হওয়া লেবুর হালির ৭-এর পাতায় দেখুন

প্রবাসে লটারিতে ৯ কোটি টাকা জিতলেন দুই বাংলাদেশি

স্টাফ রিপোর্টার : সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবির এক লটারিতে কপাল খুলেছে দুই প্রবাসী বাংলাদেশির। কাতার ও ওমানে কর্মরত এই দুই বাংলাদেশির প্রত্যেকে দেড় লাখ দিরহাম করে জিতেছেন। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৪ কোটি ৫১ লাখ টাকা। অর্থাৎ, দুজনে জিতেছেন ৯ কোটিরও বেশি টাকা। শনিবার (২৬ এপ্রিল) মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, আবুধাবির বিগ টিকিট র?্যাফেল ড্রতে ওমান ও কাতারে বসবাসকারী দুই প্রবাসী বাংলাদেশি 'বিগ টিকিটের' সাপ্তাহিক ই-ড্রয়ে প্রত্যেকে দেড় লাখ দিরহাম করে জিতেছেন। পুরস্কার জয়ীদের একজন মিনহাজ চৌধুরী গত ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে ওমানে বসবাস করছেন। বিগ টিকিট কর্তৃপক্ষের ফোন পেয়ে প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন, হয়তো গ্র্যান্ড প্রাইজ জিতেছেন। পরে জানতে পারেন, এটি সাপ্তাহিক ড্রয়ের পুরস্কার। তারপরও তিনি দারুণ আনন্দিত। মিনহাজ চৌধুরী বলেন, ই-মেইল পাওয়ার পরই আমি নিশ্চিত হয়েছি। যদিও এটি বড় পুরস্কার ছিল না, তবে এটি বড় জয়ের প্রথম ধাপ। চার বছর ধরে টিকিট কিনছেন জানিয়ে তিনি আরও বলেন, আমি ও আমার ১০ বন্ধু মিলে একসঙ্গে টিকিট কিনি। এই অর্থে নতুন বাড়ি তৈরি এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অনুদান দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। লটারিজয়ী মিনহাজ বলেন, আমি কখনও ভাবিনি যে জিতব, কিন্তু আমি জিতেছি। ভাগ্যবান অন্যজনের নাম রবিউল হাসান। ২৯ বছর বয়সী এই যুবকের বাড়ি চট্টগ্রামে। তিনি ৮ বছর ধরে কাতারে গাড়ি চালকের কাজ করছেন। প্রায় ৩ বছর আগে ফেসবুকে বিগ টিকিটের বিজ্ঞাপন দেখে তিনি উৎসাহিত হন এবং এরপর থেকে চার বন্ধুর সঙ্গে মিলে টিকিট কিনতে শুরু করেন। বিজয়ী হওয়ার খবর শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন রবিউল। তিনি বলেন, এ অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। উত্তেজনায় আমি লাফিয়ে উঠেছিলাম। প্রবাসী এই বাংলাদেশি আরও বলেন, তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাতে ৭-এর পাতায় দেখুন

রাণীনগরে ৩১ টন সরকারি চাল জব্দ

নওগাঁ প্রতিনিধি : প্রশাসনের অভিযানে নওগাঁর রাণীনগরের দুটি পৃথক স্থান থেকে সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচির ৩১ টন চাল জব্দ করা হয়েছে। শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত উপজেলার আবাদপুকুর বাজারের কুতকুতিতলা এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শেখ নওশাদ হাসান অভিযান পরিচালনা করে এই চালগুলো জব্দ করেন। দুইটি ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য খাদ্য বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রাকিবুল হাসান। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শেখ নওশাদ হাসান জানান, গোপন সংবাদ পাওয়ার পর জেলা প্রশাসক ৭-এর পাতায় দেখুন

পুঁজিবাজারে মূলধন কমেছে ১৩ হাজার ১৯ কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সূচকের পতনের মধ্যে দিয়ে বিদায়ী সপ্তাহের (২০ থেকে ২৪ এপ্রিল) লেনদেন শেষ হয়েছে। এ সময়ে ডিএসইতে টাকার পরিমাণে লেনদেন কিছুটা বাড়লেও সিএসইতে কমেছে। একই সঙ্গে উভয় পুঁজিবাজারে বিদায়ী সপ্তাহে বাজার মূলধন কমেছে ১৩ হাজার ১৯ কোটি ২৮ লাখ টাকা। শনিবার (২৬ এপ্রিল) ডিএসইর সাপ্তাহিক বাজার পর্যালোচনা সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। তথ্য মতে, সপ্তাহের ব্যবধানে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ১২৪.৭৩ পয়েন্ট বা ২.৪৫ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৯৭২ পয়েন্টে। অপর সূচকগুলোর মধ্যে ডিএসই-৩০ সূচক ৩০.৩৮ পয়েন্ট বা ১.৬২ শতাংশ কমে ১ হাজার ৮৪৫ পয়েন্টে, ডিএসই শরিয়াহ সূচক ৩৯.০১ পয়েন্ট বা ৩.৪১ শতাংশ কমে ১ হাজার ১০৪ পয়েন্টে এবং ডিএসএমইএক্স সূচক (এসএমই ইনডেক্স) ১২.৬৫ পয়েন্ট বা ১.৩৭ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৯১২ পয়েন্টে। বিদায়ী সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৬৩ হাজার ৪৫০ কোটি ১৪ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে ডিএসইর বাজার মূলধন ছিল ৬ লাখ ৭০ হাজার ৫৩৬ কোটি ২৩ লাখ টাকা। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন কমেছে ৭ হাজার ৮৭ কোটি ৯ ৭-এর পাতায় দেখুন

এক মাসের মধ্যে সিনহা হত্যা মামলার শুনানি শেষে রায় দেওয়ার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী এক মাসের মধ্যে উচ্চ আদালতে মেজর সিনহা হত্যা মামলার আপিল শুনানি শেষে রায় দেওয়ার দাবি জানিয়েছে 'এক্স ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশন'। একইসঙ্গে উচ্চ আদালতে ওসি প্রদীপ ও পুলিশ পরিদর্শক লিয়াকত আলীর ফাঁসি রায় বহাল থাকবে বলেও আশা প্রকাশ করেন সংগঠনটির সদস্যরা। রায় ঘোষণার পর সাত দিনের মধ্যে রায় কার্যকর করার দাবিও জানান তারা। ?শনিবার সকালে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানানো হয়। ?সংবাদ সম্মেলনে এক্স-ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সচিব লেফটেন্যান্ট (অব.) সাইফুল্লাহ খান সাইফ লিখিত বক্তব্যে বলেন, ২০২২ সালের ৩১ জানুয়ারি মেজর সিনহা হত্যা মামলার রায় দেওয়া ৭-এর পাতায় দেখুন

দেশের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ধস

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি) বাস্তবায়নে ধস নেমেছে। এখন পর্যন্ত অর্থবছরের ৯ মাস দেশের সবচেয়ে কম এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে। মাত্র ৩৭ শতাংশ। যা রেকর্ড। মূলত দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর কাজ ছেড়ে পালিয়েছে অনেক ঠিকাদার। তাতে অনেক সাইটেই কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। যদিও মার্চ মাসে আগের মাসগুলোর তুলনায় কাজের গতি কিছুটা বেড়েছে। তবে বছর শেষে মূল এডিপির চেয়ে লাখ কোটি টাকা এবং সংশোধিত এডিপির চেয়ে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ হাজার কোটি টাকা খরচ কম হতে পারে। আর অর্থবছরের শেষ সময়ে বড় খরচের লক্ষ্যমাত্রায় বেড়ে যেতে পারে অনিয়ম-দুর্নীতি। পরিকল্পনা কমিশনের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, চলতি অর্থবছরের ৯ মাসে এডিপি বাস্তবায়নে ৮২ হাজার ৮৯৪ কোটি টাকা অর্থছাড় হয়েছে। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের পর এবার তা সর্বনিম্ন। এই সময়ে গত অর্থবছরে এক লাখ সাত হাজার ৬১২ কোটি টাকা ছাড় হয়েছিল। গত মার্চ মাসে মাত্র ১৫ হাজার ৩৩৭ কোটি টাকা অর্থছাড় হয়েছে। আর আগের অর্থবছরের মার্চ মাসে ২২ হাজার ৯ কোটি টাকা ছাড় হয়েছিল। অথচ চলতি অর্থবছরের বাকি আছে আর মাত্র তিন মাস। অথচ চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে উন্নয়ন খাতে খরচের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে দুই লাখ ২৬ হাজার ১৬৪ কোটি টাকা। মূল এডিপিতে এর পরিমাণ ছিল দুই লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে আরো এক লাখ ৪৩ হাজার ২৭০ কোটি টাকা খরচ করতে হবে। কিন্তু স্বল্পসময়ে এত টাকা খরচ করা সম্ভব কি আদৌ সম্ভব? অথবছরের ৯ মাসে মাত্র ৮২ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে। আর বাকি তিন মাসে আর সর্বোচ্চ ৭০-৮০ ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

দূষণ ও দখল ঠেকাতে শিক্ষার্থীদের

নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নে যুক্ত হওয়া। যে কোনো অবস্থায় সবার ওপর ন্যায়বিচার ও দেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া। সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. পারভীন হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ। সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান আরও বলেন, নারী ও পরিবেশ রক্ষার সংগ্রাম একে অপরের পরিপূরক। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয়ে নারীরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অথচ তারাই এর জন্য সবচেয়ে কম দায়ী। এই ন্যায়ের প্রশ্নেই জলবায়ু সংগ্রাম এক নারীবাদী আন্দোলন। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, তারাই আগামী দিনে নেতৃত্ব দেবে। তাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তই এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে। উপদেষ্টা আরও বলেন, আমরা সবাই উন্নয়ন চাই, তবে সেটা যেন প্রকৃতির ওপর সর্বনাশ ডেকে না আনে। তিনি শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণায় পরিবেশবান্ধব সমাধান উদ্ভাবনে উৎসাহিত করেন।

চার মাসে কোরআনের হাফেজ ১০

কোনো আয়াত বাদ পড়লে সে কেঁদে ফেলত। দুই বছর বয়সে কেবল শোনার মাধ্যমেই সে ৪২টি আয়াত মুখস্থ করে ফেলে। পরে তার এই অসাধারণ অর্জনের জন্য আমরা কোটা ভারু থেকে মারাং-এ অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হই। তিনি আরও জানান, শুধু কোরআন মুখস্থ নয়, তার ব্যক্তিত্বেও এসেছে চমৎকার পরিবর্তন। এখন সে সময়মতো নামাজ পড়ে এবং আবেগগত পরিপক্বতা দেখায়। এ বিষয়ে শিশু আহমাদ জিয়্যাদ মোহাম্মদ জাহিরের উস্তাযা নুরফাতিহার রিদওয়ান জানান, সে ১৫ থেকে ৩০ মিনিটে একটি পৃষ্ঠা মুখস্থ করতে পারত। কখনও কখনও পুরো একটি সূরাও একদিনেই মুখস্থ করে ফেলত। প্রসঙ্গত, অটিজম স্পেকট্রামের একটি অংশ হিসেবে তার ‘হাইপারলেক্সিয়া’ ও ‘হাইপারনিউমেরেসি’ (অর্থাৎ পড়া ও সংখ্যার প্রতি অতিরিক্ত দক্ষতা) এই সাফল্যে ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানে জিয়্যাদ তার ইসলামিক ইন্টিগ্রেটেড স্কুলে ফিরে গেছে এবং সেখানে সহপাঠী ও শিক্ষকদের কাছে অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

তাপমাত্রা কবে কমবে, জানালো

সিংহ, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এদিকে শনিবারও (২৬ এপ্রিল) রাজশাহী বিভাগসহ দিনাজপুর, যশোর ও চুয়াডাঙ্গা জেলাসমূহের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারী ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। শনিবার সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপামাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। শনিবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে সিলেটে ২১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গুজরাটে ১ হাজারের বেশি

বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে গুজরাট পুলিশের এটিই সবচেয়ে বড় অভিযান।” তিনি বলেন, গ্রেপ্তারকৃত বাংলাদেশিরা গুজরাটে আসার আগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করেন। সেখানে তারা জাল নথি ব্যবহার করেছিলেন। গুজরাটের এই মন্ত্রী বলেন, গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে অনেকেই মাদক চোরাচালান ও মানবপাচারের সঙ্গে জড়িত। আমরা দেখেছি, সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা চার বাংলাদেশির মাঝে দু’জন কীভাবে আল-কায়েদার স্লিপার সেলে কাজ করেছেন। গুজরাটে এই বাংলাদেশিদের কার্যক্রমের বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত করা হবে। হর্ষ সাংঘভি বলেন, শিগগিরই ওই বাংলাদেশিদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, ‘‘তারা ভারতে ও গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছানোর জন্য যে জাল নথি ব্যবহার করতেন, সেই বিষয়ে তদন্ত করা হবে। একই সঙ্গে যারা তাদের জাল নথি তৈরি করে দিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

নির্বাচন নিয়ে তারুণ্যে গুরুত্ব, ছাত্র

অপরিহার্য। দেশে ভবিষ্যতে যেন ‘একনায়কতান্ত্রিক’ ক্ষমতার দৃশ্যপট সৃষ্টি না হয় এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদলে হানাহানি যেন না হয় সেজন্য সংবিধান সংস্কার প্রয়োজন। এজন্য জাতীয় নির্বাচনকেই গণপরিষদ নির্বাচনের রূপ দেওয়ার কথা বলছেন তারা। সেক্ষেত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রথমে গণপরিষদ গঠন করবেন, এরপর সংবিধান পরিবর্তন করে আইনসভার ‘ফরম্যাটে’ চলে যাবেন। পরে নিয়মিত সংসদের কাজ করবেন। এতে সংবিধান পরিবর্তনের সুযোগ সহজেই থাকবে না। গত ১০ মার্চ নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন দিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। দল হিসেবে নিবন্ধন পেতে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয় কমিশন। তবে গত ১৭ এপ্রিল নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য আবেদনের সময়সীমা কমপক্ষে ৯০ দিন (তিন মাস) বাড়ানোর জন্য নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) অনুরোধ জানায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ওই দিন দুপুরে ইসির জ্যেষ্ঠ সচিবকে দেওয়া এক লিখিত আবেদনে এ অনুরোধ জানায় দলটি। এরপর গত ২০ এপ্রিল ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ নতুন দল নিবন্ধনের সময়সীমা দুই মাস বাড়ানো হয়েছে বলে জানান। গঠিত হবে যুব উইং ও শ্রমিক শাখা এই দুই মাসের মধ্যেই কমিটি গঠনের কাজ শেষ করতে চায় দলটি। পাশাপাশি এপ্রিল মাসের শেষের দিকে এনসিপির যুব উইংয়ের আত্মপ্রকাশ হতে যাচ্ছে। ঈদুল ফিতরের আগে গত ২৯ মার্চ যুব উইং এবং ২৩ মার্চ দলটির শ্রমিক শাখা গঠনের লক্ষ্যে উপ-কমিটি গঠন করে দলটি। এই দুই উইংয়ের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের কাজও প্রায় শেষ। এনসিপি সূত্র জানায়, যুব উইংয়ের প্রধান কাজ হবে দেশের শিক্ষিত যুব সমাজকে দলে ভেড়ানো। বিশেষ করে যারা অধিকার সচেতন এবং দলের কার্যক্রম বাড়াতে সহায়ক হবে। আর শ্রমিকদের অধিকার, ন্যায্য পাওনা, বেতন, সুবিধা-অসুবিধার বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করবে শ্রমিক উইং। এছাড়াও চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ব্যাংকার, মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, কৃষিবিদদের সমন্বয়ে পেশাজীবী উইং গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারুণ্যনির্ভর নতুন এ দলটি।
জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দপ্তর সেলের তথ্য বলছে, গত বছরের ৮ সেপ্টেম্বর যাত্রা শুরুর পর থেকে সারাদেশে উপজেলা ও থানা পর্যায়ে ৪৫৫টি কমিটি করে জাতীয় নাগরিক কমিটি। যার মধ্যে ১৬০টি থানা, ২৮০টি উপজেলা এবং ১৫টি ওয়ার্ড কমিটি করা হয়। প্রকৌশলী, ডাক্তার, ব্যাংকার, মেরিন প্রকৌশল, শিক্ষক, কৃষিবিদ, আইনজীবী এবং প্রবাসীদের নিয়ে অন্তত ১২টি উইং গঠন করা হয়। এছাড়াও সারাদেশে জেলা, উপজেলা, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমিটি রয়েছে। এসব কমিটিতে যারা পদ পেয়েছেন তারাই এনসিপির তৃণমূলের কমিটিতে প্রাধান্য পাবেন।
তৃতীয় সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত গত ১৯ এপ্রিল এনসিপির কার্যালয়ে দলটির তৃতীয় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৯ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলা ওই বৈঠকে বেশ কিছু নীতিমালা তৈরি করা হয়। দলটি সাংগঠনিক কাজের স্বার্থে ৬৪টি জেলাকে ১৯টি জোনে ভাগ করা হয়। এছাড়াও কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে জেলা কমিটি সর্বনিম্ন ৩১ সদস্য থেকে সর্বোচ্চ ৫১ সদস্য নিয়ে গঠিত হবে এবং উপজেলা কমিটি সর্বনিম্ন ২১ সদস্য থেকে সর্বোচ্চ ৪১ সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। উভয় কমিটির আহ্বায়ক নির্ধারণে বয়স সর্বনিম্ন ৪০ বছর হতে হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এসব নিয়ে জানতে চাইলে জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন বলেন, ‘আমরা দুই মাসের মধ্যে জেলা-উপজেলায় কমিটি করবো। আমরা বারবার রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কারের ওপর জোর দিয়ে আসছি। সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া, আমরা চাচ্ছি সংস্কার শুরু হোক। নির্বাচন কমিশন সংস্কারের প্রয়োজন আছে। কমিশন যে সুপারিশ করেছে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। এটা তো শুরু করতে হবে।’ তিনি বলেন, ‘নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের নিরাপত্তার বিষয় আছে। এছাড়া বিচার বিভাগ, পুলিশসহ অন্য সেক্টরে সংস্কার করতে হবে। সংস্কার শুরু হলেই আমরা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় এগোবো।’ এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মুজাহিদুল ইসলাম শাহিন বলেন, ‘আমাদের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় অফিস নেওয়ার কার্যক্রম চলমান। কমিটি গঠনের প্রক্রিয়াও চলছে। রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের জন্য যেসব শর্ত থাকা দরকার সেগুলো আমরা অচিরেই পূরণ করবো। আমাদের সক্ষমতা আছে।’ এনসিপির এই নেতা আরও বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের সদিচ্ছা থাকলে এই দুই মাসের মধ্যেই নির্বাচন কমিশন সংস্কারের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব। সেজন্য সব পক্ষকে আন্তরিক হতে হবে।’

পদক পাচ্ছেন ৬২ পুলিশ সদস্য

করেছেন শুধু তাদেরই এবার পদক দেওয়া হচ্ছে। তাই পদকের সংখ্যা অন্যান্য যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক কম। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলের প্রথম এ পুলিশ সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হবে তিন দিনব্যাপী। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। বিশেষ দরবার অনুষ্ঠিত হওয়ার পর পুলিশ ও রাষ্ট্রপতি পদক দেবেন তিনি। আগামী ২৯ এপ্রিল রাজারবাগ পুলিশ লাইনস অডিটরিয়ামে হবে ‘পুলিশ সপ্তাহ’।

রাষ্ট্র সংস্কারের উদ্যোগ জনগণের

চাই, যেখানে মানুষ তার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বা কোনও নিপীড়নের শিকার না হয়।’ আলোচনায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরের নেতৃত্বে ১০ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলে দলটির সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ আরও উপস্থিত ছিলেন হামিদুর রহমান আজাদ, রফিকুল ইসলাম খান, এহসান মাহবুব যোবায়ের, সাইফুল আলম খান মিলন, মতিউর রহমান আকন্দ, নুরুল ইসলাম বুলবুল, শিশির মোহাম্মদ মনির ও সরকার মোহাম্মদ মহিউদ্দিন।
উল্লেখ্য, প্রথম পর্যায়ে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলোর ওপর রাজনৈতিক দলের সুনির্দিষ্ট মতামত জানাতে অনুরোধ করে সুপারিশগুলোর স্প্রেডশিট আকারে ৩৯টি রাজনৈতিক দলের কাছে পাঠানো হয়। ইতোমধ্যে সংস্কার বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ৩৫টি দলের কাছ থেকে মতামত পেয়েছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ এ পর্যন্ত ১৭টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ করেছে কমিশন।

আইনজীবী তালিকাভুক্তির এমসিকিউ

ডিগ্রি অর্জনের পর একজন শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের মাধ্যমে তিন ধাপের (এমসিকিউ, লিখিত ও মৌখিক) পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে হয়। আইনের ওপর স্নাতক উত্তীর্ণের পর প্রার্থীকে আইনজীবী হিসেবে ন্যূনতম ১০ বছর পেশায় রয়েছেন এমন একজন সিনিয়রের অধীনে ইন্টিমেশন জমা দিতে হয়। ইন্টিমেশন জমা দেওয়ার পর ছয় মাস অতিক্রম হলে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ করে এমসিকিউ পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেন। মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আইনজীবী হিসেবে সনদ লাভ করেন। সনদ লাভের পর সংশ্লিষ্ট জেলা বার-এ যোগদানের মধ্য দিয়ে আইন পেশা শুরু করতে পারেন তারা। আইনজীবী হিসেবে সনদ লাভের পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আইনজীবীদের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ বার কাউন্সিল। শুক্রবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় মোট ৪০ হাজার ৬২৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেন।

এবার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর

সেনাবাহিনীর তীব্র গোলাগুলি হয়। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এলাকাটিতে অন্য কোনো সন্ত্রাসী পাওয়া গেলে তা নির্মূল করার জন্য একটি স্যানিটাইজেশন অভিযান চালানো হচ্ছে। পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করার জন্য দৃঢ়? প্রতিজ্ঞ। এদিকে, ভূস্বর্গ খ্যাত কাশ্মীরের জনপ্রিয় পর্যটন এলাকা পেহেলগামে ভয়াবহ এক সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় পাকিস্তান প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত আছে এমন অভিযোগ তুলে দেশটির সঙ্গে সিন্ধু নদের পানি চুক্তি স্থগিত, পাকিস্তানিদের সব ধরনের ভিসা সুবিধা বাতিল ও একইসঙ্গে প্রধান সীমান্ত ক্রসিং বন্ধের ঘোষণা দেয় নয়াদিল্লি। জবাবে পাকিস্তানও প্রায় একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা ভারতের বিমান নিজেদের আকাশসীমায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এ ছাড়া সীমান্ত ক্রসিং বন্ধের পাশাপাশি ভারতীয়দের ভিসা সুবিধাও বাতিল করেছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) ভারতের জলশক্তিমন্ত্রী সিআর পাতিল জানান, সিন্ধু নদের এক ফোঁটাও যেন পাকিস্তানে না যায়, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে পাকিস্তান জানায়, ভারত যদি পানি প্রবাহ বন্ধ করার চেষ্টা করে, তবে তারা তা যুদ্ধ ঘোষণার শামিল হিসেবে বিবেচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় জবাব দেবে। পানি প্রবাহ বন্ধ করে দিলে সিন্ধু নদে ভারতীয়দের রক্ত বইবে বলে হুংকার দিয়েছেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি। স্থানীয় সময় শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) সিন্ধু প্রদেশের সক্কর জেলায় পিপিপির এক সমাবেশে দেওয়া ভাষণে বিলাওয়াল এ হুংকার দেন। দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সিন্ধু নদ পাকিস্তানের কাছ থেকে ডাকাতির চেষ্টা করছে ভারত এমন মন্তব্য করেন বিলাওয়াল। তিনি বলেন, সিন্ধু সভ্যতার প্রকৃত উত্তরাধিকারী পাকিস্তানে বাস করেন। তাই বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে পাকিস্তান কখনও এই নদের ওপর তার দাবি ত্যাগ করবে না। পেহেলগামে হামলার অজুহাতে পানিচুক্তি থেকে একতরফা বের হয়ে যাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় বিলাওয়াল ভুট্টো আরও বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সভ্যতার উত্তরাধিকারের দাবির জন্য চিৎকার করছেন। কিন্তু প্রকৃত রক্ষক পাকিস্তান। সিন্ধু আমাদের এবং এটি আমাদেরই থাকবে। ভারতের উদ্দেশে তিনি বলেন, এই নদে হয় পানি প্রবাহিত হবে, নয়তো প্রবাহিত হবে ভারতীয়দের রক্ত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে যুদ্ধবাজ মনোভাবের উস্কে দেওয়ার অভিযোগ করে পিপিপির প্রধান আরও বলেন, পাকিস্তানের জনগণ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কেউই সিন্ধু নদের পানি সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা সহ্য করবে না।

সংসদ-রাষ্ট্রপতির মেয়াদ : কমিশনের

একমত হয়েছি। তবে এটার ফরমেশন, ন্যাচার, প্রসেস সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি। জামায়াতের এ সিনিয়র নায়েবে আমির বলেন, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মতবিনিময় চলছে। পাঁচটি কমিশনের রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল। আমরা আলোচনা শুরু করেছি সংবিধান সংস্কারের ওপরে দেওয়া প্রস্তাবনা নিয়ে। আলোচনা বেশ ফলপ্রসূ হচ্ছে বলে আমরা মনে করছি। অনেক বিষয়ে আমাদের ভেতরে মতবিনিময় হয়েছে, নানা বিষয়ে ঐক্যমত্য হয়েছে। কিছু কিছু বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি। আলোচনা আজ শেষ নাও হতে পারে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, কারণ বিষয়গুলো জাতির স্বার্থের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বড় অংশীদার হিসেবে জামায়াতে ইসলামী অত্যন্ত গুরুত্ব ও মনোযোগের সঙ্গে সমস্ত সংস্কারকে বিবেচনা করছে। যেটা দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর আমরা সেই ব্যাপারে মত দিচ্ছি, একমত হচ্ছি। এখানে ব্যক্তি বা দল আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এবং সমৃদ্ধ শান্তিময় বাংলাদেশ আমাদের লক্ষ্য। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দারের সঞ্চালনায় বৈঠকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষে এ মতবিনিময় সভায় উপস্থিত রয়েছেন কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ, কমিশনের সদস্য সফর রাজ হোসেন, বিচারপতি এমদাদুল হক, ড. বদিউল আলম মজুমদার ও ড. ইফতেখারুজ্জামান। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে থেকে রয়েছেন দলটির সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, ড. হামিদুর রহমান আযাদ, অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য, কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ।

নোয়াখালীতে সেপটিক ট্যাংক থেকে

ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও রাজগঞ্জ বাজার পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জিসানের রড-সিমেন্ট দোকান সোলেমান ট্রেডার্সের ম্যানেজার ছিলেন। শনিবার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে জেলার সদর উপজেলার নোয়ান্নই ইউনিয়নের দুর্গাপুর গ্রামের সওদাগরের বাড়ির পাশের নতুন বাড়ির সেপটিক ট্যাংক থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে বেগমগঞ্জ উপজেলার রাজেন্দ্রপুর নিজ গ্রাম থেকে সাদ্দাম নিখোঁজ ছিলেন। এরপর তার পরিবার বিষয়টি মৌখিকভাবে বেগমগঞ্জ পুলিশকে জানানো হয়। শনিবার সকাল ৬টার দিকে সদর উপজেলার নোয়ান্নই ইউনিয়নের দুর্গাপুর গ্রামের সওদাগরের বাড়ির পাশের নতুন বাড়িতে আম কুড়াতে যায় কয়েকজন শিশু। সেখানে তারা একটি সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে পলিথিন মোড়ানো অবস্থায় সাদ্দামের লাশ দেখে চিৎকার দেয়। পরে তাদের চিৎকারে স্থানীয়রা এসে পুলিশকে বিষয়টি জানায়। তাদের তথ্যের ভিত্তিতে দুপুর সোয়া ১২টার দিকে সদর ও বেগমগঞ্জ থানা পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। নিহতের গলায় ও মুখে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। সুধারাম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মাহমুদ আবু তাহের বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। পুলিশ হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটনে চেষ্টা করছে। লাশের ময়নাতদন্তের জন্য ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্যে

ও প্রেসিডেন্ট সেরজিও মাত্তারেলো; জার্মানি চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ ও প্রেসিডেন্ট ফ্রাংক-ওয়াল্টার স্টেইনমায়ার; আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জাভিয়ের মিলেই; ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা; ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়র; তুরস্কের পার্লামেন্ট স্পিকার নুমান কুরতুলমুশ; মালদোভার প্রেসিডেন্ট মাইয়া সান্দু; পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেজ দুদা; আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মিখেল মার্টিন; ক্রোয়েশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোরান মিলানোভিচ; নরওয়ের ক্রাউন প্রিন্স হাকোন ও ক্রাউন প্রিন্সেস মেটে-মারিত; স্পেনের রাজা ফিলিপে ও রানি লেতিসিয়া; বেলজিয়ামের রাজা ফিলিপ ও রানি ম্যাথিল্ড; লুক্সেমবার্গের গ্র্যান্ড ডিউক হেনরি ও গ্র্যান্ড ডাচেস মারিয়া তেরেসা; সুইডেনের রাজা কার্ল গুস্তাফ প্রিন্স ও রানি সিলভিয়া; জর্ডানের রাজা আবদুল্লাহ ও রানি রানিয়া; মোনাকোর প্রিন্স আলবার্ট ও প্রিন্সেস শার্লিন; অ্যান্ডোরার আর্চবিশপ জোয়ান এনরিক ভিভেস। এছাড়াও আবুধাবির ক্রাউন প্রিন্স খালিদ বিন মুহাম্মদ আল নাহিয়ান; মরক্কোর ক্রাউন প্রিন্স মুলায় হাসান; সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট কারিন কেলার-সুটার; স্লোভেনিয়ার প্রেসিডেন্ট নাতাসা পির্ক মুসার; স্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট পিটার পেল্লেগ্রিনি; সিয়েরা লিওনের প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস মাদা বায়ো; তিমোর-লেস্তের প্রেসিডেন্ট হোসে রামোস-হোর্তা; টোগোর প্রেসিডেন্ট ফাউরে গনাসিংবে; পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী লুইস মন্টেনেগ্রো; রোমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী মার্সেল চিওলাকু; স্কটিশ প্রধানমন্ত্রী জন সুইনি; কাতারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আবদুর রহমান আল থানি; সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওং; মালয়েশিয়ার আইনমন্ত্রী আজালিনা ওথমান সাঈদ; জাপানের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত তাকাশি ইওয়ায়াসহ অনেকে। তবে নির্বাচনী প্রচারণার কারণে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ ও কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি; আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও ভ্যাটিকানের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির কারণে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু; যুক্তরাষ্ট্র সফরে থাকার প্যারাগুয়ের প্রেসিডেন্ট সান্তিয়াগো পেনা; কংগ্রেস ভ্রমণের অনুমতি না দেওয়ায় পেরুর প্রেসিডেন্ট দিনা বোলুয়ার্তে এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানার কারণে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। এসব বিশ্বনেতা ছাড়াও কয়েকটি ধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি যেমন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস; ইউরোপীয় ইউনিয়নের কমিশন প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেইন; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম গেব্রেয়েসুস উপস্থিত হয়েছেন। বিশ্বনেতাদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও ঢল নেমেছে। ইতালির পুলিশ জানিয়েছে, পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্যের জন্য সেন্ট পিটার্স স্কয়ার এবং আশপাশের রাস্তায় প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে। আজ শনিবার স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় ভ্যাটিকানের সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা গির্জার সামনের চত্বরে পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্য অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন কার্ডিনাল কলেজের ডিন কার্ডিনাল জিওভান্নি বাতিস্তা রে। উপাসনা অনুষ্ঠানের পর কফিনটি সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় এবং তারপর ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করতে সান্তা মারিয়া মাজ্জিওরের ব্যাসিলিকায় নিয়ে যাওয়া হবে। ২০১৩ সালের ১৩ মার্চ ভ্যাটিকানের ২৬৬তম পোপ নির্বাচিত হন ফ্রান্সিস। গত সোমবার (২১ এপ্রিল) ভ্যাটিকানে নিজ বাসভবন কাসা সান্তা মার্টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

পোপ ফ্রান্সিসের মরদেহে প্রধান

শান্তি পুরস্কার বিজয়ীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ধারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল। প্রসঙ্গত, শনিবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৯টায় পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নেবেন ড. ইউনূস। পরে রোববার বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টায় দেশের উদ্দেশে রওনা হবে এবং সোমবার ভোরে তার দেশে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

গাজায় ইসরায়েলের বিমান

মধ্যে এখনও অন্তত ৩৫ জন জীবিত রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আইডিএফ ঘোষণা দিয়েছে যে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে তাদের উদ্ধার করা হবে। জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার গাজায় সামরিক অভিযান বন্ধের জন্য ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে আহ্বান জানানো হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতিসংঘের আদালত নামে পরিচিত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে (আইসিজে) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলাও দায়ের করা হয়েছে। তবে নেতানিয়াহু স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, হামাসকে পুরোপুরি দুর্বল ও অকার্যকর করা এবং জিম্মিদের মুক্ত করা এই অভিযানের লক্ষ্য এবং লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে গাজায়।

পোপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার

আগে প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জানাতে শুক্রবার ভ্যাটিক্যান সিটির সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় যান প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস বিশ্বজুড়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের কাজ এবং থ্রি জিরো কাজের জন্য যেখানে বেকারত্ব থাকবে না, দারিদ্র্য থাকবে না এবং শূন্য কার্বন নিঃসরণ হবে- এই দৃষ্টিভঙ্গির বড় প্রশংসক ছিলেন। ভ্যাটিকান ২০০৬ সালের নোবেল শান্তি বিজয়ীর সঙ্গে রোমে একটি যৌথ ‘থ্রি জিরো’ উদ্যোগও চালু করেছিল। শনিবার পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি গত সোমবার ৮৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। এএফপির খবরে বলা হয়েছে, সেন্ট পিটার্স স্কয়ারে একটি বহুভাষিক প্রার্থনাসভার পর তার কফিন নেওয়া হবে রোমের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সান্তা মারিয়া মেজিওরে বাসিলিকায়, সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হবে। ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী শনিবার ভোর সাড়ে ৫টায় (বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ১১টায়) সেন্ট পিটার্স স্কয়ার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আর কিছুক্ষণ পরেই স্থানীয় সময় সাড়ে ৯টায় (বাংলাদেশ সময় বিকাল সাড়ে ৩টায়) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার স্ত্রী মেলানিয়া সেন্ট পিটার্স স্কয়ারে পৌঁছান। আর সকাল ১০টায় (বাংলাদেশ সময় বিকাল ৪টায়) কার্ডিনালদের কলেজের ডিন, ইতালির জিওভান্নি বাতিস্তা রে-এর নেতৃত্বে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মূল প্রার্থনাসভা শুরু হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় সিল করে রাখা পোপ ফ্রান্সিসের কাঠ ও দস্তায় তৈরি কফিনটি বাসিলিকার সামনে অস্থায়ীভাবে তৈরি একটি বেদীর সামনে রাখা হয়। বেদীর বাম দিকে, সেন্ট পিটার্সের সম্মুখীন হয়ে লাল পোশাকে কার্ডিনালরা বসেন। ডান দিকে বসেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারিভাবে আগত প্রতিনিধি দলগুলো, নামের অক্ষর অনুসারে। প্রার্থনাসভার সময়কাল ছিল ৯০ মিনিট। এতে অংশ নেন ২২৪ জন কার্ডিনাল এবং ৭৫০ জন যাজক ও বিশপ। অনুষ্ঠানের পর্যায়ক্রমিক অংশগুলো হলো- ধর্মীয় পাঠ; কার্ডিনাল রে-এর ধর্মোপদেশ; বিভিন্ন ভাষায় প্রার্থনা; রুটি ও মদের পবিত্রীকরণ; অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শান্তিবার্তা বা করমর্দন; ইউখারিস্ট; এক মিনিট নীরবতা; প্রধান যাজকের পবিত্র পানি ছিটানো এবং প্রার্থনাসভার শেষে কফিনটি সেন্ট পিটার্স বাসিলিকার ভেতরে নেওয়া। আর সকাল সাড়ে ১১টায় (বাংলাদেশ সময় বিকাল সাড়ে ৫টা) কফিন সান্তা মারিয়া মেজিওরে বাসিলিকার উদ্দেশে যাত্রা করে, যেখানে পোপ ফ্রান্সিসকে সমাহিত করা হয়। শোকসন্তপ্ত জনগণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোভাযাত্রায় অংশ নিতে পারেননি, তবে নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে তারা শোভাযাত্রাটি দেখতে পারেন। চার কিলোমিটার দীর্ঘ যাত্রাপথে শববাহী গাড়িটি ধীরে ধীরে চলে এবং এতে প্রায় ৩০ মিনিট সময় লাগে। যাত্রাপথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো হলো- ভ্যাটিকান সিটির পশ্চিম দিকের গেট ‘পোর্তা দেল পেরুজিনো’- টাইবার নদী পার হওয়া- কর্সো ভিটোরিও ইমানুয়েল- পিয়াচ্ছা ভেনেজিয়া- ভিয়া দেই ফোরি ইম্পেরিয়ালি- কলোসিয়াম- ভিয়া লাবিকানা- ভিয়া মেরুলানা। বেলা ১২টার দিকে (বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায়) কফিন সান্তা মারিয়া মেজিওরে পৌঁছায়। সেখানে ‘দরিদ্র ও অসহায়’ জনগণের একটি দল তাকে স্বাগত জানায়। কার্ডিনাল কেভিন ফ্যারেলের নেতৃত্বে, যিনি বর্তমানে ক্যামেরলেনগো হিসেবে নতুন পোপ নির্বাচনের আগ পর্যন্ত ভ্যাটিকানের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটি ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন হয়। প্রসঙ্গত, প্রধান উপদেষ্টা শুক্রবার কাতারের দোহা থেকে ইতালির রোমে গিয়ে পৌঁছান। আজ রোববার সকাল ৮টায় (বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টা) তিনি রোমের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বিমানবন্দর ত্যাগ করবেন এবং আগামীকাল সোমবার ভোরে দেশে পৌঁছানোর কথা রয়েছে তার।

২৩৮ কোটি টাকা স্থানান্তরের অভিযোগ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত: বিসিবি

স্টাফ রিপোর্টার : বিভিন্ন ব্যাংকে বিসিবির স্থায়ী আমানত (এফডিআর) স্থানান্তর নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে ক্রিকেট মহলে। বিশেষ করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি ফারুক আহমেদের বিরুদ্ধে একক সিদ্ধান্তে টাকা সরানোর অভিযোগ উঠে আসার পর বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে। শুরুতে অভিযোগ ছিল, সভাপতি নিজ উদ্যোগে প্রায় ১২০ কোটি টাকা সরিয়েছেন। পরে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, প্রকৃত অঙ্ক ২৫০ কোটি টাকা, এবং এতে বিসিবির কয়েকজন শীর্ষ পরিচালকও জড়িত। তবে শনিবার এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে এসব অভিযোগ ‘ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে বিসিবি। বিবৃতিতে বলা হয়, জাতীয় গণমাধ্যমের একটি অংশে বিসিবির আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, তা সঠিক নয় এবং বোর্ড ও এর সভাপতির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য পরিকল্পিতভাবে প্রচার করা হয়েছে। বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ২০২৪ সালের আগস্টে দায়িত্ব গ্রহণের পর সভাপতি ফারুক আহমেদ বিসিবির আর্থিক স্বার্থ রক্ষায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেন। এর অংশ হিসেবে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাংকগুলো থেকে ২৫০ কোটি টাকা উত্তোলন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত গ্রীন ও ইয়েলো জোনভুক্ত ১৩টি ব্যাংকে পুনঃবিনিয়োগ করা হয়। উত্তোলিত টাকার মধ্যে ২৩৮ কোটি টাকা পুনঃবিনিয়োগ এবং ১২ কোটি টাকা বোর্ডের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। বিসিবি স্পষ্ট করে জানিয়েছে, সভাপতির একক সিদ্ধান্তে কোনো ব্যাংক পরিবর্তন বা আর্থিক লেনদেন হয়নি। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, বোর্ডের আর্থিক লেনদেন পরিচালনায় ফাইনান্স কমিটির চেয়ারম্যান ফাহিম সিনহা এবং টেন্ডার ও পারচেজ কমিটির চেয়ারম্যান মাহবুবুল আনাম যৌথভাবে স্বাক্ষর করেন। বোর্ড সভাপতি এ সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাক্ষরকারী নন। বিসিবি আরও দাবি করেছে, কিছু সুবিধাভোগী ও ষড়যন্ত্রকারী মহল বোর্ডের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। বোর্ডের ভাষ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিসিবির স্থায়ী আমানত দেশের ১৩টি নির্ভরযোগ্য ব্যাংকে সংরক্ষিত আছে। নতুন ব্যবস্থাপনায় আমানত থেকে ২-৫ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত মুনাফা অর্জিত হয়েছে। পাশাপাশি, গত ছয় মাসে তিনটি ব্যাংকিং অংশীদার থেকে প্রায় ১২ কোটি টাকার স্পনসরশিপ এবং অবকাঠামো উন্নয়নে আরও প্রায় ২০ কোটি টাকার বিনিয়োগের আশ্বাস পাওয়া গেছে। বিসিবি জানিয়েছে, তারা সর্বোচ্চ মানের আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি, গণমাধ্যমকে তথ্য যাচাই করে প্রতিবেদন প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছে বোর্ড।

২২ বছর আগে চুরি করা মোটরের টাকা মালিককে ফেরত দিলেন চোর

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া পৌর এলাকার রাধানগরের টিঅ্যান্ডটি সংলগ্ন একটি নির্মাণাধীন বাড়ি থেকে ২০০৩ সালে একটি পানি তোলার মোটর চুরি হয়। দীর্ঘ ২২ বছর পর সেই চোর অনুশোচনা করেছেন। মোটর বিক্রির দুই হাজার টাকা মালিককে ফেরত দিয়েছেন। ওই বাড়ির বাসিন্দা ইফরান মোর্শেদ বলেন, আজ থেকে ২২ বছর আগে ২০০৩ সালে আমাদের টিঅ্যান্ডটি সংলগ্ন নতুন বাড়ি করার সময় পানির মোটর চুরি হয়। ওই চোর মোটর নিয়ে যাওয়ার সময় আরেকজন ছেলে দেখে ফেলায় তখন চোর ছেলেটাকে ভাগ দেবে বলে চুপ করিয়ে দেয়। পরে দুই জনে মিলে এক হাজার টাকা করে ভাগ করে নেয়। তিনি বলেন, শুক্রবার বাড়ির পাশের এক মাদরাসার হুজুর ও আমার এক বড় ভাইকে সে এসব ঘটনা খুলে বলে। নিজের অনুশোচনার কথা জানায়। হুজুরের কাছ থেকে এর পরিত্রাণ জানতে চায়। হুজুর মোটর বিক্রির টাকা ফেরত দিতে বলেন। ভাই তখন টাকাটা নিতে চাননি। হুজুরের পরামর্শে টাকাটা তিনি নেন ও টাকাটা মসজিদে দান করার সিদ্ধান্ত হয়। চোর বাড়ির আশপাশেই থাকেন জানিয়ে তিনি বলেন, সে এখন এই পথে নেই। ভালো হয়ে গেছে। সৎ পথে চলার চেষ্টা করছে।

রাঙামাটিতে সিএনজি-পিকআপ সংঘর্ষে ৫ জন নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : রাঙামাটির রাবার বাগান এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও পিকআপের সংঘর্ষে পাঁচ জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। এতে আরও একজন গুরুতর আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শনিবার সকালে কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়া এলাকার রাঙামাটি-চট্টগ্রাম সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- চট্টগ্রামের রাউজানে চৌধুরী পাড়ার তোরাপ, রাঙামাটির কাউখালীর পশ্চিম মনাইরটেক নুর নাহার ও চট্টগ্রাম হাটহাজারীর ছাত্তারঘাটের মাহমুদুর রহমান। বাকি দুই জনের নাম পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। স্থানীয়রা জানান, সিএনজি করে যাত্রীরা চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে রাবার বাগান এলাকায় পিকআপের সঙ্গে সংঘর্ষে সিএনজিচালিত অটোরিকশা দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তিন জনের মৃত্যু হয়। বাকি তিন জনকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়ার পথে দুই জনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় একজনকে চট্টগ্রাম নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই ইসহাক জানান, সকালে রাঙামাটি-চট্টগ্রাম সড়কের রাবার বাগান এলাকায় সিএনজি-পিকআপ সংঘর্ষে পাঁচ জনের নিহতের খবর পাওয়া গেছে। পুলিশ যাচ্ছে। পরে বিস্তারিত জানাতে পারবো।

রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগে বৃষ্টির পূর্বাভাস

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের কয়েকটি জেলার ওপর দিয়ে বইছে মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ। তবে এই অবস্থার মধ্যেই রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগে বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। শনিবার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল হয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এই অবস্থায় শনিবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া রাজশাহী বিভাগসহ দিনাজপুর, যশোর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। সেই সঙ্গে এই সময়ে সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকর সম্ভাবনা রয়েছে। রোববার রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায়; রংপুর, খুলনা ও চট্টগ্রামি বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বা বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এই সময়ে সারা দেশে দিতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। সোমবার রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায়; ময়মনসিংহ, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি কমার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া রাতের তাপমাত্রাও কিছুটা কমতে পারে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রেনে ঢিল ছুড়েছে দুর্বৃত্তরা

স্টাফ রিপোর্টার : চলন্ত উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনে ঢিল ছুড়েছে দুর্বৃত্তরা। ট্রেনটি শনিবার সকাল সোয়া ৯টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেল স্টেশন ঢোকার আগ মুহূর্তে এ ঘটনা ঘটে। এতে ট্রেনের ‘গ’ নং কোচের একটি জানালার কাচ ভেঙে যায়। ট্রেনের স্টুয়ার্ড ম্যানেজার বুলবুল আহমেদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ট্রেনটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেল স্টেশন থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে থাকতে কে বা কারা বাইরে থেকে ঢিল ছুড়েছে। জানালার গ্লাস ডাবল থাকায় এতে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে আখাউড়া রেলওয়ে থানার ওসি জসিম উদ্দিন জানান, ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রেল পুলিশকে পাঠানো হয়েছে। রেল পুলিশের পক্ষ থেকে বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রোমে বাংলাদেশ হাউজ পরিদর্শন প্রধান উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : ইতালির রোমে অবস্থিত (বাংলাদেশ দূতাবাস) বাংলাদেশ হাউজ পরিদর্শন করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। শুক্রবার দূতাবাস পরিদর্শনকালে সেখানে রাখা পরিদর্শন বইয়ে সই করেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানিয়েছেন। রোমান ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে অধ্যাপক ইউনূস বর্তমানে ইতালিতে অবস্থান করছিলেন।

গাজীপুরে হকার-ইজারাদারদের সংঘর্ষে আহত ২০

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মাওনা চৌরাস্তায় ইজারাদার ও হকারদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয়পক্ষের ২০ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার মাগরিবের নামাজের সময় শিল্পাঞ্চল হিসেবে পরিচিত মাওনা চৌরাস্তায় এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহতরা হলেন- নজরুল বেপারী (৬০), আতিক বন্দোকশী (৪৬) ও ইমরান (২৫)। তাদেরকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তারা ইজারাদার কাজল ফকির ও সেলিমের পক্ষের লোক বলে দাবি করেন। আহত অন্যরা স্থানীয় বিভিন্ন ক্লিনিক ও হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন। হকার্স কমিটির জাহিদ বলেন, মাওনা চৌরাস্তায় হকারদের কাছ থেকে অব্যাহত চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রীপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল হয়েছিল। ওই প্রতিবাদের জেরে কাজল ফকির ও সেলিম মিয়া দেড় থেকে দুইশ সশস্ত্র লোক নিয়ে হকারদের ওপর হামলা করে। তারা আমাকে ও হকার্স কমিটির সভাপতি মামুন মিয়ার মাথায় কুপিয়ে মারাত্মক আহত করে। তিনি জানান, সড়ক ও জনপথের জায়গায় ভাসমান কয়েক শতাধিক দোকান থেকে রশিদের মাধ্যমে প্রতিদিন ১০০ টাকা করে আদায় করছে। আমাদেরকে রশীদ দিলেও রশিদে টাকার কথা উল্লেখ করছে না। পৌরসভা থেকে ইজারা নিলেও মাওনা চৌরাস্তার উত্তরে বেশিরভাগ জায়গা তেলিহাটি ইউনিয়ন পরিষদের। তাহলে পৌরসভার ইজারা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের আওতাধীন এলাকা থেকে তারা জোরপূর্বক টাকা আদায় করছেন। ইজারাদর কাজল ফকির বলেন, পৌরসভার দরপত্রের মাধ্যমে আমি চৌরাস্তা বাজার ইজারা পাই। পহেলা বৈশাখ থেকে আমি নিয়মিত ইজারা ওঠাচ্ছি। আওয়ামী লীগের আমলে একটি হকার্স কমিটি করা হয়েছিল। সেই কমিটির জাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক কয়েকজন হকার নিয়ে আমাদের পক্ষের লোকদেরকে ওপর হঠাৎ হামলা করে। আমাদের লোকজন ইজারা ওঠানোর সময় হঠাৎ হকারদের মিছিল থেকে হামলা করে। তাদের হামলায় আমাদের ২০ জন আহত হয়েছে। বৈধভাবে শ্রীপুর পৌরসভা থেকে মাওনা চৌরাস্তা অস্থায়ী বাজার ইজারা নিয়েছেন দাবি করেন শ্রমিকদলের বহিষ্কৃত নেতা কাজল ফকির ও সেলিম। মাওনা চৌরাস্তা উড়াল সেতুর নিচে ছোটবড় একাধিক অস্থায়ী ব্যবসায়ী বলেন, আমরা দুপুরের পর থেকে দোকান খুলে বসি। অনেকে সকাল থেকেই ব্যবসা শুরু করে। কেউ কেউ বিকাল ৪টার পর থেকে ব্যবসা শুরু করে। অনেক ব্যবসায়ী ভ্যান গাড়িতে মালামাল রেখে ব্যবসা করছে, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে মুড়ি বা চানাচুর বিক্রি করছে। যারা স্থায়ীভাবে নিয়মিত দোকান করছে, তাদের কাছ থেকে ইজারাদাররা ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্তও নিরাপত্তা চুক্তি (অ্যাডভান্স) নিয়েছে। পৌরসভা থেকে যারা ইজারা পেয়েছে তারা আমাদের ছোটবড় প্রত্যেক দোকান থেকে প্রতিদিন ১০০ টাকা করে ইজারা তুলছে। প্রতিবাদ করলেই দোকান উচ্ছেদের হুমকি দেয়। তারা বলেন, সারা দিন ছোটখাটো দোকানে বিক্রি করে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা আয় হয়। তা থেকে ইজারাদারকে ১০০ টাকা দিয়ে দিলে আর থাকেই বা কতো? আমরা পেটের দায়ে তাদেরকে ১০০ টাকা দিতে বাধ্য হয়েছি। আগে আমাদের কাছ থেকে ২০ থেকে ৫০ টাকা করে ইজারা নিয়েছে। চলতি বৈশাখের শুরু থেকে প্রতি দোকান থেকে ১০০ টাকা করে ইজারা নিচ্ছে, যা সম্পূর্ণ জুলুম। হকাররা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, যারা চাঁদাবাজি করছে, তারা যতই প্রভাবশালী হোক, তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। বিএনপির নামধারী নেতা ও সহযোগীদেরও শাস্তির মুখোমুখি করতে হবে। শ্রীপুর থানার ওসি জয়নাল আবেদীন মন্ডল বলেন, ইজারাদার ও হকারদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় তিন জনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে মাওনা চৌরাস্তা এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

গাইবান্ধায় মেলার প্যান্ডেল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে আগুন দিলো জনতা

স্টাফ রিপোর্টার : গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে মেলার নামে জমজমাট জুয়ার আসর ও অশ্লীল নৃত্যের অভিযোগে প্যান্ডেল ভেঙে গুঁড়িয়ে তা আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। তবে আগেই টের পেয়ে জুয়ারি ও আয়োজনকারীরা অন্ধকারে পালিয়ে যাওয়ায় কেউ আটক কিংবা হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। শুক্রবার রাত ১০টার দিকে সুন্দরগঞ্জ উপজেলার রামজীবন ইউনিয়নের কে কৈ কাশদহ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, কে কৈ কাশদহ গ্রামের একটি বিলের ফাঁকা জায়গায় বৈশাখ উপলক্ষে একদিনের জন্য মেলার আয়োজন করা হয়। শুক্রবার দিনের বেলায় মেলায় কিছু দোকানপাটের সঙ্গে একটি প্যান্ডেলে জাদু (ম্যাজিক) দেখানো হয়। কিন্তু সন্ধ্যার পর আরেকটি ঝলমলে প্যান্ডেলজুড়ে চলে সঙ্গে অশ্লীল নৃত্য। পাশাপাশি সেখানে বসানো হয় জমজমাট জুয়ার আসর। এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাজনৈতিক দলের নেতাদের ছত্রছায়ায় স্থানীয় জাকির মিয়া ও গোলজার মেম্বারের নেতৃত্বে মেলার আড়ালে অশালীন নৃত্যসহ জুয়ার আসর বসায় সংঘবদ্ধ একটি চক্র। প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই এমন আয়োজনে স্থানীয়রা বাধা দিলেও শোনেননি আয়োজকরা। পরে রাতে উচ্চশব্দে গান-বাজনা শুনে স্থানীয় জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। একপর্যায়ে আশপাশ এলাকার লোকজনসহ বিক্ষুব্ধ জনতা লাঠি হাতে মেলায় গিয়ে জুয়া ও অশ্লীল নৃত্যের প্যান্ডেল ভাঙচুর করেন। এরপর জুয়া খেলার সরঞ্জামে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।
এসময় জুয়ারিসহ আয়োজকরা দৌড়ে অন্ধকারে পালিয়ে যায়। এদিকে, এ ঘটনার পর কাশদহ বাজার এলাকায় প্রতিবাদ সভা করেন স্থানীয়রা। সেখানে বক্তব্য রাখেন গাইবান্ধা জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির ও সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাজেদুর রহমান মাজেদ। তিনি বলেন, মেলার নামে জুয়ার আসর ও অশ্লীল গান-নৃত্যের কারণে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। সুন্দরগঞ্জের মাটিতে কোনও ধরনের অপকর্ম চলবে না। জুয়া-যাত্রা ও মাদকের সঙ্গে জড়িতদের ধরে প্রয়োজনে হাত-পা ভেঙে দেওয়া হবে। এজন্য এলাকাবাসীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার পাশাপাশি তিনি সংশ্লিষ্ট পুলিশ-প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে সুন্দরগঞ্জ থানার ওসি হাকিম আজাদ জানান, মেলার আয়োজনের বিষয়টি কেউ তাদের বলেনি। রাতে স্থানীয় লোকজন একত্রিত হয়ে মেলায় থাকা প্যান্ডেল ভাঙচুর করে তাতে আগুন দিয়েছে। পরে খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়। মাদক-জুয়াসহ উপজেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের পক্ষ থেকে নিয়মিত অভিযান চলছে। জুয়াসহ যেকোনও অপরাধে জড়িতদের ছাড় দেওয়া হবে না।

এক মাসের মধ্যে সিনহা হত্যা

হয়। রায়ে পুলিশ পরিদর্শক লিয়াকত আলী এবং টেকনাফ থানার তৎকালীন ওসি প্রদীপ কুমার দাশকে মৃত্যুদণ্ড, ছয় জনকে যাবজ্জীবন এবং সাত জনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। মাত্র ৩০ কার্যদিবসে শেষ হয় মামলার বিচারিক কার্যক্রম। বর্তমানে এই মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের শুনানি হাইকোর্টের বিচারপতি মুস্তাফিজুর রহমান ও বিচারপতি সগীর হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে চলমান। আগামী এক মাসের মধ্যে আপিল শুনানি শেষে রায় ঘোষণা করতে হবে। সেই সঙ্গে রায় ঘোষণার পরবর্তী সাত কার্যদিবসের মধ্যে তা কার্যকর করতে হবে। না হলে এক্স-ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশন তাদের সাবেক সহকর্মী হত্যার রায় কার্যকর করার দাবিতে কঠোর থেকে কঠোরতম কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবে। লেফটেন্যান্ট (অব.) সাইফুল্লাহ খান জানান, ২০২০ সালের ৩১ জুলাই রাতে কক্সবাজারের টেকনাফে মেরিন ড্রাইভ সড়কের শামলাপুর পুলিশ চেকপোস্টে অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান। এ ঘটনায় নিহতের বড় বোন শারমিন শাহরিয়ার ফেরদৌস বাদী হয়ে মামলা দায়ের করলে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) তদন্ত শেষে ১৫ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। মেজর সিনহা হত্যাকাণ্ড ছাড়াও স্থানীয়ভাবে অভিযোগ রয়েছে প্রদীপ কুমার দাশ তার কর্মকালীন সময়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে টেকনাফে এক ভয়ভীতির রাজত্ব কায়েম করেন। ওসি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় তিনি তথাকথিত ক্রসফায়ারে অন্তত ১৪৫ জনকে হত্যা করেছেন এবং ক্রসফায়ার বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলেন। মেজর সিনহা হত্যা মামলার পাশাপাশি শিশু আছিয়া, পারভেজ ও তোফাজ্জল হত্যাকাণ্ডসহ জুলাই-আগস্টে গণহত্যার বিচারিক কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার দাবিও জানায় এক্স-ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশন।

দেশের বার্ষিক উন্নয়ন

হাজার টাকা খরচ হবে। বাকি টাকা পড়েই থাকবে। সূত্র জানায়, উন্নয়ন কাজ অনেক স্থানে শেষ হলেও এখনো বিলগুলো দেয়া হয়নি। আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফেরাতে ওসব বিল যাচাই-বাছাই করে দেয়া হচ্ছে। যে কারণে ব্যয় কম হচ্ছে। আর কোনো বছরই বাজেটের পুরো অর্থ ব্যয় হয় না। সমপ্রতি পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি সভায় মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর চাহিদা না থাকায় চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) থেকে ৪৯ হাজার কোটি টাকা কাটছাঁট করা হয়েছে। এডিপির আকার বেশি দেখাতে থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২৬ হাজার ৬৩২ কোটি টাকা। কিন্তু এবার এডিপি বাস্তবায়ন মূল এডিপির তুলনায় প্রায় এক লাখ কোটি টাকা কম হতে পারে। মূলত এডিপি বাস্তবায়ন গতি কম থাকায় অনেক কমেছে সরকারি তহবিলের চাহিদা। সাধারণত অন্যান্য অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সরকারি তহবিল থেকে চাহিদা অনেক বেশি থাকে। কিন্তু চলতি অর্থবছরে এডিপিতে যে পরিমাণ সিলিং বেঁধে দেয়া হয়েছে, চাহিদা তার চেয়ে কম রয়েছে। তবে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে চলতি অর্থবছরে চাহিদার চেয়ে বেশি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান থেকে ৭০ থেকে ৭৫ হাজার কোটি টাকা চাহিদা দিয়েছিল। কিন্তু সরকার বৈদেশিক অর্থায়ন ব্যবহারে গুরুত্ব দেয়ায় বরাদ্দ বাড়িয়ে ৮১ হাজার কোটি টাকার সিলিং দেয়া হয়। সূত্র আরো জানায়, বিগত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপির তুলনায় সংশোধিত এডিপির (আরএডিপি) আকার কমেছিল ১৮ হাজার কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি থেকে বরাদ্দ কমেছিল ১৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে কমেছিল ১৫ হাজার ৩৪৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ এবার সর্বোচ্চ এডিপি কাটছাঁট হয়েছে। আর যে পরিমাণ সংশোধিত এডিপিতে থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে, আগে কখনো এত টাকা রাখা হয়নি। আগের বছর ১৮ হাজার কোটি টাকা রাখা হয়েছিল। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাখা হয়েছিল মাত্র তিন হাজার ৭০০ কোটি টাকা। এদিকে এ প্রসঙ্গে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) সচিব আবুল কাশেম মো. মহিউদ্দিন জানান, এডিপি বাস্তবায়ন হার কম হওয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো ঠিকমতো অর্থছাড় না হওয়া। কারণ বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থছাড় কমিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নে জোর দেয়া হচ্ছে।

পুঁজিবাজারে মূলধন কমেছে

লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ৭১৮ কোটি ১৮ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহে লেনদেন হয়েছিল ১ হাজার ৫৯৬ কোটি ১৬ লাখ টাকার। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে ডিএসইতে লেনদেন বেড়েছে ১২২ কোটি ১ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে ডিএসইতে মোট ৩৯৬টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে ৫৭টির, দর কমেছে ৩২৪টির ও দর অপরিবর্তিত ১৫ রয়েছে টির। তবে লেনদেন হয়নি ১৭টির। অপর পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) বিদায়ী সপ্তাহে সিএসইর সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ২৫০.৩০ পয়েন্ট বা ১.৭২ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ২৫৯ পয়েন্টে। সিএসইর অপর সূচকগুলোর মধ্যে সিএসই-৩০ সূচক ১.৭৯ শতাংশ কমে ১১ হাজার ৮১০ পয়েন্টে, সিএসসিএক্স সূচক ১.৬৮ শতাংশ কমে ৮ হাজার ৬৮৫ পয়েন্টে, সিএসআই সূচক ২.২২ শতাংশ কমে ৯২৮ পয়েন্টে এবং এসইএসএমইএক্স (এসএমই ইনডেক্স) ৪.৫৭ শতাংশ থাকায় ১ হাজার ৯৪৮ পয়েন্ট অপরিবর্তীত রয়েছে। বিদায়ী সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৯৮ হাজার ১৬৭ কোটি ৬২ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে সিএসইর বাজার মূলধন ছিল ৭ লাখ ৪ হাজার ৯৯ কোটি ৮১ লাখ টাকা। টাকায়। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন কমেছে ৫ হাজার ৯৩২ কোটি ১৯ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে ২৭ কোটি ৩৪ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহে লেনদেন হয়েছিল ৩২ কোটি ৪১ লাখ টাকা। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে সিএসইতে লেনদেন কমেছে ৫ কোটি ০৭ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে সিএসইতে মোট ৩১৮টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেনে অংশ নিয়েছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে ৫৫টির, দর কমেছে ২৪২টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ২১টির শেয়ার ও ইউনিট দর।

রাণীনগরে ৩১ টন সরকারি চাল জব্দ

ও ইউএনওর সার্বিক নির্দেশনায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। সংবাদের ভিত্তিতে গত বুধবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার পারইল ইউনিয়নের ধোপাপাড়া গ্রামের আশরাফ আলীর বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানে ওই বাড়ি থেকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ৫০ কেজি ওজনের ৩৪ বস্তা ও ১৯ কেজি চালের একটি বস্তা জব্দ করা হয়। চালের বস্তার পাশে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চালের সরকারি খালি বস্তা পড়ে ছিল। আর চালগুলো অন্য প্লাস্টিকের বস্তায় প্যাকেট করা ছিল। এসব চাল খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির বিলকৃষ্ণপুর বাজার পয়েন্ট এলাকার হতে পারে। তদন্তের পরই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে। অপরদিকে সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচির চাল কয়েকজন ব্যবসায়ী কিনে উপজেলার আবাদপুকুর বাজারের কুতকুতিতলা এলাকায় দুইটি গোডাউনে মজুত করে রেখেছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই গোডাউনে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে আমজাদ মণ্ডলের মার্কেটের ওই দুই গোডাউন থেকে ৫০ কেজির ৪৫৩ বস্তা ও ৩০ কেজির ২২২ বস্তাসহ মোট ২৯ টন ৩১০ কেজি সরকারি চাল পাওয়া যায়। এ সময় গোডাউন থেকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির বেশ কিছু সরকারি বস্তাও পাওয়া যায়। অভিযানের সময় চাল ব্যবসায়ী ও গোডাউন মালিকরা পলাতক ছিল। অভিযান শেষে শুক্রবার রাতে চালগুলো জব্দ করে উপজেলা খাদ্যগুদামে মজুত করা হয়েছে। এ সময় ওই এলাকার কার্ডধারী সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে যে, তারা সরকারি কর্মসূচির চাল উত্তোলন করে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের কাছে বেশি দামে বিক্রি করেন। তিনি আরও জানান, আবাদপুকুর এলাকাটি জেলার আত্রাই উপজেলা, পাশের বগুড়া জেলার আদমদীঘি ও নন্দীগ্রাম উপজেলা এবং নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার নিকটবর্তী হওয়ায় একটি অসাধু ব্যবসায়ী চক্র বিভিন্ন সময় সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে এই চালগুলো কিনে আবাদপুকুর এলাকায় অবৈধভাবে গোডাউন ভাড়া নিয়ে মজুত করে রেখেছে। পরে এই চালগুলো বেশি দামে খোলা বাজারসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করতো ওই চক্রটি। অভিযানের সময় উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক আনিছুর রহমান, উপজেলার একডালা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এএসআই হামিদুল ইসলাম সঙ্গে ছিলেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রাকিবুল হাসান জানান, আবাদপুকুর এলাকার কুতকুতিতলায় সরকারি বিতরণকৃত চাল মজুত করা হয়েছে মর্মে জানতে পেরে অভিযান পরিচালনা করা হয়। দিনব্যাপী পরিচালিত অভিযানে বিপুল পরিমাণ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে কাউকে না পাওয়ায় উদ্ধারকৃত চাল জব্দ করা হয়েছে। দ্রুত প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য খাদ্য বিভাগকে বলা হয়েছে। প্রশাসন যেকোনো ধরণের অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে সদা-তৎপর রয়েছে। আগামীতেও অবৈধ মজুতের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান।

প্রবাসে লটারিতে ৯ কোটি টাকা

পারিনি। এবার এই অর্থে পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাব এবং অভাবী মানুষকে সাহায্য করব। প্রসঙ্গত, আবুধাবি বিগ টিকিট র‍্যাফেল ড্রয়ের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি সপ্তাহে পাঁচজন বিজয়ী দেড় লাখ দিরহাম করে পুরস্কার পান। এপ্রিল মাসে যেসব টিকিট কেনা হয়েছে, সেগুলো এই সাপ্তাহিক ড্রয়ের জন্য বিবেচনায় নেওয়া হয়।

সবজির বাজারে অস্থিরতা

দাম কমে নেমেছে ১০ থেকে ২০ টাকায়। আর ধনে পাতা ১২০ থেকে ১৪০ টাকা, ক্যাপসিকাম ১৫০ থেকে ১৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। বাজারে ‘সবজি’ হিসেবে কাঁচা আমও মিলছে। ছোট মাছ ও ডালসহ বেশ কিছু খাবারে ব্যবহার হওয়া পণ্যটির কেজি ৫০ থেকে ৬০ টাকা। কাঁচামরিচ গেল সপ্তাহের মতই মিলছে ৬০ থেকে ৮০ টাকা কেজিতে। শীতের আরেক সবজি টমেটোর কেজি ৪০ থেকে ৫০ টাকার মধ্যে। এক কেজি গাজর ৫০ টাকা মিললেও শসায় গুনতে হচ্ছে ৭০ থেকে ৮০ টাকা। সাত তলা বাজারে কেনাকাটা করতে আসা গোপাল চন্দ্র শীল বলেন, “আমি সেলুনের দোকানে কাজ করি। সবজির দামটা অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে। দু-চার মাস ভালোই গেল। এখন সব সবজির দাম বাড়তি।” সবজির দাম নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন বাজারে আসা আরেক ক্রেতা বেসরকারি চাকুরে শাহজালাল। তিনি বলেন, “সবজির দামটা ঈদের পরে বেড়ে গেল। এতদিন যদি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, তাহলে চাইলে এখনও নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। নাহয় তো আমাদের পকেটে টান পড়ে।” সবজির দাম বাড়তি হলেও বাজারগুলোতে শাক বিক্রি হচ্ছে আগের দামেই। এক আঁটি লাল শাক ১৫ থেকে ২০ টাকা, লাউ শাক ৪০ টাকা, পালং শাক ১৫ টাকা, কলমি শাক ১০ টাকা, পুঁই শাক ৪০-৫০ টাকা, ডাটা শাক ১০ টাকা ও পাট শাকের আঁটি মিলছে ৩০ টাকায়।
রাজধানীর বাজারগুলোয় সপ্তাহের ব্যবধানে প্রায় সব ধরনের মুরগির দাম কমেছে। সাত তলা কাঁচাবাজারের ‘রাজীব-মুক্তা পোল্ট্রি দোকানের’ বিক্রেতা রাজিব হোসেন এ তথ্য জানিয়েছেন। তার তথ্যানুযায়ী, সোনালি মুরগি কেজিতে সপ্তাহের তুলনায় ২০ টাকা কমে ২৬০ টাকা এবং সোনালি হাইব্রিড জাতের মুরগি ২৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আর লাল লেয়ার মুরগির কেজি ২৭০ টাকা এবং সাদা লেয়ার ২৫০ থেকে ২৬০ টাকায় মিলছে। ব্রয়লার মুরগির গেল সপ্তাহের তুলনায় কেজিতে ১০ টাকা কমে ১৭০ থেকে ১৮০ টাকা এবং দেশি মুরগি কেজিতে ৪০ থেকে ৫০ টাকা কমে ৬৩০-৬৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। দাম কমার কারণ জানতে চাইলে এই দোকানি বলেন, “গেল কয়েক দিন ধরে যে তীব্র গরম পড়ছে, তাতে মুরগি মারা যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে ব্রয়লার। এ কারণে দাম কিছুটা পড়ে যায়।”
বাজারে অধিকাংশ মশলাজাত পণ্য বিক্রি হচ্ছে আগের দামেই। গেল সপ্তাহে হঠাৎ চড়ে যাওয়া পেঁয়াজের বাজারও স্থিতিশীল আছে আগের দামে। মহাখালী কাঁচাবাজারের বিক্রেতা আল আমীন বলেন, বাজারে বগুড়ার আলু ২০ থেকে ২৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। দেশি হাইব্রিড পেঁয়াজ গেল সপ্তাহের মতই ৬০ টাকা এবং ভারতীয় পেঁয়াজ ৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া আদা প্রকারভেদে ১৪০ থেকে ২৮০ টাকা, দেশি রসুন ৯০ থেকে ১০০ টাকা, ভারতীয় রসুন ২২০ থেকে ২৩০ টাকা, দেশি মশুর ডাল ১৪০ টাকা, ইন্ডিয়ান (মোটা দানা) মশুর ডাল ১১০ টাকা, মুগ ডাল ১৮০ টাকা ও ছোলা ১০০ থেকে ১১০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। আল আমীন বলেন, “পেঁয়াজের বাজার নিয়ে অভিযানের সংবাদ পেলাম; ফরিদপুরসহ বিভিন্ন আড়ত ও পাইকারি দোকানে। নয়ত দাম আরও বাড়ার শঙ্কা ছিল। “এখন দাম স্থিতিশীল আছে। এছাড়া অন্যান্য মশলাজাত পণ্যের দামেও খুব-বেশি ওঠানামা হয়নি। দাম বাড়ার পর বোতলের সয়াবিন তেলের সরবরাহও পুরোপুরি স্বাভাবিক আছে।” ব্যবসায়ীদের দাবি মেনে পাঁচ মাসের মাথায় গত ১৫ এপ্রিল বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম লিটারে ১৪ টাকা বাড়ায় সরকার। এখন প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেলের নতুন দাম হবে ১৮৯ টাকা। পাঁচ লিটারের বোতল ৮৫২ থেকে বেড়ে হয় ৯২২ টাকা। আর খোলা সয়াবিনের লিটার ১২ টাকা বেড়ে হয় ১৬৯। ঈদের পর বাড়তে থাকে পেঁয়াজের দামও। বাড়তে বাড়তে ৫৫ টাকার পেঁয়াজ গত সপ্তাহে ঠেকে ৭৫ টাকায়।

মে মাসে টানা ৩ দিন করে দুইবার

অক্টোবর ঈদুল ফিতরে পাঁচদিন ছুটির অনুমোদন দেয়। ওই ৫ দিনের সঙ্গে এবার নির্বাহী আদেশে আরও একদিন (৩ এপ্রিল) ছুটি দেওয়া হয়। ফলে সরকারি ছুটি হয় ৬ দিন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় মোট ৩ দিনের সাপ্তাহিক ছুটি। এভাবে ২৮ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত টানা ৯ দিনের ছুটি মেলে সরকারি চাকরিজীবীদের।

রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলে

সভাপতি মো. কবির হোসেন ওরফে পানি কবির (৩৫), ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও আওয়ামী লীগের ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী এম কে আজিম, মহানগর উত্তর তুরাগ থানা কৃষক লীগ নেতা মো. দেলোয়ার হোসেন (৫২), বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটির বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক রায়হান আহমেদ (৪৩) এবং বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক স্বেচ্ছাসেবক লীগের রামপুরা থানার সভাপতি মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম খান লিটু (৪৫)। মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা ও দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

ইরানে ভয়াবহ বিস্ফোরণ আহত শত

জাফারি জানিয়েছেন, বিস্ফোরণ নিয়ে অনেক গুজব ছড়ানো হচ্ছে। সেগুলোতে বিশ্বাস না করে সরকারি তথ্যের জন্য সবাইকে অপেক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন এ কর্মকর্তা। তিনি বলেন, বিষাক্ত ধোঁয়ার কারণে যেখানে উদ্ধার অভিযান ব্যাহত হচ্ছে। আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসার পর প্রকৃত হতাহতের তথ্য জানা যাবে। তবে এখন পর্যন্ত কারও মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কিন্তু বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে এটি প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরেও অনুভূত হয়েছে। সরকারি বার্তাসংস্থা ফার্স নিউজ জানিয়েছে, ছোট একটি আগুন থেকে সবকিছুর সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আগুনটি দ্রুত সময়ের মধ্যে অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। যেটির প্রভাবে বিশাল বিস্ফোরণ হয়েছে। সেখানকার আবহাওয়া অত্যধিক গরম এবং দাহ্য পদার্থ থাকায় বিস্ফোরণের তীব্রতা বেশি ছিল বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, যেসব কনটেইনারে বিস্ফোরণ হয়েছে সেগুলোর ভেতর কী ছিল তা এখনো স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে সেখানে সালফার জাতীয় পদার্থের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম বিস্ফোরণের পর সেখানে আরও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তবে এ মুহূর্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে বলে জানিয়েছে সরকারি সংবাদমাধ্যম। উদ্ধারকারীরা হতাহত ও যানবাহন সরানোর কাজ করছেন। ইরানি বার্তাসংস্থা ইরনা দেশটির সরকারি সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, এটি ইরানের সবচেয়ে আধুনিক সামুদ্রিক বন্দর। যা হরমুজগান প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানী বন্দর আব্বাস থেকে ২৩ কিলোমিটার পূর্বে এবং হরমুজ প্রণালীর উত্তর দিকে অবস্থিত। যেখান দিয়ে পৃথিবীর মোট উৎপাদিত তেলের পাঁচ ভাগের এক ভাগ পরিবহণ করা হয়।

সিন্ধুতে হয় পানি, না হয় বইবে

তিনি বলেন, এই নদে হয় পানি প্রবাহিত হবে, নয়তো প্রবাহিত হবে ভারতীয়দের রক্ত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে যুদ্ধবাজ মনোভাবের উল্লেখ করে পিপিপি প্রধান আরও বলেন, পাকিস্তানের জনগণ বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কেউই সিন্ধু নদের পানি সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা সহ্য করবে না। এর আগে, গত ২২ এপ্রিল ভূস্বর্গ খ্যাত কাশ্মীরের জনপ্রিয় পর্যটন এলাকা পেহেলগামে ভয়াবহ এক সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত ২৬ পর্যটক নিহত হন। পাকিস্তান এতে পরোক্ষভাবে জড়িত আছে এমন অভিযোগ তুলে দেশটির সঙ্গে সিন্ধু নদের পানি চুক্তি স্থগিত, পাকিস্তানিদের সব ধরনের ভিসা সুবিধা বাতিল ও একইসঙ্গে প্রধান সীমান্ত ক্রসিং বন্ধের ঘোষণা দেয় নয়াদিল্লি। জবাবে পাকিস্তানও প্রায় একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা ভারতের বিমান নিজেদের আকাশসীমায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এ ছাড়া সীমান্ত ক্রসিং বন্ধের পাশাপাশি ভারতীয়দের ভিসা সুবিধাও বাতিল করেছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) ভারতের জলশক্তিমন্ত্রী সিআর পাতিল জানান, সিন্ধু নদের এক ফোঁটা পানিও যেন পাকিস্তানে না যায়, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে পাকিস্তান জানায়, ভারত যদি পানি প্রবাহ বন্ধ করার চেষ্টা করে, তবে তারা তা যুদ্ধ ঘোষণার শামিল হিসেবে বিবেচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় জবাব দেবে।

কসক্যাপ দক্ষিণ এশিয়ার সভাপতি

এক বছরের কার্যক্রমের পর্যালোচনা, ২০২৫-২০২৬ সালের বার্ষিক কর্মসূচির অনুমোদন এবং আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করা হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন বর্তমান সভাপতি ও শ্রীলঙ্কার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের মহাপরিচালক এয়ার ভাইস মার্শাল সাগারা কোটাকাদেনিয়া (অব.)। সভায় বোয়িংয়ের পক্ষ থেকে ফ্লাইট ডেটা মনিটরিং বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ উপস্থাপনা এবং আইসিএও এপিএসি অফিসের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা সংক্রান্ত পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে উপস্থাপনা দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষে বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মঞ্জুর কবীরের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল সভায় অংশ নেয়। সভায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দেশের এভিয়েশন খাতে সাম্প্রতিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন নতুন টার্মিনাল নির্মাণ, কক্সবাজার বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ, সৈয়দপুর বিমানবন্দরের আধুনিকায়ন, নতুন এটিসি টাওয়ার এবং রাডার স্থাপনের বিষয় উপস্থাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন (আইকাও) এসব উদ্যোগের প্রশংসা করে। এছাড়াও সভায় জানানো হয়, বাংলাদেশের সিভিল এভিয়েশন একাডেমি আইসিএও ট্রেনার প্লাস প্রোগ্রামের গোল্ড মেম্বারশিপ অর্জন করেছে। আইসিএও বাংলাদেশের এভিয়েশন খাতে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলোকে অনুমোদন দিয়েছে।

দেশের বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে

পরস্পর হওয়ার মতো। তিনি বলেন, আর শহরের নিতাইগঞ্জ এলাকার এক টেক্স বিডির ব্রাঞ্চ ইনচার্জ মো. হিরন মোল্লা বলেন, গার্মেন্টস ব্যবসা ভালো হলে আমাদের ব্যবসা ভালো হয়। কিছু কিছু গার্মেন্টস পণ্য এক্সপোর্ট কোয়ালিটির, যারা দেশের বাইরের কাজ করে তারা মালামাল নিয়ে থাকে। তাদের কোনোরকম বাইরে কাজ থাকে বড় কোম্পানির সঙ্গে। কিন্তু আমরা যারা মধ্যবিত্ত আছি তাদের সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। অনেক ছোট গার্মেন্ট আছে, যাদের কাজ নেই। যার কারণে আমাদের বেচাকেনা কম। নারায়ণগঞ্জ পেইন্ট দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মো. মিলন বলেন, আমাদের জিনিসগুলো বেশিরভাগ বাইরে থেকে আসে। বাইরে থেকে জিনিসপত্র আনলে ডলারের ওপর চাপ বাড়ে। সরকার চাইলে ডলারের চাপ কমিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। এতে আমরা একমত আছি। তবে এটাকে সহনীয় পর্যায়ে রাখা উচিত। কারণ হঠাৎ করে সবকিছু বাদ দেওয়া যায় না। প্রয়োজন ছিল ভ্যাট-ট্যাক্স আরেকটু কমিয়ে আনা। তিনি আরও বলেন, ভ্যাট-ট্যাক্স বাড়ার কারণে শতকরা ৪০ ভাগ বেচাকেনা কমে গেছে। পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন পণ্যের দাম বেড়ে গেছে। যার কারণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। এর একমাত্র কারণ হলো ডলার। তবে সবাই মিলে ইচ্ছা করলে আমরা এটা মোকাবিলা করতে পারবো। ডলারের অপব্যবহার ঠেকাতে হবে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল ডাইস অ্যান্ড ক্যামিকেল মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোজাম্মেল হক বলেন, অনেকগুলো কারণে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য কঠিন খারাপ যাচ্ছে। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনীতির প্রভাব আমাদের ব্যবসাতেও পড়েছে। সেইসঙ্গে বিগত সরকারের সময়ের বিভিন্ন কারণে আমাদের ব্যবসা খারাপ যাচ্ছিল। এরপর সরকার পরিবর্তনের কারণে সেই প্রভাব আরও বেশি পড়েছে। তিনি আরও বলেন, ডলার রেট বেড়ে গেছে। মাঝখানে কিছুদিন ডলার রেট কমলেও আমেরিকা শুল্ক বাড়ানোর কারণে আমাদের ব্যবসা ভালো হওয়ার সুযোগ হয়নি। আমেরিকা শুল্ক বাড়ানোর ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক গার্মেন্টস কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে স্থগিত করলেও সেটার রেষ থেকে যায়। সেইসঙ্গে এটার প্রভাব পড়েছে ডাইস ও ক্যামিকেলের রঙে।

জাতীয় ঈদগাহে ঈদুল আজহার প্রধান

মসজিদে মুসল্লিরা দুই রাকাত ঈদের ওয়াজিব নামাজ আদায় করেন। প্রধান জামাত ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। প্রধান জামাতে সাধারণত রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, কূটনীতিকসহ সব স্তরের মানুষ অংশ নিয়ে থাকেন।

পাকিস্তানের যুদ্ধ প্রস্তুতির সর্বশেষ

প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরের পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার যে কোনো নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছ তদন্তের জন্য তার দেশ উন্মুক্ত। তিনি ভারতের সমালোচনা করে বলেন, বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত বা যাচাইযোগ্য প্রমাণ ছাড়াই ভিত্তিহীন অভিযোগ এবং মিথ্যাচারের ওপর ভিত্তি করে শোষণের ধরন অব্যাহত রেখেছে ভারত। কিন্তু আমি নিশ্চিত করতে চাই, আমাদের বীর সশস্ত্র বাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সম্পূর্ণরূপে সক্ষম এবং প্রস্তুত রয়েছে।

কার্গো পণ্য পরিবহন, চার্জ কমাতে

বার্ষিক দুই লাখ টন হ্যান্ডলিং ক্ষমতা রয়েছে। অন্যদিকে, তৃতীয় টার্মিনালের কার্গো এলাকার আয়তন ৩৬ হাজার বর্গমিটার। চালু হলে এখান থেকে প্রতি বছর ৫ লাখ ৪৬ হাজার টন পণ্য হ্যান্ডলিং করা যাবে। দেশের বিমানবন্দরগুলোতে এককভাবে গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং সেবা দেয় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। এ সেবা নিশ্চিত করতে গত কয়েক বছরে প্রায় হাজার কোটি টাকার সরঞ্জাম কিনেছে সংস্থাটি। সবশেষ গত ২৫ মার্চ ৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের ৩২টি ইক্যুইপমেন্ট কমিশনিং করলো বিমান। এছাড়া এ সেবা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদে কর্মী নিয়োগ দিচ্ছে।
বিমান সূত্র জানায়, মূলত এসব সরঞ্জাম ও জনবল নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং করার জন্য। কিন্তু এখন ভারতে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করায় কিছু জনবল এবং সরঞ্জাম সিলেটে পাঠানো হয়েছে। আগামী ২৭ এপ্রিল সিলেটে গ্রাউন্ড-হ্যান্ডলিং পরিষেবার প্রস্তুতি চলছে। ওই দিন সেখান থেকে গ্যালিস্টেয়ার এভিয়েশনের এয়ারবাস এ৩৩৩-৩৩৩ মালবাহী প্লেনটির স্পেনে ৪০ টনের বেশি পোশাক পণ্য পরিবহনের কথা রয়েছে। জানতে চাইলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাফিকুর রহমান বলেন, ‘ওসমানী বিমানবন্দরে আগে থেকেই গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সেবা দিয়ে আসছে বিমান। এখন কার্গো ফ্লাইটে সেবার সব ধরনের প্রস্তুতি আছে। সেখানে কার্গোর ইউরোপিয়ান স্টেশন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। প্রথম ফ্লাইটে ৪০ টন মালামাল পাঠানো হবে। পরে সম্ভবত ১ বা ৪ মে পরবর্তী ফ্লাইট পরিচালনা করা হবে।’ স্বনির্ভর হচ্ছে দেশ : ভারত ট্রান্সশিপমেন্ট বন্ধ করায় সাময়িক সমস্যা হলেও দেশীয় সম্ভাবনাগুলো আলোর মুখ দেখবে বলে মনে করেন বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বাফা) সহ-সভাপতি খায়রুল কবির সুজন। তিনি সম্প্রতি বলেন, ‘এয়ার শিপমেন্টের ক্ষেত্রে বর্তমানে দেশের বিমানবন্দরগুলোতে যেসব সমস্যা রয়েছে, তা সমাধানে এখন আমাদের দেশের নিজস্ব লজিস্টিক সুবিধাগুলো বাড়াতে হবে। সরকার চাইলে কম সময়ের মধ্যে এসব সুবিধা বাড়ানো সম্ভব। বিশেষ করে কার্গো পরিবহনের জন্য এখন দরকার কার্গো প্লেনের ফ্লাইট চালু ও বাড়ানো। এয়ার কার্গো পরিবহন যাতে ব্যয়সাশ্রয়ী হয়, সে বিষয়ে সরকারি পর্যায়ে ব্যবস্থা নেওয়া।’ ভারত ট্রান্সশিপমেন্ট সেবা বন্ধ রাখায় শাহজালাল বিমানবন্দরে পণ্য পরিবহনে ভাড়া বেড়েছে কি না জানতে চাইলে বিএএফএফএ সভাপতি কবির আহমেদ বলেন, ‘ভারতের ওই সিদ্ধান্তের পর শাহজালাল বিমানবন্দরে কোনো প্রকার মনগড়া বা অযৌক্তিক হারে এয়ার ফ্রেইট বাড়ানো হয়নি। বরং, বাস্তবতা হলো শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে পণ্য পরিবহন ভাড়া আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে প্রতিযোগিতামূলক। ইউরোপের কার্গো হ্যান্ডলিং রেট বর্তমানে প্রতি কেজিতে ২ দশমিক ৭০ থেকে ২ দশমিক ৮০ মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশের স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হলে শাহজালাল বিমানবন্দরের হারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।’ এ বিষয়ে বেবিচক চেয়ারম্যান বলেন, ‘এয়ার কার্গো ফ্রেইট ফি বা ভাড়া আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে প্রতিযোগিতামূলক। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সও তাদের কার্গো ভাড়া কমাতে কাজ করছে। বেবিচকও পোর্ট হ্যান্ডেল চার্জ যৌক্তিকভাবে কমাচ্ছে। এতে কার্গো পরিবহনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমাদের পণ্য আমরাই পরিবহন করবো। কোনো দেশকে পরিবহন করতে হবে না।’ বেবিচক সূত্র জানায়, শাহজালালের তৃতীয় টার্মিনাল চালুর আগে ভারত ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করায় বায়ারদের কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয়েছে। কারণ, এখন শাহজালাল বিমানবন্দরে কার্গো চাপ বেড়েছে। করণীয় নির্ধারণ করতে সম্প্রতি অংশীজনদের নিয়ে বৈঠক করেছে বেবিচক চেয়ারম্যান। বৈঠকে শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের কার্গো এরিয়া দ্রুত সময়ে চালুর মত দেন অংশীজনেরা। তবে তৃতীয় টার্মিনালের সম্পূর্ণ কাজ শেষ না হওয়ায় (৯৯ শতাংশ কাজ শেষ) এখনই তা ব্যবহার করা যাচ্ছে না। পরে প্রাথমিকভাবে সিলেটের ওসমানী বিমানবন্দর ও চট্টগ্রামের শাহ আমানত বিমানবন্দর থেকে পণ্য পরিবহনে কার্গো ফ্লাইট পরিচালনার সিদ্ধান্ত হয়। মো. মঞ্জুর কবীর ভূঁইয়া বলেন, ‘ভারতে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিলকে আমরা ইতিবাচক হিসেবে নিয়েছি। এখন নিজদের সক্ষমতা বাড়ানোর দারুণ সুযোগ পেয়েছি। নিজ ব্যবস্থাপনায় আমরাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কার্গো পণ্য পরিবহন করবো। এতে দেশের টাকা দেশেই থাকবে। উদ্যোক্তা এবং বায়ারদের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে।’

কুমিল্লায় ককটেল বিস্ফোরণ ও অস্ত্র হাতে কিশোর গ্যাংয়ের মিছিল, জনমনে আতঙ্ক

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লা নগরে প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিয়েছে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা। শুক্রবার বিকালে এই অস্ত্রের মহড়ার ঘটনায় কুমিল্লা নগরজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় অস্ত্র হাতে তারা মিছিলও করে। বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত নগরীর রাণী দিঘির পাড়, তালপুকুরপাড়, আদালতপাড়া এলাকায় কিশোর গ্যাংয়ের এসব মহড়া হয়। এ সময় সাধারণ মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। এদিকে, শুক্রবার বিকালে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও শহরের আরও ২০টি উপকেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষা চলছিল। রাণীর দিঘিরপাড়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শাখায়ও ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা চলাকালে দিঘির দক্ষিণপাড়ে দুই থেকে তিনশ কিশোর হাতে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে। তাদের মধ্যে সামনে নেতৃত্ব দেয় আরও ১৫-২০ টি মোটরসাইকেল। ওই মোটরসাইকেলগুলো বিকট আওয়াজে সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মহড়ার সময় রাণীরদিঘির পাড়ে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটে। এ সময় ভিক্টোরিয়া কলেজের বাইরে রাণী দিঘিরপাড়ে অপেক্ষমাণ বিভিন্ন জেলা থেকে সন্তানদের নিয়ে আসা অভিভাবকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ময়মনসিংহ থেকে নিজের মেয়েকে ভর্তি পরীক্ষা দিতে নিয়ে আসা করুণা রাণী সাহা বলেন, যে পরিস্থিতি দেখেছি তাতে মেয়ে যদি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়, তবু এখানে ভর্তি করাব কিনা তা দ্বিতীয়বার ভাববো। নগরীর তালপুকুরপাড় এলাকার ১০ জন বাসিন্দা জানান, বিকালে এক থেকে দেড়শ কিশোর হাতে ছেনি, রামদা, চাপাতি নিয়ে আসে। পরে তারা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে গোটা তালপুকুরপাড় এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে আদালতপাড়া এলাকায় কিশোর গ্যাং তাদের আধিপাত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে মহড়া দেয়। এ সময় সড়কে চলাচলরত যানবাহনের চালকরা ভয়ে সড়কের পাশে অবস্থান নেন। আবদুল আলিম নামে এক অটোরিকশাচালক বলেন, চুইট্টা চুইট্টা পোলাপাইন কী করে। এডির আতে ছেনি চাপাতি। কয়দিন পর পর এডি রাস্তার নামে। এডির বাপ-মা ডাক দেয় না। এল্লাই এডি এরুম অইছে। পুলিশ কিতা করে? স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কুমিল্লা নগরীতে কমপক্ষে বিশটি কিশোর গ্যাং তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে দুদিন পর পর শক্তির মহড়া দেয়। এসব কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের বেশির ভাগ নিম্ন আয়ের পরিবারের সন্তান। কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মহিনুল ইসলাম বলেন, কিশোর গ্যাংয়ের মহড়ার খবর পেয়ে পুলিশ অভিযানে নামে। সন্ধ্যা পর্যন্ত অস্ত্রসহ ৩ জনকে আটক করা হয়। অভিযান চলছে। আমরা পুরো এলাকায় কঠোরভাবে নজরদারিতে রেখেছি। সারা রাত কঠোর অভিযান চলবে।

চট্টগ্রামে ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা

স্টাফ রিপোর্টার : দক্ষিণ চট্টগ্রামের লাখো মানুষ চিকিৎসাসেবা পেতে নির্ভর করেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপর। ২ হাজার ২০০ শয্যার হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে অন্তত ৩ হাজার ৩০০ জন ভর্তি হওয়া রোগীকে সেবা দেওয়া হয়, যা হাসপাতালের শয্যা সক্ষমতার চেয়ে ১ হাজার ১০০ জন বেশি। এ অবস্থায় চমেক হাসপাতালের ওপর চাপ কমাতে ৫০০ শয্যার আরেকটি হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় কর্ণফুলী উপজেলায় ৫০০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শন করেছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। শনিবার দুপুরে তিনি কর্ণফুলী উপজেলার ক্রসিং এলাকায় নতুন উপজেলা ভবনের পাশে খলিল মীর কলেজ সংলগ্ন জায়গা পরিদর্শন করেন। এ সময় হাসপাতাল নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা মূল্যায়ন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে এ বিষয়ে কথা বলেন নূরজাহান বেগম। এছাড়া আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকারের পরিকল্পনা ও অগ্রগতির বিষয়েও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা। পাশাপাশি এই স্থানে হাসপাতাল নির্মিত হলে শুধু কর্ণফুলী উপজেলা নয়, পার্শ্ববর্তী অন্তত তিনটি উপজেলার জনগণ সহ দক্ষিণ চট্টগ্রামে স্বাস্থ্যসেবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন উপদেষ্টা। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান, একান্ত সচিব ডা. মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. অং সুই প্রু মারমা, চট্টগ্রাম জেলা সিভিল সার্জন ডা. জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) রয়া ত্রিপুরা, কর্ণফুলী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোছাম্মৎ জেবুন্নেসা প্রমুখ। এর আগে গত ১৬ মার্চ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম পটিয়ার কুসুমপুরা ইউনিয়নের হরিণখাইন এলাকায় আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পাশের জায়গা পরিদর্শন করেন। এ সময় আইডিয়াল স্কুল ১ একর এবং স্থানীয় ব্যক্তি পর্যায়ে ১ একর জায়গা প্রদানের কথা জানানো হয়। তবে স্বাস্থ্য বিভাগ হাসপাতালের জন্য খুঁজছিল ১০ একর জায়গা। স্থানীয়রা জানান, দক্ষিণ চট্টগ্রামের লোহাগাড়া, সাতকানিয়া, বাঁশখালী, আনোয়ারা, চন্দনাইশ, বোয়ালখালী, পটিয়া ও কর্ণফুলীসহ কক্সবাজার এবং বান্দরবান জেলার রোগীদের জরুরি স্বাস্থ্যসেবায় ভরসা চমেক হাসপাতাল। সেখানে পৌঁছাতে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। যাতায়াত সময়সাপেক্ষ হওয়ায় মুমূর্ষু রোগীকে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই অনেক সময় মারা যায়। হাসপাতালটি নির্মাণ হলে দক্ষিণ চট্টগ্রামের লাখো মানুষ স্বাস্থ্যসেবা পাবে। সিভিল সার্জন ডা. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, সরকারি নির্দেশনা মতে হাসপাতাল নির্মাণের জন্য ১০ একর জায়গা দরকার। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা সম্ভাব্য জায়গাটি পরিদর্শন করেছেন। সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই হাসপাতালটি নির্মাণে আগ্রহী। তাই কাজ দ্রুত শুরু করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই হাসপাতাল নির্মিত হলে দক্ষিণ চট্টগ্রামের লাখো মানুষ উন্নত চিকিৎসাসেবা পাবে।

চট্টগ্রামে প্রবাসীর স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির নাজিরহাট পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে এক প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার সকাল ১০টার দিকে কোরবান আলি হাজী বাড়ি থেকে বিলকিস আক্তার (১৯) নামের ওই গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করা হয়। বিলকিস ওই এলাকার প্রবাসী মো. আব্বাসের স্ত্রী। ১ বছর পূর্বে পারিবারিকভাবে তাদের বিয়ে হয়। তিন মাস পূর্বে মারা যায় গৃহবধূর মা। এরপর থেকে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। ভূজপুর থানার ওসি মুহাম্মদ মাহাবুবুল হক বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। কারও অভিযোগ না থাকলে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

সারা দেশে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের ডাক

স্টাফ রিপোর্টার : ছয় দফা দাবিতে রোববার সারা দেশের সব পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে একযোগে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছে কারিগরি শিক্ষার্থীরা। শনিবার ফেসবুকে কারিগরি শিক্ষার্থীদের প্লাটফর্ম ‘কারিগরি ছাত্র আন্দোলন, বাংলাদেশ’ - এর ফেসবুক পেজে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়, আজ রোববার সারা বাংলাদেশের সকল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের নিজ নিজ ক্যাম্পাসে একযোগে বিক্ষোভ মিছিল পালিত হবে এবং পূর্বে প্রদানকৃত সকল নির্দেশনা অব্যাহত থাকবে। ৬ দফা দাবি আদায়ে কয়েকমাস ধরে আন্দোলন করছেন সারা দেশের ৪ লাখেরও বেশি পলিটেকনিক শিক্ষার্থী। প্রথম দিকে তারা স্মারকলিপি প্রদান ও মানববন্ধন কর্মসূচি করেছেন। পরে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করেও দাবি আদায় না হওয়ায় গত ১৬ এপ্রিল রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সাতরাস্তা মোড় অবরোধ করেন। এতে রাজধানীতে ব্যাপক যানজট শুরু হয়। একই দিনে সারা দেশে অবরোধ কর্মসূচি করেন শিক্ষার্থীরা। কুমিল্লায় শিক্ষার্থীদের অবরোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা লাঠিচার্জ করেন। এতে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের আন্দোলন আলোচনায় আসে। গত ১৭ এপ্রিল তারা সারা দেশে রেলপথ ব্লকেড কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা। পরে সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে তাদের আশ্বাস দেওয়া হলে কর্মসূচি শিথিল করে আলোচনায় বসেন শিক্ষার্থীরা। তবে সেই আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় ধারাবাহিক কর্মসূচি করে আসছেন তারা। পরদিন ১৮ এপ্রিল কাফনের কাপড় মাথায় বেঁধে বিক্ষোভ করেন তারা।

লক্ষ্মীপুরে আ. লীগ নেতা হত্যার ১১ বছর পর সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুরের চরশাহীতে আবদুল মান্নান ভুঁইয়া নামে এক আওয়ামী লীগ নেতাকে হত্যার ১১ বছর পর যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মো. শাহ জালালকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। শুক্রবার রাতে র‍্যাব-১১ এর নোয়াখালী ক্যাম্পের কোম্পানি অধিনায়ক (ভারপ্রাপ্ত) মিঠুন কুমার কুণ্ডু বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে এদিন সন্ধ্যায় সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের রামপুর গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। গ্রেপ্তার জালাল সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের রামপুর গ্রামের আব্দুল হক বেপারীর ছেলে। র‍্যাব ও মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের ২১ মে রাতে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা মান্নানকে গলা কেটে করে হত্যা করা হয়। রাতেই বাড়ির পাশে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘটনার ৪ দিন পর নিহতের স্ত্রী আঞ্জুম আরা বেগম বাদী হয়ে অজ্ঞাত আসামিদের বিরুদ্ধে সদর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। ২০১৫ সালের ২ জুন জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ তদন্ত করে ৮ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। ২০২০ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. শাহেনূর মামলার রায়ে ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড ও ৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন। এছাড়া প্রত্যেকের ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। তবে রায়ের দিন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি কফিল উদ্দিন ছাড়া বাকিরা পলাতক ছিলেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অন্য আসামিরা হলেন আবদুর রহমান ও মো. জয়নাল। যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন মো. জুলফিকার, খোরশেদ আলম, ইয়াসিন আরাফাত রাফি ও মো. মুক্তার। র‍্যাব-১১ এর নোয়াখালী ক্যাম্পের কোম্পানি অধিনায়ক (ভারপ্রাপ্ত) মিঠুন কুমার কুণ্ডু জানান, মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে র‍্যাব গোয়েন্দা কার্যক্রম চালায়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রামপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে জালালকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চন্দ্রগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

স্বর্ণের চেন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা: ৬ নারী আটক

স্টাফ রিপোর্টার : যশোরের বেনাপোল পোর্ট থানা এলাকায় প্রতারণা করে এক নারীর কাছ থেকে স্বর্ণের চেন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে ছিনতাইকারী চক্রের ছয় সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার সন্ধ্যায় বেনাপোলের দিঘিরপাড় এলাকা থেকে স্থানীয় জনতা ওই ছয় নারী ছিনতাইকারীকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করে। আটক নারীরা হলেন- শিপনের স্ত্রী সাহানা আক্তার, ফিরোজের মেয়ে ইভা আক্তার, ইয়াসিনের স্ত্রী সুলতানা খাতুন, পলাশের স্ত্রী মোর্শেদা খাতুন, মালিকের স্ত্রী রাবেয়া খাতুন ও জুয়েলের স্ত্রী নার্গিস বেগম। তারা প্রত্যেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার ধরমন্ডল গ্রামের বাসিন্দা। বেনাপোল পোর্টথানা পুলিশের এসআই পবিত্র বিশ্বাস জানান, বেনাপোল পৌরসভার দিঘিরপাড় গ্রামের এক গৃহবধূ বেনাপোল বাজার থেকে সন্ধ্যায় ইজিবাইকে করে বাড়ি যাচ্ছিলেন। এ সময় পথিমধ্যে বোরকা পরা ওই ছয় নারী ইজিবাইকে উঠে তাকে জিম্মি করে ফেলে। একপর্যায়ে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে গলা থেকে স্বর্ণের চেন ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে ভুক্তভোগী ওই নারী চিৎকার দেন। এ সময় পথচারীরা এগিয়ে এসে ছিনতাইকারী ছয় নারী সদস্যকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করে। তারা পেশাদার প্রতারক ও ছিনতাইকারী।

ভারত-পাকিস্তান পরিস্থিতি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে: জাতিসংঘ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জাতিসংঘ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পরিস্থিতির ওপর ‘খুব গভীর মনোযোগ’ দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন সংস্থাটির মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক। শনিবার (২৬ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে তুরস্কের বার্তা সংস্থা আনাদোলু। প্রতিবেদনে বলা হয়, জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) সাংবাদিকদের বলেন, “স্পষ্টতই, আমরা অত্যন্ত গভীর উদ্বেগের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি।”তিনি ভারতনিয়ন্ত্রিত জম্মু ও কাশ্মিরে গত মঙ্গলবার বন্দুক হামলায় ২৬ জন নিহতের ঘটনায় নিন্দা পুনর্ব্যক্ত করেন। ডুজারিক বলেন, “পরিস্থিতির আরো অবনতি যাতে না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা আবারও ভারত এবং পাকিস্তান সরকার উভয়কেই সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানাচ্ছি।”গত মঙ্গলবার পহেলগামে অজ্ঞাত বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জন নিহত ঘটনায় দুই পারমাণবিক প্রতিবেশীর মধ্যে উত্তেজনা বেড়েছে। ভারত এই হামলাকে ‘সীমান্তের বাইরে’ সংযোগসহ একটি ‘সন্ত্রাসী হামলা’ হিসেবে অভিহিত করেছে। এতে সমর্থনের জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করেছে। কাশ্মিরের হামলার ঘটনার সঙ্গে কোনো সম্পৃক্ততা নেই জানিয়ে মঙ্গলবারই নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে পাকিস্তান।

সম্পাদকীয়

সড়ক অবরোধ
জনদুর্ভোগ সৃষ্টি বন্ধ করুন

কিছুতে কিছু হলেই সড়ক অবরোধ করা যেন একটা প্রথা হয়ে গেছে। বিশেষ করে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ন্যায্য-অন্যায্য সব ধরনের দাবিতে পথে নামার একটি অসুস্থ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যখন-তখন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ইস্যু ও দাবিতে সড়ক, মহাসড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন ছাত্র, শ্রমিক, চাকরিজীবী ও সাধারণ জনতা। এর ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় সাধারণ মানুষকে। বিশেষ করে যানজটের নগরী ঢাকায় কোনো একটি রাস্তা বন্ধ হলেই এর প্রভাব পড়ে আশপাশের অন্যসব সড়কে। ফলে সড়কে দীর্ঘস্থায়ী যানজট সৃষ্টি হয়; কোথাও কোথাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে যানবাহন। ফলে যাত্রীদের, বিশেষ করে বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। সবচেয়ে দুর্ভোগে পড়তে হয় যেসব রোগীকে জরুরি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়, তাদের। অন্যদিকে, রেলপথ অবরোধের কারণে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। এমনিতেই আমাদের দেশে ট্রেন চলাচলে শিডিউল রক্ষা করা কঠিন, তার উপরে রেলপথ অবরোধের কারণে সম্পূর্ণ রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাই ঝুঁকির মুখে পড়ে। আমরা মনে করি, দাবি আদায়ের জন্য অথবা প্রতিবাদ হিসাবে এমন কোনো কর্মসূচি দেওয়া উচিত নয়, যা সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কারণ হয়। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন পেশাজীবী ও গোষ্ঠীকে তাদের নানা দাবি-দাওয়া নিয়ে সড়ক অবরোধের মতো কর্মসূচি পালন করতে দেখা গেছে। সেসব ক্ষেত্রেও যানজট সৃষ্টি হয়ে তা জনদুর্ভোগের কারণ হয়েছে। তাই সব পেশাজীবী ও গোষ্ঠীরই উচিত জনদুর্ভোগ সৃষ্টিকারী যে কোনো কর্মসূচি পরিহার করা। বস্তুত কথায় কথায় সড়ক অবরোধের প্রবণতা থেকে সবারই সরে আসা উচিত। প্রত্যেকেরই বোঝা উচিত, এ প্রবণতা চলতে থাকলে আজ যারা অবরোধ করছেন, তারাও অথবা তাদের অসুস্থ বা বৃদ্ধ স্বজনরাও কখনো এমন দুর্ভোগের শিকার হতে পারেন। একইসঙ্গে আমরা একথাও বলব, কোনো দাবি-দাওয়া উত্থাপন করলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত দ্রুত তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা। অবরোধকারীদের যেমন জনদুর্ভোগ সৃষ্টির প্রবণতা পরিহার করা উচিত তেমনি সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ন্যায্য দাবি পূরণের ক্ষেত্রে সচেতনতা ও আন্তরিকতা থাকা উচিত। আমরা চাই না, প্রতিদিন যেখানে-সেখানে সড়ক অবরোধের মতো ঘটনা ঘটুক এবং জনসাধারণ ভোগান্তির শিকার হোক।

রাতের ঢাকা: নগরের অন্ধকার কোণায় অপরাধের উত্থান

ঢাকা একদিকে যেন আধুনিকতার প্রতীক–আকাশচুম্বী দালান, চলমান মেট্রোরেল, প্রযুক্তির অগ্রগতি; অন্যদিকে, গভীর রাতে এ শহর যেন এক আতঙ্কের নাম। নাগরিক জীবনের যে ঘুম গভীর হওয়ার কথা, সে ঘুম এখন ভাঙছে ভয়াবহ চুরি, ছিনতাই, আর ডাকাতির শব্দে। এক সময়ের 'জেগে থাকা শহর' এখন ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অপরাধীর হাতে তুলে দিচ্ছে নিয়ন্ত্রণের চাবি। সম্প্রতি রাজধানীর মুগদা, সাভার, বাসাবো, মিরপুর কিংবা পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ঘটে যাওয়া চুরি-ছিনতাই-ডাকাতির ঘটনাগুলো যেন দিনের পর দিন এ বাস্তবতাকেই তুলে ধরছে। এমনকি চলন্ত বাসেও অস্ত্রের মুখে যাত্রীদের নগদ টাকা, মোবাইল ও স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ১১ এপ্রিল সাভারে মাত্র ১৫ মিনিটের ব্যবধানে দুটি চলন্ত বাসে ডাকাতির ঘটনা তারই উদাহরণ। রাস্তায় হেঁটে চলা মানুষ থেকে শুরু করে নিজের বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকা পরিবার–কেউই এখন আর নিরাপদ নয়। নগরবাসীর আশঙ্কা সত্যিই যুক্তিযুক্ত। রাতে ১১টার পর থেকেই অনেক পুলিশ বক্স ফাঁকা পড়ে থাকে, টহলের তৎপরতা কমে যায়, এমনকি চেকপোস্টগুলোতেও দায়িত্বে গাফিলতির অভিযোগ উঠছে। আর এই শূন্যতা ও শৈথিল্যের সুযোগ নিচ্ছে সশস্ত্র অপরাধীরা। তারা কখনো প্রাইভেটকার, কখনো মাইক্রোবাস, আবার কখনো মোটরসাইকেলে এসে হানা দিচ্ছে বাসাবাড়ি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বা বাসে। অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মানুষকে সর্বস্বান্ত করছে। প্রতিবাদ করলেই নেমে আসছে মারধর, এমনকি প্রাণহানিও। অপরাধ বিশেষজ্ঞদের মতে, এসব অপরাধে জড়িতদের বড় একটি অংশ মাদকাসক্ত। নেশার টাকা জোগাড় করতে না পেরে তারা অপরাধের পথ বেছে নিচ্ছে। আর মাদক পাচার ও সরবরাহ বন্ধে ব্যর্থতা, অপরাধীদের দ্রুত আইনের আওতায় না আনা, সমাজে ভয়ের সংস্কৃতির অনুপস্থিতি এসব সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে। তাছাড়া একে অন্যের বিপদে এগিয়ে না আসার মানসিকতা অপরাধীদের সাহস বাড়িয়ে তুলছে। র‍্যাব ও পুলিশের পক্ষ থেকে টহল ও গোয়েন্দা নজরদারির কথা বলা হলেও বাস্তবতা ভিন্ন। নাগরিকদের ভাষ্য, চুরি-ডাকাতির পর থানায় গিয়ে মামলা করতে গেলেও নানা ধরনের হয়রানি ও অস্বস্তির মুখে পড়তে হয়। অনেকে আবার ভয়ে বা হতোদ্যম হয়ে মামলাই করেন না। ফলে অপরাধীরা রয়ে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। ঢাকা এখন এমন এক অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, যেখানে রাত মানেই আতঙ্ক, ঘর মানেই আর নিশ্চিন্ত আশ্রয় নয়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে এখন শুধুই তাৎক্ষণিক তৎপরতায় নয়, বরং একটি দীর্ঘমেয়াদি, পরিকল্পিত, প্রযুক্তিনির্ভর এবং সমন্বিত অভিযানে যেতে হবে। প্রতিটি অপরাধের বিচার নিশ্চিত করতে হবে, প্রতিটি নাগরিককে নিরাপত্তার আস্থা ফিরিয়ে দিতে হবে। রাজধানী ঢাকাকে যদি আমরা সত্যিকার অর্থে বসবাসযোগ্য করতে চাই, তবে রাতের অন্ধকারে যেসব দুঃসাহসী অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে এখনই কঠোর অবস্থান নিতে হবে। নইলে একসময় এ নগরীতে দিন-রাতের পার্থক্য বলে কিছুই থাকবে না–চারপাশে থাকবে শুধু ভয়, সন্দেহ, আর হাহাকার।

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা বাড়ছে সতর্কতা বাড়াতে হবে

রাজধানীসহ সারাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিনিয়ত প্রাণ হারাচ্ছেন মানুষ। অনিরাপদ সড়ক ব্যবস্থায় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে মৃত্যুঝুঁকি। দৈনিক পত্রিকাগুলোতেও তাই প্রতিদিন বিষয়বস্তু হিসেবে রূপ নিয়েছে সড়ক দুর্ঘটনা। বর্তমান বাংলাদেশে দৈনিক মৃত্যুর হার গণনা করলে যা দাঁড়ায়, তার একটি বড় অংশজুড়ে আছে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু। এর প্রধান কারণ অনিরাপদ সড়ক ব্যবস্থাসহ সড়কপথে ট্রাফিক আইন তোয়াক্কা না করেই বেপরোয়াভাবে দূরপাল্লার যান চালানো হয়। ট্রাফিক আইন না মানলে চালকদের জন্য কঠিন রকম বিচারব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ব্যাপকহারে ঘটছে। বর্তমানে উদ্বেগজনক হারে মোটর সাইকেল দুর্ঘটনার বেড়ে চলছে। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিদিন তরুণেরা মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছে। স্বভাবতই তরুণরা কৌতূহলবশত হয়। আবেগে বশবর্তী হয়ে তরুণেরা নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শন করতে গিয়ে অকালে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছে। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ঘটার পিছনে কতগুলো কারণ রয়েছে। তা হলো- অদক্ষ চালক, বেপরোয়া গতি, ওভারটেকিং চেষ্টা, বারবার লেন পরিবর্তন করা, ট্রাফিক আইন না মানা, চলন্ত অবস্থায় মুঠোফোনে কথা বলা, হেমলেট ব্যবহার না করা কিংবা নিম্নমানের হেমলেট ব্যবহার করা প্রভৃতি। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা রোধে ব্যক্তি সচেতনতাই মুখ্য। মনে রাখতে হবে, মোটরসাইকেল বেপরোয়া গতিতে চালানোর ফলে চালক নিজেকেই ঝুঁকিতে ফেলছেন তা নয়, বরং পথযাত্রীদেরও ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। প্রতিদিন লাখ লাখ কর্মজীবী মানুষকে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হয়। লোকাল বাস, সিএনজি অটোরিকশা, টেক্সিক্যাবসহ গণপরিবহনের প্রতিটি সেক্টরেই বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারিতা ও নানা ধরনের ভোগান্তির সম্মুখীন হচ্ছে নগরবাসী। তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের হাত ধরে সারা বিশ্বেই যোগাযোগব্যবস্থায় অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে চলেছে। অ্যাপভিত্তিক ব্যবসায় বাণিজ্য এবং রাইড শেয়ারিং তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তৃতির সেই ধারাবাহিকতারই অংশ। রাজধানীসহ দেশের কয়েকটি বিভাগীয় শহরে ইতোমধ্যে অ্যাপভিত্তিক রাইড শেয়ারিং পাঠাও এবং উবার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু গণপরিবহনের বেপরোয়া চালকদের মতো এসব অ্যাপভিত্তিক নেটওয়ার্কেও কিছু বেপরোয়া, অদক্ষ ও অপরাধপ্রবণ বাইকার ও গাড়িচালক ঢুকে পড়েছে। এদের কারণে পাঠাও এবং উবারের মতো গণপরিবহন নেটওয়ার্কিং এখন চরম ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। বেপরোয়া ও অদক্ষ বাইক চালনার শিকার হয়ে প্রায় প্রতিদিনই ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পাঠাও চালক ও আরোহীদের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা ও দুর্ঘটনা ঘটে। চালকদের অনেকের প্রশিক্ষণ নেই। তা ছাড়া অনেকে আবার রাজধানীর সড়ক সম্পর্কে যথেষ্ট পরিচিতও নয়। ফলে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। জীবনের নিরাপত্তা সবার আগে। জীবন থাকলে মোটরসাইকেল ছাড়াও অনেক জায়গায় নিজের বীরত্ব প্রদর্শনের সুযোগ রয়েছে। তাই মোটরসাইকেল চালানোর সময় সতর্ক থাকতে হবে। পাশাপাশি প্রশাসনকেও মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা রোধে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ট্রাফিক আইন যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। একই সাথে প্রতিটি মোটরসাইকেল যেন নিবন্ধিত হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

গাজা : ক্রমবর্ধমান মানবিক ও রাজনৈতিক সংকট

গাজী তারেক আজিজ

গাজা উপত্যকা, ফিলিস্তিনের একটি ক্ষুদ্র ভূখ-, দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েলি দখলদারিত্ব, অবরোধ এবং সংঘাতের শিকার। ইসরায়েল ও মিসরের কঠোর অবরোধের ফলে গাজার অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ জনজীবন চরমভাবে বিপর্যস্ত। গত এক দশকে এই অঞ্চল বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম আলোচিত কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ইসরায়েলি হামলার নৃশংসতায় গাজা আজ মানবিক বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে। ইসরায়েল-হামাস সংঘাত আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার এবং শক্তির রাজনীতির প্রশ্নকে নতুন করে সামনে এনেছে। গাজার বর্তমান পরিস্থিতি শুধু একটি ভূখ-ের সংকট নয়, বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিচ্ছবিও।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, নাকি নতুন অধ্যায়? গাজার সংকটের শিকড় দীর্ঘ। ২০০৭ সালে হামাসের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই ভূখ- কার্যত একটি বিশাল খোলা কারাগারে রূপান্তরিত হয়েছে। ইসরায়েল ও মিশরের অবরোধ, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং দারিদ্র্যের মধ্যে আটকে থাকা প্রায় ২৩ লাখ মানুষ প্রতিদিন বেঁচে থাকার সংগ্রাম করছে। এই পরিস্থিতি বিশ্ববিবেককে স্তব্ধ করে দেয়। তবে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া সংঘাত পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে ভয়াবহ। হামাসের হামলায় ইসরায়েলে বেসামরিক নাগরিক নিহত হওয়ার পর ইসরায়েল গাজায় পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। কয়েক মাসের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, লাখ লাখ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং অবকাঠামোর বিশাল অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। একবিংশ শতাব্দীতে এমন নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ কল্পনা করাও কঠিন। সাম্প্রতিক সংঘাত ও মানবিক বিপর্যয় ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের আকস্মিক হামলার পর ইসরায়েল গাজায় ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৫০০০-এর বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন, যাদের অধিকাংশ নারী ও শিশু। এছাড়া, ১০৬৯৬২ জন আহত এবং হাজার হাজার মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে জানা গেছে, ইসরায়েলি হামলায় ১৫ জন ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্যকর্মী নিহত হয়েছেন, যাদের একজন হামলার ভিডিও ধারণ করছিলেন। এই ঘটনা আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। ইসরায়েল এ বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেও, সমালোচনা থামেনি। আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও দ্বৈত মানদ- গাজার বিপর্যয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ায় দ্বৈত মানদ- স্পষ্ট। পশ্চিমা দেশগুলো প্রথমে ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের পক্ষে দাঁড়ালেও, গাজায় বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সমালোচনা বেড়েছে। জাতিসংঘ বারবার যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে, কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকায় কৌশলগত দ্বিধা প্রকাশ পেয়েছে–একদিকে ইসরায়েলের নিরাপত্তা, অন্যদিকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরোধিতা। এই দ্বৈত নীতি বিশ্ব দক্ষিণের দেশগুলো, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে, গভীর ক্ষোভ জন্ম দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে–ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্ব যেভাবে ঐক্যবদ্ধ, গাজার ক্ষেত্রে সেই নৈতিক দৃঢ়তা কোথায়? আরব বিশ্বের মৌনতা ও বাস্তবতা আরব বিশ্বের প্রতিক্রিয়াও প্রশ্নের মুখে। জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ থাকলেও, অনেক সরকার কৌশলগত নীরবতা পালন করেছে। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশগুলো ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে এগিয়ে গেলেও, গাজার সংঘাত তা পুরোপুরি বন্ধ করেনি। মিসরের ভূমিকাও সমালোচিত–রাফা সীমান্ত সাময়িকভাবে খুললেও, বেশিরভাগ সময় বন্ধ রেখে মানবিক সাহায্য ও আহতদের চিকিৎসায় বাধা সৃষ্টি করেছে। এটি প্রমাণ করে, গাজার সংকট শুধু ইসরায়েল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্ব নয়, আরব বিশ্বের রাজনৈতিক বাস্তবতারও প্রতিফলন। ঘামাস : প্রতিরোধ না সন্ত্রাস? হামাসের ভূমিকা বিতর্কের কেন্দ্রে। তারা নিজেদের প্রতিরোধ আন্দোলন হিসেবে দাবি করলেও, বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে হামলার কারণে আন্তর্জাতিক মহলে তাদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এতে ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকারের দাবি ম্লান হয়ে পড়ে। হামাসের অস্তিত্ব ইসরায়েলকে আগ্রাসনের জন্য একটি 'নিরাপত্তা হুমকি'র অজুহাত দেয়, যা মার্কিন ও মিত্র শক্তির সমর্থনে বৈধতা পায়। তবে হামাসের উত্থানের মূলে রয়েছে ইসরায়েলি দখলদারিত্ব, রাজনৈতিক দমন ও ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে বঞ্চনা–এগুলো উপেক্ষা করে শুধু তাদের প্রতিক্রিয়াকে দোষারোপ করা কি যথাযথ? মিডিয়া ও তথ্যযুদ্ধ গাজার সংঘাত তথ্যযুদ্ধের নতুন মাত্রা যোগ করেছে। পশ্চিমা মূলধারার মিডিয়ায় প্রায়ই পক্ষপাত দেখা যায়, যেখানে ইসরায়েলের ক্ষয়ক্ষতি বেশি গুরুত্ব পায়, আর গাজার গণহত্যা গৌণ হয়ে পড়ে। তবে সামাজিক মাধ্যমে ফিলিস্তিনপন্থি আন্দোলন, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে, জোয়ার সৃষ্টি করেছে। ছবি, ভিডিও ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ারের মাধ্যমে বাস্তব চিত্র ফুটে উঠছে। ইসরায়েল ইন্টারনেট ও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করলেও, তথ্যপ্রবাহ পুরোপুরি বন্ধ করতে পারেনি। অবকাঠামো ধ্বংস ও বাস্তুচ্যুতি ইসরায়েলের অবিরাম বোমাবর্ষণে গাজার অবকাঠামো প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও বাসস্থান ধ্বংসের ফলে প্রায় ৯০% জনগণ বাস্তুচ্যুত। তারা অস্থায়ী শিবিরে অমানবিক পরিস্থিতিতে বসবাস করছে, যেখানে মৌলিক সেবা ও নিরাপত্তার অভাব চরম। সামনে কী? গাজার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে মানবিক বিপর্যয় আরও গভীর হবে। যুদ্ধ থামলেও, পুনর্গঠন, পুনর্বাসন ও রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া এটি শুধু অস্থায়ী বিরতি হবে। দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান আজ প্রায় অবাস্তব মনে হয়, পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণ, জেরুজালেমের অবস্থান এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে এই পথ বন্ধ। আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও জাতিসংঘের ভূমিকা জাতিসংঘ বারবার যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালেও তা ব্যর্থ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো ইসরায়েলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, যা অনেকের কাছে একপেশে মনে হয়। অস্ট্রেলিয়াসহ কিছু দেশ স্বাস্থ্যকর্মী হত্যার ঘটনায় স্বাধীন তদন্তের দাবি জানিয়েছে। পরিশেষে, দীর্ঘমেয়াদি সমাধান তখনই সম্ভব, যখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্বৈত নীতি ত্যাগ করে ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকার স্বীকৃতি দেবে এবং ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক আইন মানতে বাধ্য করবে। নইলে, গাজার ধ্বংসস্তূপে শুধু মানুষ নয়, মানবতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্ববিবেকও চাপা পড়বে। সময়মতো উত্তরণের পথ না খুঁজলে, এই সহিংসতা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে পারে।

মৌলিক চাহিদার অন্যতম আবাসন খাতে স্থবিরতা চরমে

মো. ইকবাল হোসাইন চৌধুরী জুয়েল

নতুন সংকটে দেশের আবাসন খাত। মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম এই খাতে এখন স্থবিরতা চরমে। প্লট, ফ্ল্যাট ও বাড়ি বিক্রিতে মন্দা। হচ্ছে না নতুন বিনিয়োগ। অনেক কোম্পানি পরিচালন খরচ মেটাতে লাভ না করেই প্লট ও ফ্ল্যাট ছেড়ে দিচ্ছে। অনেক আবাসন প্রতিষ্ঠান ঠিকমতো বেতন দিতে পারছে না কর্মীদের। নানামুখী প্রতিবন্ধকতা গ্রাস করছে শিল্পটিকে। অথচ ২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপিতে এই খাতের অবদান প্রায় ৮ শতাংশ। ২০২৪ সালে এই খাতের বাজার ছিল পৌনে তিন ট্রিলিয়ন ডলারের। কমবেশি ৩৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে দেশের আবাসন খাতে। কিন্তু জনগণের মৌলিক চাহিদা স্বপ্নপূরণের এই ব্যাপক সম্ভাবনাময় খাত আজ ধুঁকছে। কয়েক বছর ধরেই জমির অভাব, নগর পরিকল্পনার অভাব এবং দক্ষ শ্রমিকের অভাবের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আসছিল আবাসন খাত। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের প্রভাব, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ঋণের বাড়তি সুদ এবং নির্মাণসামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির মতো ঘটনা। এসব কারণে রাজধানীতে ছোট ও মাঝারি ফ্ল্যাট বুকিং ও বিক্রি এক বছরের ব্যবধানে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ কমেছে। বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের বিক্রি প্রায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। ফ্ল্যাট বুকিং ও বিক্রি কমে যাওয়ায় ছোট ও মাঝারি আবাসন খাতের উদ্যোক্তারা আর্থিক সংকটে পড়েছেন। পাশাপাশি প্লট বা জমি বিক্রির পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। মূলত রড ও সিমেন্টের মতো কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি এবং নতুন বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা ড্যাপের কারণে ফ্ল্যাটের নির্মাণ ব্যয় বেড়েছে প্রায় ২৫ শতাংশ। এতে আবাসন খাতে নতুন প্রকল্পের সংখ্যা কমে গেছে। একই সঙ্গে ব্যক্তি উদ্যোগে বাড়ি নির্মাণের কাজেও স্থবিরতা চলছে। মিলছে না চাহিদামতো ব্যাংকঋণ। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতায় পাঁচ মাস ধরে ফ্ল্যাটের বিক্রি কম থাকায় অনেক ছোট প্রতিষ্ঠান কর্মীদের বেতন ও অফিসের ভাড়া দিতে হিমশিম খাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে নির্মাণ ব্যয়ে মুনাফা ছাড়া ফ্ল্যাট বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে কেউ কেউ। দেশের ব্যবসায়ী, আমলা ও রাজনীতিবিদদের একটি অংশ সব সময় আবাসনে বিনিয়োগ করে থাকে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অনেক ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ আত্মগোপনে। অন্যদিকে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর আবাসনে অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ বন্ধ। ফলে এ খাতে বিনিয়োগও কমে গেছে। মানুষও আগের মতো কিনছে না। আগে যারা বড় আকারের ফ্ল্যাট কিনত, তারা এখন নেই। উল্টো তারাই এখন নিজেদের সম্পদ বিক্রিতে নেমেছে। এমনিতেই নতুন ড্যাপের কারণে ২০২৩ সাল থেকেই আমাদের আবাসন খাতে মন্দা, যার কারণে রাজউকে নতুন প্ল্যান পাস করানো বন্ধ রাখেন উদ্যোক্তারা। ফলে এ সময়ে যে পরিমাণ প্রকল্প হওয়ার কথা ছিল, সেই রকম হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার ড্যাপ সংশোধন করার বিষয়টি মেনে নিয়েছে। আমরা আশা করছি, দ্রুতই এটি পরিবর্তন হবে, এতে এই খাত আবার ঘুরে দাঁড়াবে। নতুন সরকার গঠন করার পর আবাসন খাতের পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে। যারা আগে বুকিং দিয়েছিল তারাও নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করছে না। অন্যদিকে নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু না হওয়ায় দেশে নতুন ফ্ল্যাটের কিছুটা সংকট রয়েছে। যদিও এখন ফ্ল্যাটের চাহিদা না থাকার কারণে সেটি বোঝা যাচ্ছে না, তবে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে তখন এই সংকট সামনে আসবে। ফ্ল্যাট বিক্রি ও বুকিংয়ের পাশাপাশি প্লট বা জমি বিক্রির পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। আবাসন বিনিয়োগের বড় একটি খাত। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ না থাকায় মানুষের প্লট কেনায় মনোযোগ কম। আমরা ব্যবসা নিয়ে সন্তোষজনক অবস্থায় নেই। দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করছেড় এমন কোম্পানিগুলোর ছোট ও মাঝারি ফ্ল্যাট বিক্রি ২০ শতাংশ কমেছে। আর ১০ কোটি টাকার বেশি দামের ফ্ল্যাট বিক্রি কমেছে ৫০ শতাংশ। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে ফ্ল্যাট বিক্রি ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ কমে গেছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ঢাকায় ফ্ল্যাট বুকিং ও বিক্রি কমে গেছে। আগে যেখানে প্রতি মাসে পাঁচ থেকে আটটি ফ্ল্যাট বিক্রি হতো, এখন তা কমে দুটিতে দাঁড়িয়েছে। যাদের খুবই প্রয়োজন, তারাই শুধু কিনছে। আর যাদের নিজেদের ফ্ল্যাট আছে, তারা নতুন করে কিনছে না। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকলে আবাসন খাতের ব্যবসা ভালো হয়। দেশে গত আগস্টের পটপরিবর্তনের পর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সামগ্রিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে একধরনের স্থবিরতা চলছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে আবাসন খাতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। উচ্চমূল্যের কারণে মধ্যবিত্তের জন্য ঢাকায় অ্যাপার্টমেন্ট কেনা আসলেই কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশ্বের অনেক দেশেই ২৫ থেকে ৩০ বছরের জন্য গৃহঋণ দেওয়ার জন্য মর্টগেজ করপোরেশন রয়েছে। সেসব দেশের ফ্ল্যাটের ক্রেতারা ৩০ শতাংশ অর্থ পরিশোধ করে মর্টগেজ করপোরেশনে আবেদন করে। তখন ওই সংস্থা তাদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়। আমাদের দেশেও এমন ব্যবস্থায় যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, অ্যাপার্টমেন্টে লোন বা গৃহঋণ দেওয়া সব সময়ই ঝুঁকিমুক্ত। মধ্যবিত্তরা আমাদের দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে যদি অ্যাপার্টমেন্ট কেনার জন্য স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়া যায়, তাহলে আবাসন খাতের পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। গৃহঋণের জন্য আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আবারও ১০ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল চাই। একসময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এমন একটি তহবিল ছিল। কয়েক বছর সফলভাবে চলার পর সেটি বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন (বিএইচবিএফসি) এখনো গৃহঋণ দিচ্ছে। তাদের সক্ষমতা বাড়িয়েও গৃহঋণের সমস্যাটি সমাধান করা যায় বলে মনে করি। সে ক্ষেত্রে আবাসন খাতের জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা দরকার। আগামী ৩০ বছরে যেন হাত দিতে না হয়, সেভাবে সুপরিকল্পিতভাবে ড্যাপ ও অন্যান্য পরিকল্পনা করা দরকার। ঢাকাকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। ঢাকায় সব করতে চাইলে চাপ বাড়বে। পূর্বাচলের মতো ঢাকার বাইরে আরো বেশ কিছু আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। এসব করলেই কেবল স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য আবাসন সমস্যা ধীরে ধীরে কমে আসবে। বাংলাদেশের অর্থনীতিও আজ বিপর্যস্ত অবস্থায়। এখানে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম নির্মাণ ও আবাসন শিল্প খাত। একই সঙ্গে স্থবিরতা নেমে এসেছে এই খাতের সঙ্গে সাড়ে চার শর বেশি সংযোগ শিল্পের। এসব উপখাতের মধ্যে আছে সিমেন্ট, রড, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি, টাইলস, রং, পাইপ ফিটিংস, স্যানিটারি ইত্যাদি। থমকে গেছে এসব খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা। হুমকির মুখে পড়েছে দেড় লাখ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ। দ্রুত এই খাত উদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। দেশে প্রতিবছর প্রায় ২০ হাজার ফ্ল্যাট বেচাকেনা হতো। লেনদেনের পরিমাণ ছিল ২৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। এখন বেচাকেনা নেই বললেই চলে। ফলে নির্মাণশিল্পের সঙ্গে জড়িত ৩৫ লাখ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে। আবাসন ও নির্মাণ খাতে অচলাবস্থা থাকায় চাহিদা কমে গেছে রড, সিমেন্ট, সিরামিকসহ অন্যান্য পণ্যের। ফলে সেসব খাতেও বাড়ছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ। শুধু স্টিল খাতেই গত তিন মাসে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া সিমেন্ট খাতে গত মার্চ ও এপ্রিল মাসে খুচরা বাজারমূল্য অনুযায়ী বিপুল অঙ্কের ক্ষতি হয়েছে। আবাসন ও নির্মাণ খাতের কাজ বন্ধ থাকার পাশাপাশি সরকারের মেগাপ্রকল্পগুলোর কাজও প্রায় বন্ধ। থমকে আছে অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের কাজও। ফলে ৯০ শতাংশ সিমেন্ট কারখানারই উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ এই সিমেন্টশিল্প দেশের নিজস্ব চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি একটি রপ্তানিমুখী খাত হয়ে উঠেছিল। ডেভেলপাররা ব্যাংক থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা ঋণ নিয়ে নির্মাণকাজ অর্ধেক করে বসে আছে। এতে ঋণের সুদ বাবদ বিপুল ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের। জানা যায়, সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের নিবন্ধন ব্যয় অনেক বেশি। রয়েছে ভ্যাট-ট্যাক্সেও অতিরিক্ত চাপ। বর্তমান পরিস্থিতিতে এ খাতের সাবলীলতা ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরি। এ জন্য নিবন্ধন ফি, ভ্যাট-ট্যাক্স উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে হবে। সেই সঙ্গে নতুন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করতে হবে। আগামী অর্থবছর থেকে বিনা শর্তে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফ্ল্যাট, প্লট বা জমি কিনতে অপ্রদর্শিত অর্থ বা কালো টাকা বিনিয়োগ করার সুযোগ রাখতে হবে। এই উদ্যোগটি আবাসন খাতের জন্য মঙ্গল বয়ে আনতে পারে। পাশাপাশি এ খাতের ব্যবসায়ীদের উত্থাপিত দাবিগুলো সুবিবেচনায় নিতে হবে। সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হলে আবাসন খাতের ব্যবসার উন্নতি হবে। টাকার প্রবাহ বাড়লে ফ্ল্যাটের বিক্রিও বাড়বে বলে আশা করছি।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

এদিকে সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন (বিএইচবিএফসি) এখনো গৃহঋণ দিচ্ছে। তাদের সক্ষমতা বাড়িয়েও গৃহঋণের সমস্যাটি সমাধান করা যায় বলে মনে করি। সে ক্ষেত্রে আবাসন খাতের জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা দরকার। আগামী ৩০ বছরে যেন হাত দিতে না হয়, সেভাবে সুপরিকল্পিতভাবে ড্যাপ ও অন্যান্য পরিকল্পনা করা দরকার। ঢাকাকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। ঢাকায় সব করতে চাইলে চাপ বাড়বে। পূর্বাচলের মতো ঢাকার বাইরে আরো বেশ কিছু আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। এসব করলেই কেবল স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য আবাসন সমস্যা ধীরে ধীরে কমে আসবে। বাংলাদেশের অর্থনীতিও আজ বিপর্যস্ত অবস্থায়। এখানে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম নির্মাণ ও আবাসন শিল্প খাত। একই সঙ্গে স্থবিরতা নেমে এসেছে এই খাতের সঙ্গে সাড়ে চার শর বেশি সংযোগ শিল্পের। এসব উপখাতের মধ্যে আছে সিমেন্ট, রড, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি, টাইলস, রং, পাইপ ফিটিংস, স্যানিটারি ইত্যাদি। থমকে গেছে এসব খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা। হুমকির মুখে পড়েছে দেড় লাখ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ। দ্রুত এই খাত উদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। দেশে প্রতিবছর প্রায় ২০ হাজার ফ্ল্যাট বেচাকেনা হতো। লেনদেনের পরিমাণ ছিল ২৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। এখন বেচাকেনা নেই বললেই চলে। ফলে নির্মাণশিল্পের সঙ্গে জড়িত ৩৫ লাখ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে। আবাসন ও নির্মাণ খাতে অচলাবস্থা থাকায় চাহিদা কমে গেছে রড, সিমেন্ট, সিরামিকসহ অন্যান্য পণ্যের। ফলে সেসব খাতেও বাড়ছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ। শুধু স্টিল খাতেই গত তিন মাসে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া সিমেন্ট খাতে গত মার্চ ও এপ্রিল মাসে খুচরা বাজারমূল্য অনুযায়ী বিপুল অঙ্কের ক্ষতি হয়েছে। আবাসন ও নির্মাণ খাতের কাজ বন্ধ থাকার পাশাপাশি সরকারের মেগাপ্রকল্পগুলোর কাজও প্রায় বন্ধ। থমকে আছে অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের কাজও। ফলে ৯০ শতাংশ সিমেন্ট কারখানারই উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ এই সিমেন্টশিল্প দেশের নিজস্ব চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি একটি রপ্তানিমুখী খাত হয়ে উঠেছিল। ডেভেলপাররা ব্যাংক থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা ঋণ নিয়ে নির্মাণকাজ অর্ধেক করে বসে আছে। এতে ঋণের সুদ বাবদ বিপুল ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের। জানা যায়, সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের নিবন্ধন ব্যয় অনেক বেশি। রয়েছে ভ্যাট-ট্যাক্সেও অতিরিক্ত চাপ। বর্তমান পরিস্থিতিতে এ খাতের সাবলীলতা ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরি। এ জন্য নিবন্ধন ফি, ভ্যাট-ট্যাক্স উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে হবে

বিনিময় কৌশল নাকি বাণিজ্য যুদ্ধ?

এম এ হোসাইন

মার্কিন অর্থনীতি যখন সম্ভাব্য মন্দার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, তখন ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কনীতি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা হয়তো দেশীয় প্রবৃদ্ধিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে অথবা ধ্বংসাত্মক এক বাণিজ্য যুদ্ধের সূচনা ঘটাতে পারে। ২০২৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট ঘোষণা করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে একটি 'বেসরকারি খাতে মন্দার' সম্মুখীন, যা অর্থনীতির ভঙ্গুর অবস্থাকে আরও স্পষ্ট করেছে। তিনি এই মন্দার জন্য পূর্ববর্তী প্রশাসনের অতিরিক্ত সরকারি ব্যয় ও অতিরিক্ত বিধিনিষেধকে দায়ী করেন, যা অর্থনীতিকে 'ভেতর থেকে ভঙ্গুর' করে তুলেছে। বর্তমান প্রশাসন অর্থনীতিকে পুনরায় 'বেসরকারিকরণের' লক্ষ্য স্থির করলেও ভবিষ্যৎ পথ এখনও অনিশ্চিত। এরই মধ্যে, শুল্কনীতি একদিকে যেমন দর-কষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, অন্যদিকে এটি বড় ধরনের অর্থনৈতিক ঝুঁকির ইঙ্গিতও দিচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে এলন মাস্ক আমেরিকার অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের একটি গুরুতর দুর্বলতা তুলে ধরেন, যেখানে তিনি ২ ট্রিলিয়ন ডলারের ভয়াবহ আর্থিক সংকটের কথা উল্লেখ করেন। সরকারি অপচয় কমানোর দায়িত্বে থাকা মাস্ককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে- এমন সমস্ত ব্যয় বাতিল করতে, যা মার্কিন নাগরিকদের সরাসরি উপকৃত করে না। পাশাপাশি ট্রাম্প শত শত বিলিয়ন ডলারের বিদেশি সামরিক সহায়তা বন্ধ করার পরিকল্পনা করছেন, যাতে আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে দেশীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায়। আমেরিকার অর্থনৈতিক সকল সূচকগুলো বিপদের সংকেত দিচ্ছে। বর্তমানে ভোক্তার আস্থা ২০২১ সালের পর সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে, পণ্য পরিবহনের পরিমাণ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে, এবং ২০২৪ সালের শেষ প্রান্তিকে ব্যবসায়িক সরঞ্জাম বিনিয়োগেও তীব্র পতন দেখা গেছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে, মুদ্রাস্ফীতি সমন্বয়ের পর খুচরা বিক্রি ০.৯% হ্রাস পেয়েছে, যা বাজারের দুর্বল চাহিদাকে আরও স্পষ্ট করেছে। এসব প্রবণতা বিশেষভাবে উদ্বেগজনক, কারণ মার্কিন অর্থনীতিতে শীর্ষ ১০% আয়কারী ব্যক্তিরাই মোট ভোক্তা ব্যয়ের অর্ধেকের বেশি অংশ পরিচালনা করে। ফলে সাধারণ ভোক্তাদের হতাশাব্যঞ্জক মনোভাব থাকলেও অর্থনীতির সামগ্রিক গতিপথ নির্ভর করছে এই ধনী গোষ্ঠীর ব্যয় নীতির ওপর। বেসরকারি বিনিয়োগ, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি, তাতেও ধস নেমেছে। ২০২৪ সালের শেষ প্রান্তিকে ব্যবসায়ীক বিনিয়োগ মোট জিডিপি প্রবৃদ্ধি থেকে প্রায় ০.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা ২০২১ সালের পর সবচেয়ে বাজে পারফরম্যান্স। যদিও জিডিপি তথ্য সাধারণত পরিবর্তনশীল, তবে বিনিয়োগে এই পতন উদ্বেগজনক। বাইডেন প্রশাসনের সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের জন্য সহায়ক প্রণোদনা আইন, যা সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে বড় ধরনের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করেছিল, তা হয়তো সাময়িকভাবে অর্থনীতির দুর্বলতাগুলো ঢেকে রেখেছিল। তবে যখন এই আইনের ভর্তুকি হ্রাস পেতে শুরু করে, তখন সরঞ্জাম বিনিয়োগ সংকুচিত হয়ে পড়ে, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক মন্দার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের বর্তমান শুল্কনীতি একটি দ্বিমুখী তলোয়ারের মতো। একদিকে, এটি বিদেশি বাণিজ্য অংশীদারদের উপর চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে কাজ করতে পারে, যাতে তারা যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে, এটি যদি নিয়ন্ত্রণহীন বাণিজ্য যুদ্ধে রূপ নেয়, তবে তা মুদ্রাস্ফীতি আরও বাড়িয়ে অর্থনীতিকে আরও অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। মার্কিন অর্থনীতি আমদানির ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, বিশেষ করে মূলধনী পণ্যের ক্ষেত্রে। ২০২০ সালের পর থেকে প্রকৃত অর্থে এসব পণ্যের আমদানি প্রায় ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র যে পরিমাণ মূলধনী পণ্য আমদানি করে, তার চেয়ে কম পরিমাণ দেশীয়ভাবে উৎপাদন হয়, যার মধ্যে রয়েছে আধা-প্রক্রিয়াজাত পণ্য ও অন্যান্য উৎপাদন উপকরণ। এই নির্ভরশীলতার ফলে স্থানীয় উৎপাদনকারীদের জন্য বিদেশি পণ্যের পরিবর্তে দেশীয় পণ্য ব্যবহার করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমনকি শুল্ক বৃদ্ধির পরও। ট্রাম্প প্রশাসন চীনা আমদানির ওপর ২০% এবং ইউরোপীয় পণ্যের ওপর ২৫% শুল্ক আরোপের যে হুমকি দিয়েছে, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে পারে। এই শুল্কের কতটুকু অংশ বিদেশি রপ্তানিকারকরা মূল্য হ্রাস বা মুদ্রার অবমূল্যায়নের মাধ্যমে সমন্বয় করবে এবং কতটুকু অংশ ভোক্তা ও ব্যবসায়ীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, তা অনিশ্চিত। তবে প্রস্তাবিত শুল্কের আকার বিবেচনা করলে, মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি, যা ইতোমধ্যেই ভঙ্গুর অর্থনীতির ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করবে। বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপট এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান ও চীন সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক হুমকির সামনে নীরব থাকবে না। যদি এই বাণিজ্য অংশীদাররা পাল্টা শুল্ক আরোপ করে, তবে তা একপ্রকার প্রতিশোধমূলক বাণিজ্য যুদ্ধের জন্ম দিতে পারে, যা বৈশ্বিক সরবরাহ চেইন ব্যাহত করবে এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে স্থবিরতা আনবে। তবে, বিপরীতভাবে, যদি শুল্কের হুমকি এই দেশগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করে, তাহলে তা যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তবে এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি নিশ্চিত নয়। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি যেহেতু বিদেশি উপকরণের ওপর নির্ভরশীল, তাই শুল্ক বৃদ্ধির ফলে দেশীয় শিল্পখাতে অসমপ্রতিরোধ্য চাপ সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনৈতিক কার্যক্রমের নির্ভরযোগ্য সূচক 'ক্যাস ফ্রেইট ভলিউম ইনডেক্স'-এর তথ্যানুযায়ী, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের তীব্র পতন দেখিয়েছে। যদিও প্রতিকূল আবহাওয়ার কিছুটা ভূমিকা থাকতে পারে, তবে সামগ্রিক প্রবণতা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকা-ের মন্দাকেই ইঙ্গিত করে। শুল্ক বৃদ্ধির সবচেয়ে তাৎক্ষণিক ঝুঁকির মধ্যে অন্যতম হলো মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা ত্বরান্বিত করা। আমদানি পণ্যের ওপর উচ্চ শুল্কের ফলে ভোক্তা ও শিল্প খাতের ব্যয় বেড়ে যাবে, যার ফলে সর্বস্তরে দাম বাড়বে। এমন সময়ে যখন ফেডারেল রিজার্ভ ইতোমধ্যেই মুদ্রাস্ফীতির চাপে ভুগছে, তখন এই অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি অর্থনীতিতে আরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। মূল্যবৃদ্ধি ও স্থবির মজুরির সংমিশ্রণ ভোক্তার আস্থা ও ব্যয় কমিয়ে দিতে পারে, যা এক ভয়াবহ চক্র তৈরি করে মন্দাকে আরও গভীর করতে পারে। এর পাশাপাশি, শুল্কের কারণে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব সমানভাবে বণ্টিত হবে না। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবার, যারা তাদের আয়ের একটি বড় অংশ পণ্য ক্রয়ে ব্যয় করে, তারা মূল্যবৃদ্ধির প্রধান শিকার হবে। এটি আয় বৈষম্য এবং সামাজিক অস্থিরতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে, যা দেশের অর্থনৈতিক সংকটকে আরও জটিল করে তুলবে। ট্রাম্পের শুল্কনীতি একটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ। যদি এটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে বাণিজ্য অংশীদারদের আলোচনার টেবিলে আনতে এবং মার্কিন অর্থনীতির জন্য সুবিধাজনক শর্ত নিশ্চিত করতে পারে। তবে যদি ভুলভাবে পরিচালিত হয়, তাহলে এটি এমন এক বাণিজ্য যুদ্ধের সূত্রপাত করতে পারে, যা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করবে এবং দেশের মন্দাকে আরও গভীর করবে। এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনকে অবশ্যই একটি সুসংহত কৌশল গ্রহণ করতে হবে, যেখানে শুল্ককে দর-কষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিপর্যয় এড়ানোর দিকেও মনোযোগ দিতে হবে। এর জন্য মিত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়, বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনের বাস্তবতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা এবং প্রয়োজনে উত্তেজনা কমানোর কৌশল গ্রহণ করা অপরিহার্য। পাশাপাশি দেশীয় বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার জন্য পরিপূরক নীতিমালা গ্রহণ করা উচিত, যাতে দীর্ঘমেয়াদে বিদেশি আমদানির ওপর নির্ভরতা কমানো যায়। ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কনীতি এখন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। এটি হয়তো মার্কিন অর্থনীতির ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে, অথবা এমন এক অর্থনৈতিক বিস্ফোরক হয়ে উঠতে পারে, যা বর্তমান মন্দাকে আরও প্রকট করবে।

বিশ্ববাজারে সোনার দামে নতুন রেকর্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নীতি ও ফেডারেল রিজার্ভকে উদ্দেশ্য করে কড়া ভাষায় আক্রমণের পর বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ সম্পদ হিসেবে সোনার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। এর ফলে গতকাল মঙ্গলবার প্রথমবারের মতো সোনার দাম আউন্স প্রতি ৩ হাজার ৫০০ ডলারে পৌঁছেছে। দিনের মধ্যে সোনার দাম সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৫০০ দশমিক ১০ ডলার ছুঁয়ে পরে কিছুটা কমে ৩ হাজার ৪৬৭ দশমিক ৮৭ ডলারে এসে দাঁড়ায়। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই ক্রমাগত রেকর্ড গড়ছে সোনার দাম। এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, বিনিয়োগকারীরা দুর্বল ডলার এবং শেয়ারবাজারে বড় ধরনের ধসের আশঙ্কায় নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছেন। ট্রাম্প প্রশাসনের চাপানো শুল্কের ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি চীনের মধ্যে শুরু হয়েছে বাণিজ্যযুদ্ধ। চলতি বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত সোনার দাম ৩০ শতাংশের বেশি বেড়েছে।

ট্রেডিং প্রতিষ্ঠান এক্সএস ডটকম-এর সিনিয়র মার্কেট বিশ্লেষক রানিয়া গুলে বলেন, 'এই ঊর্ধ্বগতি মার্কিন অর্থনীতিতে সম্ভাব্য মন্দার আশঙ্কা এবং রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রতিফলন। বিশেষ করে, যখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলকে ক্রমাগত আক্রমণ করে যাচ্ছেন।' তিনি আরো বলেন, 'এই ধরনের রাজনৈতিক চাপ এবং ফেডের স্বাধীনতা নিয়ে উঠা প্রশ্নগুলো বিনিয়োগকারীদের অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে সোনাকে নিরাপদ সম্পদ হিসেবে বেছে নিতে বাধ্য করছে।' গত সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ফেড চেয়ার পাওয়েলকে 'পরাজিত ব্যক্তি' বলে অভিহিত করেছেন। কারণ তিনি সুদের হার কমাননি। এমনকি গত সপ্তাহেই ট্রাম্প তাকে বরখাস্ত করার হুমকিও দিয়েছিলেন, যা এখন বাস্তবে রূপ নিতে পারে কি না, তা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে। সূত্র : এএফপি

৪৩ বছর পর জেদ্দায় পা রাখলেন কোনো ভারতীয় সরকার প্রধান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দুই দিনের সফরে সৌদি আরবের জেদ্দায় পৌঁছেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সফরের মাধ্যমে ৪৩ বছর পর প্রথম কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জেদ্দায় সফর করলেন। এর আগে ১৯৮২ সালে জেদ্দা সফর করেছিলেন তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। জেদ্দা দীর্ঘদিন ধরে ওমরা ও হজ্জের জন্য আগত মুসলিমদের জন্য বন্দর হিসেবে কাজ করে আসছে। ইসলামের দুটি পবিত্রতম শহর মক্কা ও মদিনার প্রবেশদ্বার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। জেদ্দা হেজাজ অঞ্চলে লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত দেশটির বাণিজ্যিক কেন্দ্র। এটি রিয়াদের পরে সৌদি আরবের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। সাধারণত ভারতের প্রধানমন্ত্রীরা সৌদি সফর করলে রিয়াদে যান। এর আগে ২০১৬ সালে এবং ২০১৯ সালে মোদীও সেখানেই গিয়েছেন। দীর্ঘ দিন পর দেশটির কোনো প্রধানমন্ত্রী জেদ্দায় গেলেন। তাই এই সফরকে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এমন একটা সময় সৌদি আরবে গেলেন, যখন ভারতে ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড (এআইএমপিএলবি) দেশজুড়ে বিক্ষোভ করছে। **হজ কোটা, হজযাত্রীদের সহায়তা** সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে মোদির দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বার্ষিক হজের জন্য ভারতের কোটার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা হবে বলেও জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম। নরেন্দ্র মোদির লক্ষ্য ভারতীয় হজযাত্রীদের জন্য মসৃণ সমন্বয় এবং বর্ধিত সমর্থন নিশ্চিত করা। জানা গেছে, ২০১৪ সালে ভারতীয়দের জন্য হজ কোটা ছিল ১ লাখ ৩৬ হাজার ২০ জন, যা ২০২৫ সালে বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ৭৫ হাজার ২৫ জন। তবে এ পর্যন্ত ১ লাখ ২২ হাজার ৫১৮ জন হজযাত্রী হজে যাবেন বলে নিশ্চিত হয়েছেন। কিন্তু বিভিন্ন জটিলতার কারণে বাকি প্রায় ৪২ হাজার হজযাত্রীর মক্কায় যাওয়ার সম্ভাবনা কম। সৌদি আরবে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সুহেল আজাজ খান জেদ্দার দ্বৈত গুরুত্ব তুলে ধরে বলেছেন, ভারতের সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক বাণিজ্য কেন্দ্র সৌদি। এ ছাড়া মক্কার প্রবেশদ্বারের কারণে দেশটি ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। হজ আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং ভারত সরকার একটি নির্বিঘ্ন হজযাত্রার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়।

গুজরাটে বিমান বিধ্বস্ত, প্রাণ হারালেন পাইলট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের গুজরাটে প্রশিক্ষণের সময় একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে প্রাণ হারিয়েছেন এক পাইলট। রাজ্যের আমরেলি শহরের গিরিয়া রোড এলাকার কাছে স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। স্থানীয় পুলিশ সুপার সঞ্জয় খারাত জানান, বিমানটি আমরেলি বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করে। একটি বেসরকারি বিমান পরিবহন সংস্থার ওই বিমানটি কিছুক্ষণ পরই বিধ্বস্ত হয়। শাস্ত্রী নগর এলাকার কাছে একটি খালি জমিতে গিয়ে পড়ে বিমানটি। তবে তার আগে একটি গাছের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। জমিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিমানে আগুন ধরে যায়। এদিকে কিভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা স্পষ্ট নয়। আনন্দবাজার বলছে, এর নেপথ্যে থাকতে পারে আবহাওয়াজনিত কারণ। যান্ত্রিক ত্রুটি কিংবা পাইলটের ভুলেও হতে পারে এই বিপর্যয়। দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তবে পাইলট ছাড়া এখন পর্যন্ত আর কোনো হতাহতের খবর মেলেনি।

এশিয়ার ৪ দেশের সোলার প্যানেলে ৩৫২১ শতাংশ শুল্কারোপ ট্রাম্পের শুল্কের খেলায় যেন মত্ত হয়ে উঠেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দুই অংক থেকে তিন অংক, এখন আবার সেটিকে নিয়ে গেলেন চার অংকের ঘরে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চারটি দেশের সোলার প্যানেলের ওপর সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৫২১ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ভিয়েতনামের সোলার প্যানেলের ওপর সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৫২১ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এসব দেশের সোলার প্যানেলের প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা চীনের কাছ থেকে ভর্তুকি নিচ্ছে ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে থাকা পণ্যগুলোতে প্রভাব ফেলছে। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের এই ঘোষণা এমন সময়ে এলো, যখন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সদ্য ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া ও কম্বোডিয়া সফর শেষ করেছেন। সফরের উদ্দেশ্য ছিল অঞ্চলটির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের 'একতরফা দমননীতি' প্রতিহত করতে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানানো।

ভূমিকম্প-পরবর্তী মিয়ানমারের সাময়িক যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ছে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্চে ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর মিয়ানমারে ঘোষিত যুদ্ধবিরতির মেয়াদ গতকাল মঙ্গলবার শেষ হওয়ার কথা থাকলেও ত্রাণ প্রচেষ্টা সহজ করার জন্য আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারী ও দাতাসংস্থাগুলো এর মেয়াদ বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছে।গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটিয়ে ২০২১ সালে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক জান্তা ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্পের পর বলেন, তারা তাদের প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ বন্ধ রাখবে। ভূমিকম্পের ফলে ৩ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারায়। সংঘাত পর্যবেক্ষক এবং বাসিন্দারা বলছেন, ২০ দিনের যুদ্ধবিরতি চলাকালীন উভয় পক্ষের মধ্যে লড়াই অব্যাহত ছিল। মধ্যরাতে এর মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। এদিকে দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম গতকাল মঙ্গলবার সকালে যুদ্ধবিরতি বাড়ানো হয়নি বলে জানিয়েছে। তবে, এ ব্যাপারে মন্তব্যের জন্য মিয়ানমারের সামরিক জান্তার মুখপাত্রের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। জাতিসংঘের মতে মিয়ানমারে গত ২৮ মার্চের ভূমিকম্পে ৬০ হাজারের বেশি মানুষ তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছেন এবং সেসময় প্রায় ২০ লাখ মানুষের জরুরি সহায়তা ও সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। দেশটিতে অব্যাহত লড়াই সত্ত্বেও, ভূমিকম্পের চতুর্থ সপ্তাহান্তেও মানবিক গোষ্ঠী এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলোর ত্রাণ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকায় মিয়ানমারে যুদ্ধবিরতি দীর্ঘায়িত করার আহ্বান জানিয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার মিয়ানমারের সামরিক জান্তা প্রধান মিন অং হ্লাইং ব্যাংককে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও ১০ দেশের জোট সাউথ-ইস্ট এশিয়ান নেশনস অ্যাসোসিয়েশন (আসিয়ান)-এর চেয়ারম্যান আনোয়ার ইব্রাহিমের সাথে বৈঠক করেন।

ভারতের ৬ রাজ্যের শিক্ষার্থীদের ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিলো অস্ট্রেলিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : প্রতিবেদনে বলা হয়, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থার সুনাম রক্ষা ও ভিসার অপব্যবহার কমানো হবে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে এই রাজ্যগুলো থেকে নতুন আবেদন গ্রহণ করা বন্ধ করে দিয়েছে। যারা এখনও আবেদন করতে পারবে তাদের ভিসার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। এই নিষেধাজ্ঞার কারণে অনেক প্রকৃত শিক্ষার্থী যারা পড়াশোনার জন্য অস্ট্রেলিয়া যেতে ইচ্ছুক, তারা সমস্যায় পড়েছেন এবং হতাশ হয়েছেন। এই ঘটনা ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত সম্পর্কেও প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

পাকিস্তানে নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যাপক অভিযানে নিহত ১৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের পাঞ্জাব এবং খাইবার পাখতুনখোয়া (কেপি) প্রদেশে পৃথক অভিযানে নিষিদ্ধ সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর অন্তত ১৬ জন সন্ত্রাসীকে হত্যা করা হয়েছে। সোমবার এই অভিযানে অংশ নেয় পুলিশ, কাউন্টার-টেরোরিজম

ডিপার্টমেন্ট (সিটিডি) এবং নিরাপত্তা বাহিনী। পাঞ্জাব পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মিয়ানওয়ালি জেলার মাকারওয়াল এলাকায় পুলিশ ও সিটিডির যৌথ অভিযানে অন্তত ১০ জন সন্ত্রাসী নিহত হয় এবং আরো কয়েকজন আহত হয়েছে। এরপরই ওয়াজিরিস্তানে দুটি আলাদা ইন্টেলিজেন্স-ভিত্তিক অভিযানে আরো ছয়জন সন্ত্রাসীকে হত্যা করা হয় বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী। মিয়ানওয়ালি পুলিশ জানায়, কারাক জেলার লাগোয়া মুল্লাখেল পার্বত্য এলাকায় ২০-৩০ জন সন্ত্রাসীর উপস্থিতির খবর পেয়ে দুই দিন আগে অভিযান শুরু করা হয়। জেলা পুলিশ অফিসার (ডিপিও) আখতার ফারুক এবং সারগোধা রেঞ্জের পুলিশ অফিসার (আরপিও) শাহজাদ আসিফ খানের নেতৃত্বে পুলিশ, সিটিডি ও রেঞ্জার্স ঘিরে ফেললে গোলাগুলো শুরু হয়। পাঞ্জাব পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, অভিযানে অন্তত ১০ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে এবং আরো কয়েকজনের আহত হওয়ার খবর আছে। এসময় একজন স্থানীয় ব্যক্তি আহত হয়েছেন, তবে পুলিশ ও সিটিডির কেউ হতাহত হননি। অভিযানের পর মিয়ানওয়ালি ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পুরো এলাকায় সন্ত্রাসীদের নেটওয়ার্ক নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পাঞ্জাব পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ড. উসমান আনোয়ার এবং মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নওয়াজ মাকারওয়ালে ১০ জন সন্ত্রাসী হত্যার সফলতার জন্য পুলিশ ও সিটিডিকে অভিনন্দন জানান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসিন নাকভি একে 'সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য' হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'পাঞ্জাব পুলিশ ও সিটিডি প্রমাণ করেছে তারা পেশাদার ও সাহসী। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের বিজয় দেশের দীর্ঘমেয়াদি শান্তি রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

ওয়াজিরিস্তানে সেনা অভিযান

আইএসপিআর-এর বিবৃতিতে জানানো হয়, উত্তর ওয়াজিরিস্তানের রাযমাক এলাকায় এক অভিযানে পাঁচজন খারিজ (টিটিপি জঙ্গি) নিহত হয় এবং দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে আরেক অভিযানে জঙ্গি নেতাকে হত্যা করা হয়। নিহত জঙ্গি নেতা জাবি উল্লাহ ওরফে জাকরান বহু সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিল এবং নিরীহ নাগরিক হত্যার দায়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় ছিল। আইএসপিআর জানিয়েছে, ওইসব এলাকায় সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে ক্লিয়ারেন্স অপারেশন চালানো হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি ও প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ নিরাপত্তা বাহিনীর এই সাফল্যের জন্য তাদের প্রশংসা করেছেন এবং দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন, পুরো জাতি নিরাপত্তা বাহিনীর পাশে আছে। সূত্র : দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন

রিয়েল এস্টেট কেলেঙ্কারিতে মহেশ বাবুর নাম, তলব করল ইডি

বিনোদন ডেস্ক : দক্ষিণী সিনেমার সুপারস্টার মহেশ বাবু এবার আলোচনার কেন্দ্রে, তবে অভিনয়ের জন্য নয়–বিতর্কের জালে জড়িয়ে পড়ার কারণে। হায়দরাবাদের দুটি রিয়েল এস্টেট সংস্থার বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপ ও প্রতারণার অভিযোগে শুরু হওয়া তদন্তে নাম জড়িয়েছে এই তারকার। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) তাঁকে তলব করেছে ২৭ এপ্রিল, হায়দরাবাদের দপ্তরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে তাঁকে। মূল অভিযোগ হায়দরাবাদভিত্তিক সাই সূর্য ডেভেলপারস এবং সুরানা গ্রুপ নামে দুটি সংস্থার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সম্পত্তি বিক্রির নামে তারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ তুলে নিয়েছে, কিন্তু প্রতিশ্রুতি মতো জমি বা ফ্ল্যাট হস্তান্তর করেনি। একই জমি একাধিক ব্যক্তির কাছে বিক্রির অভিযোগও রয়েছে। এমনকি, অগ্রিম টাকা নেওয়ার পরেও সঠিক চুক্তিপত্র না দিয়ে প্রতারণা করেছে বলে দাবি তদন্তকারীদের। ইডি জানিয়েছে, এই সংস্থাগুলির হয়ে বিজ্ঞাপন করেছিলেন মহেশ বাবু। গ্রিন মিডোজ্ নামে একটি প্রকল্পের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ছিলেন তিনি। এই কারণেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, সাই সূর্য ডেভেলপারস মহেশ বাবুকে বিজ্ঞাপনের জন্য মোট ৫.৯ কোটি টাকা প্রদান করেছিল। এর মধ্যে ৩.৪ কোটি টাকা দেওয়া হয় ব্যাংকের মাধ্যমে, আর বাকি ২.৫ কোটি নগদে। এই নগদ অর্থ নিয়েই তৈরি হয়েছে সন্দেহ। ইডির মতে, নগদ লেনদেনটি ওই সংস্থার কালো টাকার অংশ হতে পারে। তবে এখনই মহেশ বাবুকে মূল অভিযুক্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে না।

তদন্তকারী অফিসারদের মতে, তিনি হয়তো জানতেন না এই আর্থিক কেলেঙ্কারির গভীরতা, শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনী চুক্তির অংশ হিসেবেই জড়িয়েছিলেন। তবুও, তাঁর পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা অনেক মানুষকে ওই প্রকল্পে বিনিয়োগে উৎসাহিত করেছিল–এই দাবিও তুলেছেন তদন্তকারীরা। গত ১৬ এপ্রিল ইডি হায়দরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদে চারটি জায়গায় অভিযান চালায়।

তানিয়ার পর এবার সুনেহরা? নতুন প্রেমে অভিনেতা আরশ খান!

বিনোদন ডেস্ক : টেলিভিশনের পর্দা ও বাস্তব জীবনের সীমারেখা মাঝে মাঝে মিলেমিশে যায়, বিশেষ করে যখন প্রিয় তারকাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা-কল্পনার ঝড় উঠে। ঠিক এমনই এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সম্প্রতি, অভিনেতা আরশ খান ও অভিনেত্রী সুনেহরা বিনতে কামালকে ঘিরে। নাটকীয়তা, আবেগ, কাব্যময় পোস্ট আর অন্তরঙ্গ ছবির মধ্য দিয়ে যেন সামনে আসছে এক নতুন প্রেমের গল্প। সবকিছুর শুরু অভিনেত্রী তানিয়ার একটি সাক্ষাৎকার ঘিরে, যেখানে ইঙ্গিত মিলেছিল পুরোনো সম্পর্ক ও বিচ্ছেদের। এরপরই আলোচনায় আসেন আরশ খান, যিনি নিজের সাক্ষাৎকারে বিস্ফোরক মন্তব্য করে জানান–শিল্পী মহলের কিছু অভিনেত্রী মিলে তৈরি করেছিলেন এক ধরনের 'সিন্ডিকেট', যারা তাকে কাজ থেকে একঘরে করে দিয়েছিলেন। সেই কঠিন সময়ে পাশে ছিলেন অভিনেত্রী তাসনুভা তিশা। তাদের ঘনিষ্ঠতা নিয়েও শুরু হয়েছিল নানা রকম গুঞ্জন। কিন্তু এখন আরশকে ঘিরে নতুন করে শুরু হয়েছে অন্য আলোচনা–আরশ ও সুনেহরার সম্পর্ক। পর্দার রসায়ন কি সত্যিই বাস্তব জীবনের প্রেমে রূপ নিয়েছে? এর পেছনে আছে বেশ কিছু দৃশ্যমান ইঙ্গিত, যা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে উঠে এসেছে আলোচনার কেন্দ্রে। গত ৯ জানুয়ারি গভীর রাতে, ঠিক ১২টা ৫১ মিনিটে আরশ খান একটি আবেগঘন ক্যাপশনসহ ছবি পোস্ট করেন। ছবিতে তিনি ও সুনেহরা পাশাপাশি বসা, হাস্যোজ্জ্বল মুখে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে ছবির ক্যাপশন– "ধরে নেওয়া যাক তুমি সুখ, আমি দুঃখ আমাদের মাঝে সব থাকুক–কষ্ট, কান্না, অস্থিরতা গ্রাস করুক আমাদের, এরপর সুখ আসুক একটু হাসাহাসি, আসুক স্থিরতা দুঃখ ছাড়া সুখ, তুমি ছাড়া আমি–এর মতো তাই আমাদের মাঝে সব থাকুক। পূর্ণতা।" এই পোস্টের কাব্যময় ভাষা, আবেগের গভীরতা এবং ছবির অন্তরঙ্গতা মিলিয়ে নেটিজেনদের কাছে এটি ছিল এক স্পষ্ট ইঙ্গিত–দুজনের মধ্যে শুধুই পেশাদার সম্পর্ক নয়, আছে ব্যক্তিগত অনুভবের ছোঁয়াও।

নিরাপত্তা না বিলাসিতা? শাহরুখের পর এবার বাড়ি ছাড়লেন আমির খান

বিনোদন ডেস্ক : সম্প্রতি বলিউডের অন্দরমহলে চলছে এক নতুন প্রবণতা–নিজেদের বহু বছরের চেনা-পরিচিত বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছেন তারকারা। কিছুদিন আগেই শোনা গিয়েছিল শাহরুখ খান তার স্বপ্নের আবাস 'মান্নাত' সাময়িকভাবে ছেড়ে দিয়েছেন। এবার সেই তালিকায় যোগ হল আরেক মেগাস্টার আমির খানের নাম। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে–এদের এই সিদ্ধান্তের পেছনে আসল কারণ কী? নিরাপত্তা? সংস্কার কাজ? না কি অন্য কোনও অজানা সংকেত? ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, আমির খান মুম্বইয়ের বান্দ্রার নিজের বর্তমান বাসস্থান থেকে সরে যাচ্ছেন। তবে এটি কোনও হঠাৎ সিদ্ধান্ত নয়, বরং এর পেছনে আছে স্পষ্ট ও পরিকল্পিত একটি কারণ।

আমির যে অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করছিলেন, সেখানে একটি বিশাল আবাসন প্রকল্প গড়ে তুলতে চলেছে দেশের একটি খ্যাতনামা রিয়েল এস্টেট সংস্থা। এই প্রকল্পের দায়িত্বে রয়েছে ভার্গো কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি। নতুন এই আবাসন প্রকল্প সমুদ্রঘেঁষা, বিলাসবহুল এবং অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধায় পরিপূর্ণ হবে বলেই জানা গেছে। বিশেষ তথ্য অনুযায়ী, এই ভবনের প্রতি বর্গফুটের দাম হতে চলেছে ১ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ একেবারেই অভিজাত শ্রেণির জন্য তৈরি হচ্ছে এই আবাসন। এমন এক স্থানে পুনরায় নিজের ঠিকানা গড়তেই আপাতত বাড়ি ছাড়ছেন আমির খান। যদিও এখনো প্রকাশ্যে আসেনি আমিরের নতুন অস্থায়ী ঠিকানা, তবে জানা গেছে, ওই একই এলাকায় অভিনেতার আরও একটি ফ্ল্যাট রয়েছে। তিনি সেখানেই থাকতে পারেন, অথবা রিয়েল এস্টেট কোম্পানির দেওয়া ভিন্ন অস্থায়ী ঠিকানায়। সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে আমিরের নিজস্ব। আরেকটি তথ্য মজার–এই রিয়েল এস্টেট কোম্পানির আরও কয়েকটি বিলাসবহুল আবাসনে আমিরের ফ্ল্যাট রয়েছে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে তিনি সেই যেকোনো একটিকেই বেছে নিতে পারেন স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে।

জাস্টিন বিবারের আচরণে ভক্তদের উদ্বেগ, সম্পর্কেও টানাপড়েন!

বিনোদন ডেস্ক : আন্তর্জাতিক পপ জগতের অন্যতম জনপ্রিয় তারকা জাস্টিন বিবার আবারও উঠে এসেছেন বিতর্ক ও উদ্বেগের কেন্দ্রে। সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ায় অনুষ্ঠিত কোচেলা মিউজিক ফেস্টিভ্যালে তার ধূমপান ও অস্বাভাবিক নাচের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হলে, ভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র উৎকণ্ঠা। ভিডিওগুলোতে দেখা গেছে, জাস্টিন মঞ্চের আশেপাশে বসে ঘনঘন ধূমপান করছেন এবং গান চলাকালীন অস্বস্তিকরভাবে দুলে দুলে নাচছেন। অনেকেই ধারণা করছেন, তিনি গাঁজাসেবনের মতো কিছু করছিলেন। এই ঘটনার পরই সামাজিক মাধ্যমে ভক্তদের মধ্যে শুরু হয় উদ্বেগ প্রকাশ। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, "হলিউড এই ছেলেটার সঙ্গে কী করল? কেউ কি ওর যত্ন নেয়?"আরেকজনের মন্তব্য, "জাস্টিনের সত্যিই সাহায্য দরকার, কিন্তু কেউ শুনছে না।"

ধানুশের 'ইডলি কাডাই'-এর শুটিং সেটে ভয়াবহ আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা

বিনোদন ডেস্ক : তামিল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে হঠাৎই ছায়া নেমে আসে যখন ধানুশ পরিচালিত ও প্রযোজিত আসন্ন ছবি 'ইডলি কাডাই'-এর শুটিং সেটে ঘটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। গত রোববার রাতে তামিলনাড়ুর থেনি জেলার অনুপাপাট্টি গ্রামে তৈরি করা বিশাল সেটে আগুন লাগে, যেখানে এই সিনেমার শুটিং চলছিল। সিনেমার জন্য বানানো হয়েছিল আস্ত একটি গ্রাম, যাতে ছিল দোকানপাট, বাড়িঘর, এমনকি রাস্তার প্রতিরূপও। সেই পরিশ্রম-সিক্ত সেটটাই এক ঝলকে পুড়ে যায় আগুনে। সৌভাগ্যের বিষয়, আগুন লাগার সময় সেখানে কোনও কাস্ট বা টিম মেম্বার উপস্থিত ছিলেন না। ফলে কারও আহত বা নিহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। তবে অগ্নিকাণ্ডের উৎস এখনো পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। ধানুশের ঘরোয়া প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান 'ওয়ান্ডারবার ফিল্মস' এবং 'ডন পিকচার্স'-এর ব্যানারে নির্মিত 'ইডলি কাডাই' সিনেমাটি ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে মুক্তির লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছে। ছবিতে ধানুশের বিপরীতে অভিনয় করছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী নিথিয়া মেনন।

নায়করা সবাই এনগেজড–শুটিংয়ে প্রেমের সুযোগই নেই: দীঘি

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউডের বর্তমান সময়ের আলোচিত অভিনেত্রী প্রার্থনা ফারদিন দীঘি সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে প্রেম ও ব্যক্তিগত অনুভূতি নিয়ে অত্যন্ত খোলামেলা এবং বাস্তবভিত্তিক মন্তব্য করেছেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তর পর্বে যখন জানতে চাওয়া হয়, "কাজ করতে গিয়ে কখনো কি কারও প্রেমে পড়েছেন?চ-জবাবে দীঘি হেসে বলেন, "প্রেম করবো কিভাবে, সব নায়ক তো বিবাহিত!"তার এই সোজাসাপ্টা জবাবে মুহূর্তেই হাসির রোল পড়ে যায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে। দীঘি আরও বলেন, "যখনই কোনো শুটিং সেটে যাই, দেখি বেশির ভাগ নায়কই এনগেজড বা বিবাহিত। এমনকি ইন-আ-রিলেশনশিপ থাকা নায়কদের সাথেই বেশি কাজ হয়েছে। ফলে কাজের ফাঁকে কোনো রোমান্টিক অনুভূতির জায়গা তৈরি হওয়ার সুযোগই হয়নি।"তবে ব্যক্তিগত অনুভূতির চেয়েও কাজের জায়গাকে বেশি গুরুত্ব দেন এই অভিনেত্রী। দীঘি বলেন, "আমি সবসময় নিজের ফোকাস রাখি অভিনয়ে। কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার যেন কাজের পরিবেশে প্রভাব না ফেলে, সেটাই আমার অগ্রাধিকার।" শিশুশিল্পী হিসেবে অভিনয় জীবন শুরু করা দীঘি এখন নিজেকে ঢালিউডে একজন পূর্ণাঙ্গ নায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শুধু অভিনয় নয়, নিজের ব্যক্তিত্ব, স্পষ্টভাষী মনোভাব এবং আত্মবিশ্বাসের জন্যও তিনি প্রশংসিত হচ্ছেন নতুন প্রজন্মের দর্শকদের কাছে। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, দীঘির কাছে বর্তমানে প্রেম নয়, ক্যারিয়ারই প্রথম। পাশাপাশি, ঢালিউডের সহকর্মীদের সম্পর্ক স্থিতি নিয়েও তার মন্তব্য যেন একরকম বাস্তব চিত্র তুলে ধরে–যেখানে পেশাদার পরিবেশে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরির জায়গা কমে এসেছে।

কৌশানীকে নিয়ে গুঞ্জনের জবাব দিলেন বনি সেনগুপ্ত

বিনোদন ডেস্ক : টলিউডের জনপ্রিয় জুটি বনি সেনগুপ্ত ও কৌশানী মুখোপাধ্যায় প্রায় এক যুগের প্রেমে জড়িত। সম্প্রতি ইন্ডাস্ট্রিতে গুঞ্জন উঠেছে, এই জুটি নাকি অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন। অনেকে তো বলেই বসেছেন, আগামী বছরই নাকি চারহাত এক হচ্ছে। তবে এই খবরের বাস্তবতা কতটা? এই বিষয়ে অভিনেতা বনি সেনগুপ্ত মুখ খুলেছেন এক সাক্ষাৎকারে। তার স্পষ্ট ভাষায়, "আমাদের বিয়ে নিয়ে এখনও কোনো আলোচনা হয়নি।" তিনি জানান, "সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কবে বিয়ে করছেন? আমি বলেছিলাম, এই বছরে সম্ভব না। আমাদের দুজনের কাজের চাপ অনেক বেশি। আমি একটি নতুন ফ্ল্যাট বুক করেছি, সেটি পুরোপুরি প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের কথা ভাবা সম্ভব নয়। ফলে বিয়ে হলে পরের বছর হতে পারে। কিন্তু সেটা কনফার্ম কিছু নয়।" এদিকে কৌশানীর ক্যারিয়ার এখন রীতিমতো উর্ধ্বগামী।ওআবার প্রলয়্ব,ওবহুরূপ্বী, ওকিলবিল সোসাইটি্–প্রতিটি কাজেই প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি। তার সিনেমার গানগুলোও ট্রেন্ডিং লিস্টে জায়গা করে নিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অন্যদিকে, বনির ক্যারিয়ার তুলনামূলক একটু স্থবির হলেও, তিনি নিজেকে

নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় ব্যস্ত। সম্প্রতি ওড়িয়া সিনেমাওআজিরা রেবতি্-তে অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছেন, এবং তিনি জানান, ছবিটি দ্বিতীয় সপ্তাহেও হাউসফুল যাচ্ছে। এছাড়া বাংলা ছবিও করছেন, যেমন–'হাঙ্গামা ডট কম', এবং ওড়িয়াতে আরও কয়েকটি কাজ রয়েছে তার হাতে। তবে কৌশানীর সাফল্য নিয়ে বনি হিংসা করেন–এমন মন্তব্য নেটিজেনদের একাংশ করতেই থাকেন।

বাসা বাঁধতে তাল পাতায় ফটিকজল পাখি। রায়েরমহল, খুলনা।

আগৈলঝাড়ায় র‌্যাবের সাথে বন্ধুক যুদ্ধে এক ছাত্র নিহত, আহত ৩

আগৈলঝাড়া, বরিশাল প্রতিনিধি : বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার রত্নপুর ইউনয়নের দক্ষিণ মোল্লাপাড়া গ্রামের জোড়া ব্রিজ এলাকায় র‌্যাবের একটি দল মাদকবিরোধী অভিযান চালায়। এসময় র‌্যাবের সাথে মাদক ব্যবসায়ীরাদের সংঘর্ষ বাঁধে। র‌্যাব অত্মরক্ষার জন্য গুলি চালালে এক ছাত্র নিহত হয় ও একজন আহত হয়েছে এবং দুইজন র‌্যাব সদস্য আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। আহতরা বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধিন রয়েছে। এঘটনায় র‌্যাব বাদী হয়ে আগৈলঝাড়া থানায় দুটি মামলা দায়ে করেছে। স্থনীয় সূত্রে জানা গেছে, উজিরপুর উপজেলার বাহেরঘাট গ্রামের রিপন মোল্লার ছেলে কারফা আইডিয়াল কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র সিয়াম মোল্লা ও একই এলাকার খালেক মোল্লার ছেলে সাহেবের হাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র চলতি এসএসসি পরিক্ষার্থী রাকিব মোল্লা। তারা ২১ এপ্রিল সোমবার বিকেলে বাড়ি পার্সে এলাকা উপজেলার সিমান্ত এলাকা আগৈলঝাড়া উপজেলার দক্ষিণ মোল্লাপাড়া গ্রামে ঘুরতে আসে। এসময় বরিশাল র‌্যাবের একটি দল তাদের দুইজনকে মাদক ব্যবসায়ীবলে আটক করে। তারা ব্যারে উপরে চড়াউ হলে ব্যার তাদের (ছাত্রদের) উপর গুলি চালায়। র‌্যাবে ছোড়া গুলিতে ছাত্র সিয়াম মোল্লার মৃত্যু হয়। অপর গুলিবিদ্ধ ছাত্র রাকিব মোল্লাকে গ্রুতর অবস্থায় বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করায়। আগৈলঝাড়া থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. অলিউর ইসলাম জানিয়েছেন, একটি মাদকচক্র মাদকের চালান নিয়ে আসছে। এই সংবাদে বরিশাল র‌্যাবের একটি দল অভিযান চালায়। এসময় মাদক চক্রের সদস্যরা র‌্যাবের উপরে হামলা চালায়। র‌্যার পাল্টা হামলা চালায়। এসময় সিয়াম মোল্লা ও রাকিব মোল্লা নামের দুইজন মাদক ব্যবসায়ী গুলিবিদ্ধ হন।

তেঁতুলিয়ায় পার্টনার ফিল্ড স্কুলে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ, সুফল পাচ্ছে চাষীরা

তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড় প্রতিনিধি : পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় পার্টনার ফিল্ড স্কুলে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও উৎপাদন সুফল পাচ্ছে চাষীরা। উপজলো কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার প্রতিটি ইউনয়িনে পার্টনার ফিল্ড প্রকল্পের আওতায় স্কুল ও দলগঠণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম ২০২৩ সালের জুলাই মাসে শুরু ২০২৮ সালের জুন র্পযন্ত প্রকল্পের কার্যক্রম চলবে। প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশিপ এন্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশে (পার্টনার) প্রকল্পের আওতায় এই পার্টনার ফিল্ড স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি স্কুলে ২৫ জন কৃষক কৃষাণি নিয়ে একটি দল। তারা সপ্তাহে একদিন ৩ ঘন্টা করে স মোট দশ দিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্দশ্যে হলো কৃষকদের কৃষি কাজে স্মাট ও দক্ষ করে তোলা। পাশাপাশি পুষ্টি উন্নয়ন, উদ্যক্তো তৈরি ও পরিবেশবান্ধব চাষাবাদের নানা প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা। আজ মঙ্গলবার সকালে সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, তেঁতুলিয়া উপজেলায় গ্রামের বিভিন্ন সড়কের পাশে পালাস্টিক বেছানো চাদরে বসে খোলা জায়গায় বা কোন কৃষকের বাড়ির উঠানে হাতে খাতা কলম নিয়ে বিভিন্ন বয়সের কৃষক-কৃষাণীর দল ক্লাস করছে ।

উপস্থিত কৃষক-কৃষাণিরা জানান তাদের হাতে কলমে শেখানো হচ্ছে পুষ্টি উন্নয়ন, উদ্যক্তো তৈরি ও পরিবেশ বান্ধব চাষাবাদের নানান কলা কৌশল। অভিনয়ের মাধ্যমে শেখানো হয় সারের গুনাগুণ ও ব্যবহার। এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে কৃষক-কৃষাণিরা ফসলের রোগ বালাই দমন ও উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা ভূমিকা রাখছে। উপজলো কৃষি বিভাগের র্কমর্কতা ও উপসহকারী কৃষি র্কমর্কতাবৃন্দ স্কুলগুলো পরিচালনা করেন।

পথের ধারে ফুটে আছে বুনো ফুল। রণতিথা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

সৈয়দপুরে বাজার সিন্ডিকেটের কারণে বেড়েছে প্রতিটি মাছের দাম

সৈয়দপুর, নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর সৈয়দপুর মাছ বাজারে শক্ত সিন্ডিকেট । ওই সিন্ডিকেটের কারণে মাছের দাম বাড়তিমুখী। ফলে মাছ ব্যবসায়িদের কাছে জিম্মি সাধারণ ক্রেতারা। সৈয়দপুর মাছ বাজারে চলছে যেন দাম নিয়ে হুলিখেলা। কয়েক সপ্তাহ পুর্বেও ছিল মাছের দাম হাতের নাগালে। বর্তমানে সৈয়দপুর মাছের বাজারে সিন্ডিকেট শক্তিশালী। ফলে প্রকার ভেদে সকল প্রকার মাছের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। কেজিতে ৮০ টাকা পর্যন্ত দাম বাড়িয়ে বিক্রি করা হচ্ছে মাছ। বাজারে এক কেজি ছোট গছি মাছ বিক্রি করা হচ্ছে ৯শ টাকা। যা কয়েক সপ্তাহ আগেও ছিল ৪শ টাকা কেজি। টেংরা মাছের কেজি সাড়ে ৫শ থেকে ৮শ টাকা। ছোট পবদা কেজি ৪শ টাকা। মৌকা মাছের কেজি সাড়ে ৩শ টাকা। পুটি মাছ কেজি ৪শ টাকা। টাকি মাছ (সাটি মাছ) কেজি ৬শ টাকা। মাগুর মাছের কেজি ৯শ টাকা। শৌল ছোট কেজি ৮শ টাকা। তেলাপিয়া ২২০ টাকা,রুই ৪শ টাকা,কাতল ৩২০ টাকা,শিং ৬শ টাকা। ছোট ইলিশের কেজি বিক্রি করা হচ্ছে ১ হাজার ৪শ টাজা থেকে ২ হাজার ২শ টাকা পর্যন্ত। দামের বিষয়ে কোন কিছু বলতে গেলে অপমানিত হতে হয় ক্রেতাদের। অভিযোগ রয়েছে সৈয়দপুরে কতিপয় আড়তদার মাছের দাম বৃদ্ধির সাথে জড়িত। আর এদের সাথে তাল মিলিয়েছে কতিপয় খুচরা ব্যবসায়ী। মুলত এদের কারসাজিতে মাছের দাম বেড়েছে। ফলে সৈয়দপুরের মানুষ সিন্ডিকেটের খপ্পরে পড়ে বাজারে বেশী দামে মাছ ক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং ওই সকল অসৎ ব্যবসায়ির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ভোক্তা অধিকারের অভিযানের দাবি তুলেছেন সাধারণ মানুষ। সৈয়দপুর মাছ বাজারে ইলিশ ক্রয় করতে আসা নতুন বাবুপাড়ার আনোয়ার হোসেন ,কামারপুকুর ইউনিয়নের সরমংলার ফজলুল হক, বোতলাগাড়ি ইউনিয়নের বাদল ,সৈয়দপুর কাজীপাড়ার হাকিফুল ইসলাম এবং নিচু কলোনীর স্বপ্না জানান, দাম বেশির কারণে আমরা দেশের মানুষ জাতীয় মাছ ইলিশ খেতে পারি না। উচ্চবিত্তের মানুষজন ইলিশ খেতে পারলেও নিম্ন আয়ের মানুষজনের কাছে ইলিশ কেনা যেন স্বপ্নের মতো। এদিকে আড়তদার ও খুচরা বিক্রেতারা জানান, ইলিশ ধরা পড়ছে কম এবং আড়তগুলোতেই ইলিশের দাম চড়া। সৈয়দপুর বাজারে দেখা যায়, ৭শ থেকে ৯শ গ্রামের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার ৬শ্র টাকা কেজি দরে। ১ থেকে দেড় কেজি ইলিশের দাম ১ হাজার ৮শ্র থেকে ২ হাজার ২শ্র টাকা। সৈয়দপুর মাছ বাজার সমিতির সভাপতি আবুল কালাম জানান,এ শহরে মাছের বাজার রয়েছে ৩টি। সৈয়দপুর রেলওয়ে গেট বাজার,সৈয়দপুর আধুনিক পৌর মাছ বাজার ও রেলওয়ে বড় বাজার।

বিরলে ভারতে অনুপ্রবেশকালে বিজিবির হাতে আটক ১

বিরল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের বিরলের সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের সময় এক বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে এনায়েতপুর সীমান্ত ফাঁড়ির বিজিবির সদস্যরা। আটক ওই ব্যাক্তি ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলার ২ নং নেকমরদ ইউনিয়নের কয়ন্যাট ঠেলিয়াপাতার গ্রামের গরবড়ু এর ছেলে প্রদীপ কুমার ডিপজল (২৫)। এ ব্যাপারে হাবিলদার মাসুদ রানা বাদী হয়ে বিরল থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। ৪২ বিজিবি, ই- কোম্পানী দিনাজপুরের বিরল উপজেলার এনায়েতপুর সীমান্ত ফাঁড়ীর হাবিলদার মাসুদ রানা, নায়েক নুরজ্জামান, নায়েক ফরহাদ, ল্যান্সঃ নায়েক মফিজুল ইসলামসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ৭৮ সি/১০ সীমান্ত মেইন পিলার ৩২১/৫ এস এর নিকট দিয়ে একজন পুরুষ বাংলাদেশ হতে ভারতে অনপ্রবেশ করলে বিএসএফ তাদের ধাওয়া করে।

চিরিরবন্দরে আত্রাই নদীর চরে কুমড়া চাষে লাভবান চাষি

চিরিরবন্দর, দিনাজপুর প্রতিনিধি : এক সময়ের খরস্রোতা আত্রাই নদীর চরে এখন কুমড়াসহ ধান চাষ হচ্ছে। মনে হবে নদীর চরে কুমড়াবাড়ি। কীটনাশক প্রয়োগ ছাড়াই বাণিজ্যিকভাবে কুমড়া চাষ করে লাভের আশা করছেন চাষিরা। কুমড়া চাষে সফলতার কারণে চিরিরবন্দর উপজেলার আত্রাই নদীর দো-মুখার ঘাট এলাকার চরটিকে এখন সকলেই কুমড়াবাড়ি বলে ডাকেন। চরের ৪-৫ একর জমি এখন কুমড়াসহ বিভিন্ন ফসলের চাষ হচ্ছে। আত্রাই নদী দিনাজপুরের চিরিরবন্দর ও খানসামা উপজেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এ নদীর দুই পাড়ের চরেই চলছে কুমড়াসহ বিভিন্ন ফসল চাষ। এ নদীতে সদর উপজেলার ফাজিলপুর ইউনিয়নের ঝানজিরা গ্রামের বাঁশগাড়ি সাওতালপাড়ার অধিবাসী তাপস, কাঞ্চন, মিঠুন, মোহন নদীর চরে কুমড়া চাষ করেন এবং নিজেরাই তা বিক্রি করেন। কুমড়া চাষ করেই তারা সচ্ছলভাবে সংসার চালাচ্ছেন। এবছর কুমড়াচাষে তারা ভালো লাভের আশা করছেন। কৃষকেরা জানান, খরস্রোতা আত্রাই নদীর এ চরে কার্তিক মাস থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত কুমড়া ভালোভাবে চাষ করা যায়। অল্প পরিচর্যা ছাড়া কোনো প্রকার কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না।

গজারিয়া জিলাপি খেয়ে অসুস্থ পাঁচ বছরের শিশু, গ্রেফতার ১

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় চর বাউশিয়া জিলাপি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে পাঁচ বছরের একফরাজীকান্দি গ্রামে মিলাদের জিলাপি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে পাঁচ বছরের এক শিশু। এদিকে জিলাপির ভেতর ট্যাবলেট জাতীয় কিছু পাওয়া যাওয়ায় এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজন আটক করেছে পুলিশ। আটককৃত ব্যক্তির নাম সলিমুল্লাহ (৩৫)। সে গজারিয়া উপজেলার চর বাউশিয়া ফরাজীকান্দি গ্রামের সুলতান মিয়ার ছেলে বলে জানা গেছে। ভুক্তভোগী শিশুটির নাম সাহারা আক্তার (৫)। সে গজারিয়া উপজেলার ইমামপুর ইউনিয়নের যষ্টিতলা গ্রামের কাতার প্রবাসী কামাল হোসেনের মেয়ে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ভুক্তভোগী শিশুটির মা মণি বেগম বলেন, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমার বাবা মাহফুজুর রহমানের সাথে প্রতিবেশী সুলতান মিয়ার পরিবারের বিরোধ ছিল।

ক্ষেতলালে অনলাইন পোর্টালের সম্পাদক ও প্রকাশক রাশেদ গ্রেপ্তার

এফএনএস (ক্ষেতলাল, জয়পুর হাট) : জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল হতে প্রকাশিত অনিবন্ধিত অনলাইন পোর্টাল সকালের সংযোগ২৪ এর সম্পাদক ও প্রকাশক রাশেদ খান মিলনকে গ্রেপ্তার করেছে। মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার নিশ্চিন্তা বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে ক্ষেতলাল থানা পুলিশ। দ্বায়িত্বশীলসুত্রে জানা যায়, ঢাকার এক নারী সঙ্গীত শিল্পীর একটি ইউটিউব চ্যালেন দেখভাল করতো রাশেদ। ওই ইউটিউব চ্যানেলটির ভ্যালুয়েশন ছিল প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। একসময় রাশেদ চ্যানেলটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ওই চ্যানেলের সকল গানের ভিডিও ডিলিট করে দেয়। এ নিয়ে ওই নারী শিল্পী রাশেদের বিরুদ্ধে ক্ষেতলাল থানায় অভিযোগ করেন। থানায় দুই পক্ষকে নিয়ে কয়েকবার বৈঠকও করা হয়। কিন্তু এর সুরাহা না হওয়ায় ওই নারী ঢাকার সাইবার আদালতে মামলা করেন। সেই মামলায় আদালত ওয়ারেন্ট জারি করলে ক্ষেতলাল থানা পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠান।

কুষ্টিয়ায় নিখোঁজ তিন নারী ও শিশু ঢাকার বাড্ডা থেকে উদ্ধার

কুষ্টিয়া প্রতিনিধিঃ কুষ্টিয়ার মিরপুর থেকে তিন নারী ও এক শিশু নিখোঁজ এর একদিন পর তাদের রাজধানীর বাড্ডা থেকে উদ্ধার করেছে মিরপুর থানা পুলিশ। মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে নিখোঁজ তিন নারী ও এক শিশু বাচ্চাকে উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধারকৃত ব্যক্তিরা হচ্ছে, উপজেলার তালবাড়িয়া পশ্চিম রানাখড়িয়া এলাকার আবুদর রাজ্জাক এর কণ্যা আফরোজা খাতুন(১৬), মোঃ রানা এর কণ্যা অথৈই খাতুন(১৭), মোঃ আরিফুল ইসলাম এর কণ্যা আনিকা খাতুন (২১) ও তার নাতি ছেলে মোঃ আনাছ (১৯মাস)। মিরপুর থানা সূত্রে জানা যায়, মিরপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক তদন্ত আব্দুল আজিজ ও এসআই শরিফুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স তথ্য প্রযুক্তি সহায়তায় রাজধানীর বাড্ডা এলাকার একটি বাসা থেকে তাদের উদ্ধার করে। এসময় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ জানা যায়, তাহারা পরিবারের অবহেলার স্বীকার এবং নিজেরা আয়-রোজগার করে স্বাবলম্বী হওয়ার আশায় পরিবারের সদস্যদের সেভেন-আপ এর মধ্যে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বাড়ী থেকে পালিয়েছিল। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মিরপুর থানার ওসি মমিনুল ইসলাম বলেন, সোমবার অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে আমরা কাজ শুরু করি। অতঃপর মিরপুর থানার চৌকস একটি অভিযানীক দল রাজধানীর মধ্য বাড্ডা থেকে তাদের উদ্ধার করে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাদের পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হবে। উল্লেখ্য রোববার (২০ এপ্রিল) দিবাগত রাতে সেভেন-আপ এর মধ্যে চেতনানাশক খাইয়ে একই পরিবারের তিন নারী সহ শিশু নিখোঁজের ঘটনা ঘটেছিল।

যমুনা নদীতে মাছ শিকারে যাচ্ছেন তাঁরা। চন্দনবাইশা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

চিলমারীতে চরাঞ্চলে রসুনের বাম্পার ফলন

চিলমারী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের চিলমারীতে ব্রক্ষ্মপুত্র নদের চরাঞ্চলে এবারে রসুনের বাম্পার ফলন হয়েছে। বাজারে রশুনের ভালো দাম পেয়েও খুশি কৃষক। বিনা হাল-চাষে রশুনের আবাদে এ অঞ্চলে কৃষকের জীবন পাল্টে দিয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে ব্রক্ষ্মপুত্র নদের চরাঞ্চলে রসুনের আবাদ হচ্ছে। বিশেষ করে উপজেলার থানাহাট ইউনিয়নের রাজারভিটা, পুটিমারী কাজলডাঙ্গা, হাটিথানা, মাঝস্থল রমনা ইউনিয়নের গুরুতিপাড়া, উত্তর রমনা, টোনগ্রাম ও পাত্রখাতা এলাকায় অন্যান্য ফসলের চাষ কমিয়ে রসুনের আবাদে ঝুঁকেছেন কৃষক। এ আবাদে উৎপাদন খরচ কম লাভ বেশি। বন্যা কিংবা খরার ভয় নেই। আমন ধান কাঁটার পর কাদামাটিতে কোন প্রকার হালচাষ করা ছাড়াই রশুনের বীজ রোপণ করেন কৃষকরা। চলতি বছর বাজারে রসুনের দাম ভালো পাচ্ছেন কৃষক। সরেজমিনে মঙ্গলবার উপজেলার জোড়গাছ বাজারে গিয়ে দেখা যায়, প্রতি মণ রসুন বিক্রি হচ্ছে ৩হাজার ৫শ থেকে ৩হাজার ৮শ টাকায়।

ক্ষেতলালে পুকুর খনন করে মাটি বিক্রির দায়ে জরিমানা

ক্ষেতলাল, জয়পুর হাট প্রতিনিধি : জয়পুরহাটের ক্ষেতলালে অবৈধভাবে পুকুর খনন করে মাটি বিক্রি ও রাস্তা নষ্টের অপরাধে ২২ এপ্রিল মঙ্গলবার বেলা ২টায় এক ব্যক্তি পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) জিন্নাত আরা। জানাগেছে, ক্ষেতলাল উপজেলার মামুদপুর ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রামের পুকুর মালিক আব্দুল ওহাব ভাড়া করা এক্সকেভেটর (ভেকু) মেশিন দিয়ে অবৈধভাবে পুকুর খনন করে ট্রাকলরি যোগে দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকার বিভিন্ন যায়গায় মাটি বিক্রি করে আসছে। এতে ওই এলাকার গ্রামীন রাস্তা ঘাট ভেঙ্গে পরে। জনসাধারণ চলাচলে দূর্ভোগের সৃষ্টি হয়। ওই সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচলে বিঘ্নিত হওয়ার অভিযোগে সরেজমিনে ঘটনাস্থলে অভিযান চালিয়ে ওই পুকুর মালিকের এ জরিমানা করে। উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) জিন্নাত আরা বলেন, ক্ষেতলাল উপজেলায় কিছু মাটি বিক্রেতা নিয়ম বহির্ভূত পুকুর খনন করে আসছিল। এমন অভিযোগে মাটি বিক্রির অপরাধে দুই ব্যক্তিকে জরিমানা করা হয়েছে।

চট্টগ্রামে প্রকাশ্যে বিএনপি কর্মীকে গুলি করে হত্যা

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : চট্টগ্রাম: চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায় তিনদিনের ব্যবধানে আবারো বিএনপির এক কর্মীকে প্রকাশ্যে গুলি করে খুনের ঘটনা ঘটেছে। এই খুনের ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের শমসের নগর এলাকায় ওই খুনের ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনায় এখনো কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। খুনের শিকার মো. ইবরাহীম (২৬) নামে ওই যুবক বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর অনুসারী হিসেবে পরিচিত বলে স্থানীয় এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে। এর আগে শনিবার রাতে রাউজানের বাগোয়ান ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের গরিব উল্লাহপাড়া গ্রামে মুহাম্মদ মানিক আবদুল্লাহ (৩৬) নামে এক যুবদল কর্মীকে গুলি করে খুন করা হয় । তিনিও বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর অনুসারী ছিলেন। রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, বিএনপির অন্তঃকোন্দলে এ ঘটনা ঘটেছে। আমরা লাশ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (চমেক) পাঠিয়েছি। এ ঘটনায় আরও এক যুবক পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাকেও চমেকে পাঠানো হয়েছে। রাউজানের শীর্ষসন্ত্রাসী রায়হানের নেতৃত্বে এ খুনের ঘটনা ঘটেছে। ইবরাহীমের মাথার পেছনে গুলি লেগেছে। সে আগে ছাত্রদল করত। এখন কি করে সেটা স্পষ্ট বলতে না পারলেও সে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল।’ তিন দিনের ব্যবধানে দুইটি দলীয় কর্মী খুনের ঘটনায় বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে চরম উত্তেজনা এবং ক্ষোভ বিরাজ করছে। এদিকে ঘটনাস্থলে থাকা আবদুল হালিম নামে এক যুবদল নেতা সাংবাদিকদের বলেন, ‘ইবরাহীম আমার ভাতিজা হয়। আমরা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছিলাম। সিএনজিচালিত অটোরিকশা করে ১০ থেকে ১৫ জনের একদল সন্ত্রাসী ইব্রাহিমকে মাথায় গুলি করে দ্রুত চলে যায়। আমরাও যে যেদিকে পেরেছি পালিয়ে গিয়েছি। রাউজানে আর কত রক্ত ঝরলে, আর কত প্রাণ গেলে এসব বন্ধ হবে। আমরা এর সঠিক বিচার চাই।’

পাকুন্দিয়ায় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা

পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় মাসিক আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. বিল্লাল হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মামুন সরকার, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. নূরে আলম খান, থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. সাখাওয়াৎ হোসেন, পাকুন্দিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি আছাদুজ্জামান খন্দকার, সাংগঠনিক সম্পাদক ক.ম. মুহিবুল্লাহ বচ্চন, চরফরাদী ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান, চন্ডিপাশা ইউপি চেয়ারম্যান শামছুদ্দিন প্রমুখসহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ।

১৬ মন জাটকা জব্দ

বরিশাল প্রতিবেদক : জেলার হিজলা ও মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন নদীতে মৎস্য অধিদপ্তর, কোস্ট গার্ড ও নৌ-পুলিশের যৌথ অভিযানে ১৬ মন জাটকাসহ একটি ট্রলার ও ৯৭ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার মোহাম্মদ আলম তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, জব্দকৃত জাটকা পাঁচটি এতিমখানায় বিতরণ ও কারেন্ট জাল পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, যৌথ অভিযানে অন্যান্যদের মধ্যে কোস্ট গার্ড হিজলা উপজেলার কন্টিনজেন্ট কমান্ডার মো. হুসনুর জামান সালামী এবং নৌ-পুলিশ হিজলার অফিসার ইনচার্জ মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

বকেয়া বেতনের দাবিতে বিসিসির কর্মচারীদের সড়ক অবরোধ

বরিশাল প্রতিবেদক : ১৬০ জন শ্রমিককে পুনর্বহাল করা ও বকেয়া দুই মাসের বেতনের দুই দফা দাবিতে দিকে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) চাকরিচ্যুত কর্মচারীরা। ঘণ্টাব্যাপী সড়ক অবরোধের ফলে নগরীর অভ্যন্তরের ফজলুল হক অ্যাভিনিউ এবং গির্জা মহল্লা এলাকার যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাত্রীদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। বিক্ষুব্ধদের দাবি, বিনা নোটিশে কোন প্রকার সার্ভিস বেনিফিট বা গ্র্যাচুইটি ব্যবস্থা না করে দৈনিক মজুরি ভিত্তিক ১৬০ জন কর্মচারীদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। তারা আরও বলেন, শ্রম আইন অনুযায়ী একজন শ্রমিক চাকরির ছয় মাস অতিবাহিত হলে কর্তৃপক্ষ তাকে স্থায়ী না করলেও সে আইনের চোখে স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু শ্রম আইনের তোয়াক্কা না করে বরিশাল পৌরসভা থেকে অদ্যবর্ধি প্রায় ৩৫ বছর ধরে চাকরি করা শ্রমিকদেরও বিনা নোটিশে ছাঁটাই করা হয়েছে। শ্রমিকদের এ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে একাত্মতা প্রকাশ করে অংশগ্রহণ করেন বাসদের জেলা আহ্বায়ক ডা. মনীষা চক্রবর্তীসহ বিভি-ন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা। এ ব্যাপারে বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল বারি জানান, দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারীদের বয়স ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে চলে যাওয়ায় তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর বাহিরে কোন যৌক্তিক দাবি থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করে দ্রুত সমাধান করা হবে।

নলকূপের পানির সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে পান করে অসুস্থ ৬ শিশু

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : খেলার সময় নলকূপের পানির সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে পান করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ৬ শিশু। আহত শিশুরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার কাচারীতলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।ে আক্রান্ত শিশুদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে ভর্তি শিশুরা হলো কাচারীতলা গ্রামের কামিরুল শাহের ছেলে হোসাইন শাহ (৪), সাইফুল শাহের মেয়ে মরিয়ম (৮), সাগর খার ছেলে আব্দুল্লাহ (৩), হাসান মন্ডলের মেয়ে জান্নাতুল(১০),রতন শাহের ছেলে রোকেয়া (১০) ও মারুফ শাহে ছেলে মার্ফিয়া (৬)। তাদের শারীরিক অবস্থা শঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক ।শিশুদের স্বজনরা জানান,কাচারীতলা গ্রামের রমজান মন্ডল সোমবার দুপুরের পর ঘাস নিধনের কীটনাশক জমিতে ছিটিয়ে বোতল ফেলে দিয়ে পাশের আম বাগানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। পরে বিকেলে কয়েকজন শিশু খেলার সময় না বুঝে অসতর্কতা বশত বোতলের কীটনাশক রাস্তার পাশের নলকূপের ভেতরে পানিতে মিশিয়ে দেয়। পরে তারা ওই পানি পান করে ।সন্ধ্যার দিকে কামিরুল শাহের ছেলে হোসাইনের পেটে ব্যথা শুরু হয়। তখন ওই শিশুর সঙ্গে কথা বলে নলকূপের ধারে গিয়ে কীটনাশকের বোতল পান অভিভাবকরা। পরে শিশুটিকে হরিণাকন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে রাত ৯ টার পরে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ।এদিকে রাতেই কীটনাশক মেশানো পানি পান করা অপর পাঁচ শিশুর পেটে ও গলা ব্যথা, বমি শুরু হয়। রাতেই তাদের সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শিশু হোসাইন এর মা মমতাজ খাতুন বলেন, ছেলের পেট ব্যথা শুরু হলে হরিনাকুন্ডু হাসপাতালে নিয়ে যাই। পরে সেখান থেকে ডাক্তার সদর হাসপাতালে পাঠান। সদর হাসপাতালে ওয়াশ করে বিষ বের করা হয়েছে ।আহত শিশুর বাবা মারুফ শাহ বলেন, মেয়েটার হঠাৎ করেই সন্ধ্যার পর পেটে ও গলায় ব্যথা শুরু হয়। এর কিছুক্ষণ পর বমি করতে থাকে।

তখনই সদর হাসপাতালে নিয়ে আসি। এখন মেয়েটা একটু স্বুস্থ আছে। ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. মেহেদী ইসলাম টিটু বলেন, শিশুরা বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে এসেছে। তাদের শারীরিক অবস্থা শঙ্কামুক্ত মনে হচ্ছে। অধিকতর পর্যবেক্ষণের জন্য শিশুদের হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে।

নড়াইলে দাড়ার খাল পুনঃখনন কার্যক্রমের উদ্বোধন

নড়াইল প্রতিনিধি : নড়াইল সদর উপজেলার বিছালী ইউনিয়নের বনখলিশাখালী এলাকায় দাড়ার খাল পুনঃখনন কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। সফল ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের আওতায় এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। রাজকীয় নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের আর্থিক সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ওসলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়া এবং সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের আয়োজনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন-জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তার জাহান। তিনি বলেন, খাল ও পুকুর সংস্কার খুব ভালো উদ্যোগ। এতে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমবে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা হবে। খালটি পুনঃখনন করার মাধ্যমে এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন। কৃষির উন্নয়ন হবে।

পজেলার তেলিখাল এলাকায় প্রথমবারের মতো ভুট্টা চাষ করা হয়েছে। খেত থেকে ভুট্টা তোলা হচ্ছে। কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট।

উইজডেন স্বীকৃতি ২০২৫: বিশ্ব ক্রিকেটের মঞ্চে ভারতের জোড়া সাফল্য

স্পোর্টস ডেস্ক : ক্রিকেটের বাইবেল খ্যাত উইজডেন ক্রিকেটার্স অ্যালমানাক-এর ১৬২তম সংস্করণে জায়গা করে নিয়েছে বছরের সেরা পারফরমাররা। ২০২৪ সালের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে পুরুষ ও নারী বিভাগে শীর্ষ সম্মান কুড়িয়ে নিয়েছেন ভারতের দুই ক্রিকেটার- জসপ্রিত বুমরাহ ও স্মৃতি মান্ধানা। পাশাপাশি বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার হয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের মারকুটে ব্যাটার নিকোলাস পুরান।গায়ের পোশাক বা বলের রঙ যাই হোক, গত বছর ভারতীয় পেসার জসপ্রিত বুমরাহ ছিলেন বল হাতে যেন এক অনন্য শিল্পী। বিশ্বের একমাত্র বোলার হিসেবে ২০ রানের নিচে গড়ে টেস্টে ২০০ উইকেট নেওয়ার বিরল কীর্তি গড়েছেন তিনি। পুরো বছরজুড়ে তার বোলিং ছিল কার্যকর, ধারাবাহিক এবং নির্ভরতার প্রতীক। বিশেষ করে ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয় বুমরাহর অবিশ্বাস্য বোলিং ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। সেই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজেও ১৩.০৬ গড়ে ৩২ উইকেট নিয়ে চমক দেখান। উইজডেন সম্পাদক লরেন্স বুথ লেখেন, "Quite simply the star of the yearÓ। বুমরাহ উইজডেনের 'লিডিং ক্রিকেটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড' হওয়ার মধ্য দিয়ে এই সম্মান পাওয়া চতুর্থ ভারতীয় ক্রিকেটার হলেন। এর আগে এই তালিকায় ছিলেন শেবাগ, শচীন ও কোহলি। নারী ক্রিকেটে ভারতের স্মৃতি মান্ধানা গত বছর যেন ছিলেন একার রাজ্যে। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে করেছেন ১,৬৫৯ রান, যা নারীদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক পঞ্জিকা বর্ষে সর্বোচ্চ। রয়েছে চারটি ওয়ানডে সেঞ্চুরি, একটি টেস্ট ইনিংসে ১৪৯ রান এবং আইপিএলে বেঙ্গালুরুর প্রথম শিরোপা জয়ের কৃতিত্বপূর্ণ নেতৃত্ব।

লরিয়াসের মঞ্চে স্প্যানিশ আধিপত্য উদীয়মান ইয়ামাল, শ্রেষ্ঠ রিয়াল

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডসে এবছর স্প্যানিশ ফুটবলের জয়জয়কার। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে আয়োজিত জমকালো অনুষ্ঠানে বর্ষসেরা উদীয়মান খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন বার্সেলোনার তরুণ তারকা লামিন ইয়ামাল। আর বর্ষসেরা দলের সম্মাননা পেয়েছে তারই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই ফুটবল বিশ্বে নিজের প্রতিভার উজ্জ্বল ছাপ রেখে ইয়ামাল জিতে নিয়েছেন এই সম্মানজনক পুরস্কার। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন অ্যাথলেটিকসের জুলিয়েন আলফ্রেড ও লেসলি টেবোগো, সাঁতারু সামার ম্যাকিনটশ এবং এনবিএ তারকা ভিক্টর ওয়েম্বানিয়ামা। তবে প্রতিভা ও পারফরম্যান্সে সবাইকে ছাপিয়ে যান ইয়ামাল। ২০২৪ সালে ক্লাবের হয়ে ৪৬ ম্যাচে ১৪ গোল ও ২১ অ্যাসিস্ট এবং জাতীয় দলের হয়ে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে এক গোল ও এক অ্যাসিস্টে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তিনি। এমন সাফল্য খুব অপ্রত্যাশিত নয়। কারণ ইয়ামাল এর আগেও অনূর্ধ্ব-২১ বয়সীদের জন্য বরাদ্দ দুটি সর্বোচ্চ স্বীকৃতি–'গোল্ডেন বয়' এবং 'কোপা ট্রফি' জিতে কনিষ্ঠতম হিসেবে ইতিহাসে নাম লিখিয়েছেন। তবে পুরস্কার গ্রহণের জন্য লরিয়াসের মঞ্চে হাজির হতে পারেননি ইয়ামাল। কারণ, তার ক্লাব বার্সেলোনা ঠিক পরের দিনই ঘরের মাঠে লা লিগায় মায়োর্কার মুখোমুখি হয়, যার জন্য অনুশীলনে ব্যস্ত ছিলেন এই প্রতিভাবান তরুণ। অন্যদিকে, দলের সম্মিলিত সাফল্যে শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ২০২৪ সালে ক্লাবটি জয় করেছে স্প্যানিশ লা লিগার রেকর্ড ৩৬তম শিরোপা এবং উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রেকর্ড ১৫তম শিরোপা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উয়েফা সুপার কাপ ও ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের মতো আন্তর্জাতিক ট্রফিও। এ অসামান্য অর্জনের ফলে বর্ষসেরা ক্লাবের মুকুট উঠেছে কার্লো আনচেলত্তির শিষ্যদের মাথায়। লরিয়াস অ্যাওয়ার্ডে এবার মোট সাতটি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন বিশ্বের ৭০টিরও বেশি দেশের ক্রীড়া সাংবাদিক ও লরিয়াস স্পোর্টস অ্যাকাডেমির সদস্যরা। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে রয়েছেন সুইডেনের পোল ভল্টার মন্ডো ডুপ্ল্যান্টিস (বর্ষসেরা পুরুষ ক্রীড়াবিদ), মার্কিন জিমন্যাস্ট সিমোনা বাইলস (বর্ষসেরা নারী ক্রীড়াবিদ), স্পোর্টিং আইকন রাফায়েল নাদাল এবং আজীবন সম্মাননায় ভূষিত মার্কিন সার্ফার কেলি স্লাটার।

গিলেস্পি-পিসিবি দ্বন্দ্ব আইসিসির দরজায়

এফএনএস স্পোর্টস: পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) ও তাদের সাবেক প্রধান কোচ জেসন গিলেস্পির মধ্যকার টানাপোড়েন এখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলোচনার বিষয়। বকেয়া পাওনা, চুক্তি লঙ্ঘন ও পারস্পরিক অভিযোগের জটিল এই বিরোধ পৌঁছে গেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) দফতরে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে হঠাৎ করেই পদত্যাগ করেন গিলেস্পি। তার অভিযোগ, বোর্ড তার চুক্তিভুক্ত আর্থিক সুবিধা পরিশোধ করেনি। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়ের জন্য যে বোনাসের প্রতিশ্রুতি তাকে দেওয়া হয়েছিল, তা আজও বকেয়া। শুধু তাই নয়, তার সহকারী টিম নিলসেনের চুক্তি নবায়ন না করা এবং তাকে নির্বাচক প্যানেল থেকে বাদ দেওয়াকেও চুক্তি লঙ্ঘনের অংশ হিসেবে দেখছেন তিনি। তবে গিলেস্পির এই অভিযোগকে একপেশে বলেই মনে করছে পিসিবি। বোর্ডের দাবি, গিলেস্পি চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে হঠাৎ পদত্যাগ করেছেন। চুক্তি অনুযায়ী, দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হলে তাকে অন্তত চার মাস আগে নোটিশ দিতে হতো, যা তিনি করেননি। পিসিবির মুখপাত্র জানান, 'এ ধরনের আচরণ চুক্তিভঙ্গের শামিল, তাই আমরা তার আর্থিক দাবিগুলো বিবেচনায় নিচ্ছি না।' বোর্ড আরও জানায়, তারা গিলেস্পির প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং ঘটনার ব্যাখ্যা চেয়েছে। গিলেস্পির পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। এই আর্থিক বিরোধ এখন আইসিসির নজরে থাকলেও তারা এ ধরনের চুক্তিভিত্তিক অর্থনৈতিক ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে কি না, তা এখনো পরিষ্কার নয়। কারণ, আইসিসি সাধারণত খেলোয়াড়দের ও ম্যাচ সংক্রান্ত শৃঙ্খলাভঙ্গের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে; কোচিং বা প্রশাসনিক চুক্তি সংশ্লিষ্ট আর্থিক বিবাদে নয়। গিলেস্পি জানিয়েছেন, পাকিস্তান ক্রিকেটে কোচিং করার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এতটাই হতাশ হয়েছেন যে ভবিষ্যতে আর পূর্ণকালীন কোচ হিসেবে কাজ করার আগ্রহও হারিয়ে ফেলেছেন। উইজডেন পডকাস্টে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'পাকিস্তানে কাজ করে আমার কোচিংয়ের স্বাদই মিটে গেছে।' তিনি আরও যোগ করেন, তার ভূমিকা ক্রমেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল 'ম্যাচডে স্ট্র্যাটেজিস্ট' হিসেবে–যা তার চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।

ব্রাউনহিলের জোড়া গোলে বার্নলির উল্লাস, প্লে-অফে ভরসা হামজাদের

স্পোর্টস ডেস্ক : ইংলিশ ফুটবলের চমকপ্রদ সন্ধ্যায় চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে সরাসরি প্রিমিয়ার লিগে জায়গা করে নিয়েছে বার্নলি ও লিডস ইউনাইটেড। তবে শীর্ষ লিগে ফেরার স্বপ্ন আপাতত আটকে গেল হামজা চৌধুরীর শেফিল্ড ইউনাইটেডের। টার্ফ মুরে গত সোমবার রাতে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বার্নলির কাছে ২-১ গোলে হেরে যায় তারা। অন্যদিকে, স্টোক সিটিকে ৬-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়ে লিডস নিশ্চিত করেছে তাদের শীর্ষস্থান।

ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে সরাসরি প্রিমিয়ার লিগে উঠতে হলে দলগুলোকে থাকতে হয় টেবিলের শীর্ষ দুইয়ে। ৪৪ ম্যাচ শেষে বার্নলি ও লিডসের পয়েন্ট সমান ৯৪ হলেও গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় লিডস আছে এক নম্বরে। তৃতীয় স্থানে থাকা শেফিল্ড ইউনাইটেডের সংগ্রহ ৮৬ পয়েন্ট। বাকি দুই ম্যাচ জিতলেও তাদের সর্বোচ্চ পয়েন্ট হবে ৯২, যা লিডস কিংবা বার্নলিকে টপকাতে যথেষ্ট নয়। টার্ফ মুরে সোমবার রাতের ম্যাচে বার্নলির হয়ে নায়ক হয়ে ওঠেন মিডফিল্ডার জোশ ব্রাউনহিল। ম্যাচের ২৮ মিনিটে জোরালো এক শটে প্রথম গোল করেন তিনি। যদিও ৩৭ মিনিটে টম ক্যাননের গোলে সমতায় ফেরে শেফিল্ড ইউনাইটেড। তবে বিরতির ঠিক আগে, ৪৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করে বার্নলিকে আবারও এগিয়ে দেন ব্রাউনহিল। এরপর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি শেফিল্ড। হতাশাজনক হারের পরও প্রিমিয়ার লিগে ফেরার স্বপ্ন এখনো টিকে আছে হামজা চৌধুরীর দলের। চ্যাম্পিয়নশিপের নিয়ম অনুযায়ী, টেবিলের তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ স্থানে থাকা দলগুলো খেলবে প্লে-অফ। সেখান থেকে বিজয়ী একটি দল সুযোগ পাবে প্রিমিয়ার লিগে উঠার। শেফিল্ডের সামনে এখন সেই শেষ সুযোগ। তবে দুটি ম্যাচেই জিততে হবে তাদের, যার প্রতিপক্ষ এখনও নির্ধারিত হয়নি। লিগে ২৬ এপ্রিল শেফিল্ডের পরবর্তী ম্যাচ স্টোক সিটির বিপক্ষে।

বাবা কিংবদন্তি, মা অজানা– রহস্যে মোড়া রোনালদোর ছেলের জন্মকাহিনি

স্পোর্টস স্কি : ফুটবল বিশ্বে তিনি এক জীবন্ত কিংবদন্তি। পাঁচবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর সাফল্যগাথা যেন শেষই হচ্ছে না। এখনো মাঠে দুর্দান্ত পারফর্ম করছেন, আর সামনে তাকিয়ে

আছেন এক হাজার গোলের মাইলফলকের দিকে। তবে মাঠের বাইরেও রোনালদোকে ঘিরে যে আরেক রহস্য দীর্ঘদিন ধরে আলোচনায়, তা হলো–তার বড় ছেলে রোনালদো জুনিয়রের মায়ের পরিচয়। ১৪ বছর বয়সেই বিশ্বজুড়ে পরিচিত হয়ে উঠেছে রোনালদো জুনিয়র। বাবার ছায়া ধরে তার ফুটবল ক্যারিয়ারও এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে সৌদি আরবের আল নাসর অনূর্ধ্ব-১৫ দলে খেলছেন তিনি। তার খেলোয়াড়ি প্রতিভা দেখে অনেকে বলছেন, ভবিষ্যতে বাবার রাজত্বই হয়তো টিকিয়ে রাখবে এই কিশোর। তবে তার জন্মকাহিনিই যেন সবচেয়ে রহস্যময় অধ্যায়। ২০১০ সালের ১৭ জুন যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া রোনালদো জুনিয়রের মায়ের পরিচয় আজও অজানা। জন্মের পরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রোনালদো ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'বাচ্চার মায়ের চাওয়ায় এবং দুই পক্ষের সম্মতিতে তার পরিচয় গোপন রাখা হবে।' সেই থেকে কেটে গেছে প্রায় দেড় দশক, কিন্তু রহস্য কাটেনি। রোনালদো তার ছেলেকে সেই সত্য জানিয়েছেন কি না, সেটিও জানা যায়নি। তবে ২০১৫ সালে ব্রিটিশ টক শো দ্য জোনাথন রস শো-তে রোনালদো বলেছিলেন, "ক্রিশ্চিয়ানো যখন বড় হবে, তখন আমি তাকে অবশ্যই সত্যটা জানাব। কারণ সে আমার ছেলে এবং এটা তার প্রাপ্য।" রোনালদো জুনিয়রের বয়স এখন ১৪। ২০২৪ সালের জুনে তার ১৫তম জন্মদিন। অনেকে মনে করছেন, এবার হয়তো জানা যাবে সেই বহু প্রতীক্ষিত সত্য–কে এই কিশোরের জন্মদাত্রী? এই কিশোর এখন পাঁচ ভাইবোনের বড় ভাই। ২০১৭ সালে সারোগেট মাদারের মাধ্যমে যমজ এভা ও মাতেও-এর জন্ম হয়। এরপর জর্জিনা রদ্রিগেজের গর্ভে জন্ম নেয় অ্যালানা। ২০২২ সালে আসে আরও দুই যমজ–বেলা ও অ্যাঞ্জেল। তবে দুঃখজনকভাবে, অ্যাঞ্জেল জন্মের পরপরই মারা যায়। বাকিরা সবাই একসঙ্গে বড় হচ্ছে। জর্জিনাকে রোনালদো জুনিয়র দীর্ঘদিন ধরেই 'মা' বলে ডাকে এবং মা হিসেবেই মানে। রোনালদো সব সময় চেষ্টা করেছেন তার সন্তানদের নিরাপদ, নির্ভর ও ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশে বড় করতে।

লাইফস্টাইল

কুমড়ার বীজ খেলে ডায়াবেটিস রোগীদের যেসব উপকার হয়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন যে একটি সাধারণ খাবার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করতে পারে? হ্যাঁ, কুমড়ার বীজ হতে পারে সমাধান! এই ক্ষুদ্র বীজ গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি এবং যৌগে পূর্ণ যা ডায়াবেটিস রোগীদের উপকার করতে পারে। এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে, ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং আরও অনেক কিছু করতে সাহায্য করে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, কুমড়ার বীজের কিছু উপকারিতা সম্পর্কে- ১. রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, কুমড়ার বীজের গ্লাইসেমিক সূচক কম থাকে, তাই এটি রক্তে শর্করার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটায় না। এই বীজে ম্যাগনেসিয়াম পূর্ণ, যা গ্লুকোজ বিপাক নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। ২০১৮ সালে সুস্থ প্রাপ্তবয়স্কদের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে যারা ৬৫ গ্রাম (প্রায় ২ আউন্স) কুমড়ার বীজ দিয়ে খাবার খেয়েছিলেন তাদের উচ্চ কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবারের পরে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে গিয়েছিল। ২. হজম উন্নত করে, ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার অপরিহার্য কারণ এটি হজম এবং কার্বোহাইড্রেটের শোষণকে ধীর করে দেয়, রক্তে শর্করার দ্রুত বৃদ্ধি রোধ করে। কুমড়ার বীজে উচ্চ ফাইবার থাকে, যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং স্বাস্থ্যকর হজম নিশ্চিত করে। ফাইবার দীর্ঘ সময় ধরে তৃপ্ত রাখে, অতিরিক্ত খাওয়া এবং ওজন বৃদ্ধির ঝুঁকি কমায়, যা ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনায় বেশ

গুরুত্বপূর্ণ। ৩. ওজন কমাতে সাহায্য করে, ডায়াবেটিস রোগীদের তাদের ওজন সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত কারণ অতিরিক্ত ওজন ইনসুলিন প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে। আপনার খাদ্যতালিকায় কুমড়ার বীজ যোগ করলে এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারে কারণ এটি পুষ্টিতে সমৃদ্ধ এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য পেট ভরে রাখে। প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর চর্বি এবং ফাইবারের মিশ্রণ ক্ষুধা দমন করে এবং অবাঞ্ছিত খাবার খাওয়া রোধ করে। ৪. হৃদরোগের উন্নতি করে, আপনি কি জানেন ডায়াবেটিস রোগীদের হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি থাকে? কুমড়ার বীজে প্রচুর পরিমাণে হৃদরোগ-বান্ধব চর্বি থাকে, বিশেষ করে ওমেগা-৩ এবং ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিড, যা প্রদাহ কমায় এবং হৃদরোগের উন্নতি করে। এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়ামও প্রচুর থাকে, যা রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়, হৃদরোগের জটিলতার ঝুঁকি কমায়। ৫. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, ডায়াবেটিস রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও দুর্বল করে দিতে পারে, যা সংক্রমণের জন্য সংবেদনশীল করে তোলে। কুমড়ার বীজে প্রচুর পরিমাণে জিঙ্ক থাকে, যা একটি অপরিহার্য খনিজ এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অক্ষত রাখতে সহায়তা করে। খাদ্যতালিকায় এই বীজ অন্তর্ভুক্ত করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হবে। ৬. ঘুম বাড়ায় এবং চাপ কমায়, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা চাপের কারণ হতে পারে এবং চাপ রক্তে শর্করার মাত্রা ওঠানামার কারণ হতে পারে। কুমড়ার বীজ ট্রিপটোফ্যানের উৎস, এটি একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড যা শরীরকে সেরোটোনিন তৈরিতে সহায়তা করে, যা বিশ্রাম এবং সঠিক ঘুমে সাহায্য করে। রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখা এবং সাধারণ স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য সঠিক বিশ্রাম অপরিহার্য।

ডায়াবেটিসের যে ৫ লক্ষণ আপনার জানা নেই

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ডায়াবেটিসের কথা ভাবলেই যে লক্ষণগুলো মনে আসে তা হলো ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, অতিরিক্ত তৃষ্ণা এবং রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি। কিন্তু যদি বলি যে ডায়াবেটিস এমনভাবে দেখা দিতে পারে যা আপনি কখনও আশা করেননি? কিছু লক্ষণ এতটাই সূক্ষ্ম যে বেশিরভাগ মানুষ সেগুলোকে ছোটখাটো অস্বস্তি বলে উড়িয়ে দেয়- যতক্ষণ না অবস্থা গুরুতর হয়ে ওঠে। চলুন জেনে নেওয়া ডায়াবেটিসের কম পরিচিত কিছু লক্ষণ সম্পর্কে- ১. শুষ্ক, চুলকানিযুক্ত ত্বক, আপনার ত্বক কি ক্রমাগত শুষ্ক, খসখসে বা চুলকানিযুক্ত হয়ে উঠছে? ক্রমাগত শুষ্কতা রক্তে উচ্চ শর্করার লক্ষণ হতে পারে। রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পেলে শরীর দ্রুত তরল হারায়, যার ফলে পানিশূন্যতা দেখা দেয়। যার প্রভাব পড়ে ত্বকেও। ডায়াবেটিসের কারণে দুর্বল রক্ত ??সঞ্চালন ত্বকের জন্য আর্দ্রতা বজায় রাখা কঠিন করে তুলতে পারে। ২. কারণ ছাড়াই ওজন কমে যাওয়া, হঠাৎ করেই কয়েক কেজি ওজন কমে গেলে এবং বিশেষ করে যদি আপনি সবসময় ক্লান্ত বোধ করেন, তাহলে ডায়াবেটিসের পরীক্ষা করানো জরুরি। খাদ্যাভ্যাস বা ব্যায়ামের রুটিন পরিবর্তন না করে ওজন কমানো স্বপ্নের মতো শোনাতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এটি ডায়াবেটিসের একটি সতর্কতামূলক লক্ষণ হতে পারে। শরীর গ্লুকোজ থেকে শক্তি পেতে ইনসুলিন সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারলে চর্বি এবং পেশী পোড়াতে শুরু করে। এর ফলে দ্রুত ওজন হ্রাস পেতে পারে। ৩. ক্রমাগত ক্লান্তি, যদি আপনার শক্তির মাত্রা কোনো স্পষ্ট কারণ ছাড়াই নিম্নগামী হয়, তাহলে এর পেছনে ডায়াবেটিস লুকিয়ে থাকতে পারে।

ডুবো তেলে ভাজার পর অবশিষ্ট তেল কী করবেন?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আমাদের বেশিরভাগই রান্নাঘরে যতটা সম্ভব দক্ষ থাকার চেষ্টা করি। রান্নার বিভিন্ন উপকরণের অবশিষ্টাংশ সর্বোচ্চ ব্যবহার করার চেষ্টা করি এবং অপচয় কম করি। রান্নার তেলের ক্ষেত্রে, আমরা অনেকেই অবশিষ্ট তেল ছেঁকে নিয়ে অন্য ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করি। তেল ব্যয়বহুল এবং একবার ব্যবহারের পরে এটি ফেলে দেওয়া অপচয় বলে মনে হয়। কিন্তু আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে বারবার গরম করলে তেলের কী হয়? মুচমুচে, সোনালি, ডিপ ফ্রাই খাবার সুস্বাদু হতে পারে, তবে এটি স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ক্ষতিকর। আপনি যদি ডুবো তেলে কোনোকিছু ভাজার পর সেই তেল পুনরায় ব্যবহার করেন, তাহলে কিছু বিষয় এখনই জানা উচিত- কেন ভাজা তেল পুনরায় ব্যবহার করবেন না পুষ্টিবিদদের মতে, ভাজা তেল পুনরায় ব্যবহার করা এড়ানো উচিত কারণ এগুল তিক্ত হয়ে যায় এবং এতে ফ্রি র‌্যাডিক্যালের পরিমাণ বেশি থাকে। এতে ট্রান্স ফ্যাট অত্যন্ত বেশি থাকে, যা আপনার হৃদযন্ত্র এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। পুনঃব্যবহৃত তেল কেন ক্ষতিকারক? তেল ডিপ ফ্রাই করার সময় উচ্চ তাপমাত্রার সংস্পর্শে এলে স্বাস্থ্যকর তরল চর্বি হাইড্রোজেনেশন নামক একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়, যা একে অস্বাস্থ্যকর কঠিন ট্রান্স ফ্যাটে পরিণত করে। ট্রান্স ফ্যাট কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি করে এবং হৃদযন্ত্রের ব্লকেজ এবং হৃদরোগের জন্য দায়ী বলে পরিচিত। বাজারে যেসব ভাজা খাবার বিক্রি হয় তার বেশিরভাগই এমন তেলে রান্না করা হয় যা বারবার পুনঃব্যবহার করা হয়েছে, যা ট্রান্স ফ্যাট এবং অক্সিডাইজড যৌগের সঙ্গে সম্পর্কিত ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। নিয়মিত বাইরে থেকে ভাজা খাবার গ্রহণ করলে তা হৃদরোগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আপনি কি নিরাপদে ডিপ-ফ্রাইড তেল পুনরায় ব্যবহার করতে পারেন? ডুবো তেলে ভাজা খাবার লোভনীয় হতে পারে, তবে অবশিষ্ট তেল রান্নার জন্য পুনরায় ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে যদি এরপরও সেই তেল পুনরায় ব্যবহার করতে চান, তবে ক্ষতি কমাতে বিশেষজ্ঞরা কয়েকটি সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেন: মাঝারি তাপ ব্যবহার করুন: উচ্চ তাপের পরিবর্তে মাঝারি আঁচে গভীর ভাজা তেলের ক্ষয় হ্রাস করে। পুনঃব্যবহার সীমিত করুন: একই তেল বারবার ব্যবহার করবেন না। এক বা দুইবার ব্যবহারের পরে তা ফেলে দিন।

হার্ট ভালো রাখতে যে ৫ ফল খাবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ভাজা-পোড়া এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার বেশিরভাগ মানুষেরই খাবারের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। যে কারণে হার্টের যত্ন নেওয়া আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমরা আসলে কী খাচ্ছি তা নিয়ে কতটা ভাবি? অস্বাস্থ্যকর তেল থেকে শুরু করে লুকানো চিনি পর্যন্ত, আমরা প্রতিদিন যা খাই তার বেশিরভাগই ভালোর চেয়ে বেশি ক্ষতি করে। চারদিকে হৃদরোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যকর খাবার পছন্দ করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কিছু ফল রয়েছে যেগুলো হার্টের জন্য ভালো। যাতে আছে ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং হার্টের স্বাস্থ্যকে ভালো রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি। চলুন জেনে নেওয়া যাক- ১. আপেল: ফাইবার সমৃদ্ধ হার্ট প্রোটেক্টর,

আপেলে ডায়েটারি ফাইবার এবং প্রাকৃতিক ফলের অ্যাসিড থাকে। এতে পেকটিনও থাকে, যা হজমের স্বাস্থ্যকে সহায়তা করে এবং কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। নিয়মিত আপেল খেলে তা খারাপ কোলেস্টেরল কমায়, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, ত্বকে তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। ২. ডালিম: অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পাওয়ার হাউস, এই টসটসে লাল দানার ফল পলিফেনল দিয়ে পরিপূর্ণ, যা হৃদরোগের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মধ্যে একটি। ডালিম পিত্তের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং শরীরের উপর প্রাকৃতিক শীতল প্রভাব ফেলে। এটি রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে এবং হজমে সাহায্য করে। ৩. কমলা: ভিটামিন সি-প্যাকড হাইড্রেটর, কমলা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে। এটি কোলেস্টেরল এবং রক্তচাপ কমাতেও সাহায্য করে, যা হৃদরোগের জন্য দুর্দান্ত। কমলা খেলে তা ক্ষতিকর কোলেস্টেরল কমায়, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং হাইড্রেটেড রাখে। ৪. অ্যাভোকাডো: হৃদরোগের জন্য স্বাস্থ্যকর চর্বির উৎস, অ্যাভোকাডো হৃদযন্ত্র-বান্ধব মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট সমৃদ্ধ। এটি ভিটামিন কে, পটাসিয়াম এবং ফোলেটেরও একটি দুর্দান্ত উৎস, যা হজম, ত্বকের স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক সুস্থতায় সহায়তা করে। বিদেশি ফল হলেও আমাদের দেশের অনেক সুপারশপ বা ফলের দোকানে অ্যাভোকাডো পাওয়া যায়। ৫. ব্লুবেরি: হার্টকে শক্তিশালী করার সুপারফুড, ব্লুবেরি অ্যান্থোসায়ানিন সমৃদ্ধ, শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা বার্ধক্যকে ধীর করে এবং হৃদরোগের স্বাস্থ্যকে উন্নত করে। এটি ভালো কোলেস্টেরল বাড়ায়, রক্তচাপ কমায় এবং সামগ্রিক হৃদরোগের কার্যকারিতায় সহায়তা করে। গ্লাইসেমিক সূচক কম থাকায় এটি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বেশ উপকারী। এইচএন

তরমুজের ২টি সহজ পানীয় তৈরির রেসিপি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : রোজার ক্লান্তি অনেকটাই দূর করে দিতে পারে তরমুজের মতো সুস্বাদু ও রসালো ফল। এই ফলের প্রায় নব্বই ভাগ পানি। তাই নিয়মিত তরমুজ খেলে শরীরে পানির ঘাটতি অনেকটাই পূরণ হয়। ইফতারে রাখতে পারেন তরমুজ দিয়ে তৈরি নানা ধরনের পানীয়। যেগুলো ইফতারে পান করলে আপনি সতেজ বোধ করবেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক এমনই ২টি পানীয় তৈরির রেসিপি- তরমুজ-কমলার জুস, প্রথমে তরমুজের খোসা ছাড়িয়ে নিন। এবার বীজ আলাদা করে টুকরা করে নিন। ৪ কাপ টুকরা ব্লেন্ডারে দিন। এরপর খোসা ও বীজ ছাড়ানোর ৪টি কমলার রস মেশাতে হবে। আরও দিতে হবে পুদিনা পাতা কুচি, স্বাদমতো চিনি ও পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। এবার পরিবেশন গ্লাসে পরিবেশন করতে হবে। যারা ঠান্ডা খেতে বেশি পছন্দ করেন তারা বরফের টুকরা মিশিয়ে নিতে পারেন।

পান্তা ভাত খাওয়া কি সত্যি উপকারী?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : পেট ফাঁপা এবং শরীরে অস্বস্তি নিয়ে ঘুম থেকে ওঠার কথা ভাবুন। শুনতে অস্বস্তিকর লাগছে, তাই না? এই কারণেই বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা আপনার দিনটি হালকা এবং প্রাণবন্ত রাখার জন্য সঠিক শুরু করার পরামর্শ দেন। একটি সুস্থ সকালের দিকে প্রথম পদক্ষেপ হলো অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো থাকা। এক্ষেত্রে আপনাকে সাহায্য করতে পারে পান্তা ভাত। সকালের খাবারে পান্তা ভাত খেলে তা সারাদিন আপনাকে সতেজ ও সুস্থ রাখতে অনেকটাই ভূমিকা রাখবে। রোজায় ইফতার বা সাহরিতেও রাখতে পারেন পান্তা ভাত। পান্তা ভাত কী? পান্তা ভাত সম্পর্কে আসলে কোনো বাঙালিকেই আলাদা করে বোঝাতে হবে না। কারণ এর সঙ্গে কম-বেশি আমরা সবাই পরিচিত। সাধারণত রাতের বেঁচে যাওয়া ভাতে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখে সকালে খাওয়া হয়। তাকেই পান্তা ভাত বলি। গাঁজন পানিতে ভালো ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, যা এটিকে ভিটামিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্যে ভরপুর একটি

পুষ্টিকর খাবারে পরিণত করে। পুষ্টিবিদরা বেশি উপকারিতার জন্য মাটির পাত্রে ভাত ভিজিয়ে রাখার পরামর্শ দেন। মাটির পাত্র কেন ব্যবহার করবেন? বিশেষজ্ঞদের মতে, মাটির পাত্রে এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা প্রাকৃতিকভাবে গাঁজন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এটি শীতলকরণের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে এবং পানির ঢ়ঐ স্তরের ভারসাম্য বজায় রাখতেও সাহায্য করে। এর ফলে পান্তা ভাত আরও বেশি স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। পাশাপাশি, মাটি পান্তা ভাতের পানিতে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের মতো খনিজ পদার্থ যোগ করতে সাহায্য করে, যা সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। পান্তা ভাতে স্বাস্থ্য উপকারিতা, ১. অন্ত্রের প্রদাহ কমায়, পান্তা ভাত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্যে ভরপুর যা আপনার পেট ঠান্ডা করে, প্রদাহ কমায়, ফোলাভাব এবং অ্যাসিডিটি প্রতিরোধ করে। ২. হজমে সহায়তা করে, পান্তা ভাত খেলে তা আমাদের অন্ত্রে ভালো ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, যা আরও ভালো পুষ্টি শোষণ, হজম এবং বিপাক উন্নত করে।